রাজসিংহ

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর উপপাঠ্যরূপে
অনুমোদিত (কলিকাতা গেজেট, ৩রা মার্চ্চ ১৯৫১)

'বঙ্কিম-গ্রন্থমালা'র অষ্টম গ্রন্থ—

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের

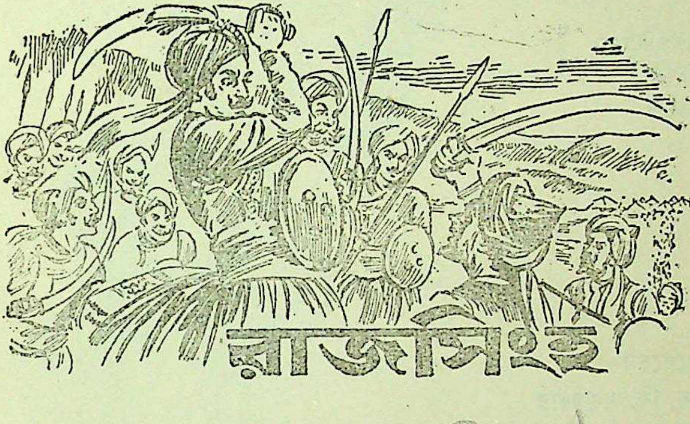

দামোদর গ্রন্থমালা, রমেশচন্দ্রের গ্রন্থমালা, চিত্রে জয়দেব প্রভৃতি
গ্রন্থের সম্পাদক

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
কার্ত্তিক
১৩৬৩
৩

ছেপেছেন—
এস্, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
এক টাকা

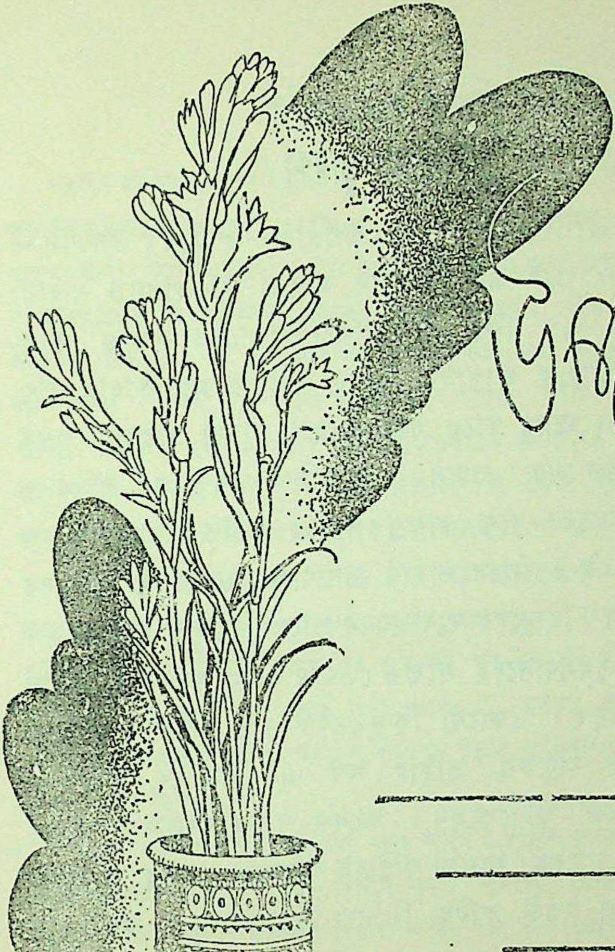

উৎসর্গ

সম্পাদকের ভূমিকা

রাজসিংহ ঐতিহাসিক-উপন্যাস। উপন্যাস—উপন্যাস। উপন্যাস—ইতিহাস নয়। তাই এই উপন্যাসে হয়তো ইতিহাসগত যাথার্থ্য পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ঐতিহাসিক-উপন্যাসের লক্ষ্যও তাহা নয়। মৃত অতীতকে জাগাইয়া তুলিয়া ধরিবার জন্য, তাহার প্রাণ-বস্তুকে আজিকার মনের কাছে সত্য করিয়া তুলিয়া ধরিবার জন্যই ঐতিহাসিক-উপন্যাসের প্রয়াস। 'রাজসিংহ'-উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের চরিত্রের মধ্যে রাজপুতজাতির অতীত চরিত্রকে জীবন্ত করিয়াছেন। এই উপন্যাসে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিশক্তি-রূপেই মুঘলদের কথা আসিয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে যেমন ভালো হিন্দুও আছে, মন্দ হিন্দুও আছে; মুসলমানদের মধ্যেও তেমনি ভালো মুসলমান, আবার মন্দ মুসলমান আছে। কোনো হিন্দু-লেখক যদি মুসলমান-চরিত্রকে নিন্দনীয় করিয়া আঁকেন, তাহার অর্থ এই নয় যে, লেখক—মুসলমানদের নিন্দা করিতেছেন। অনেক পাঠক রাজসিংহ পড়িয়া এই ভুল করিতে পারেন, আশঙ্কা করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় সে-কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন। আজিকার পাঠকদেরও সে-কথা মনে রাখা দরকার।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ, তিনি যে শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাই নয়, মানব-ইতিহাসে অতি অল্প-সংখ্যক এক-জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে, ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে Pioneer, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈরী করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্য এবং আমাদের জাতীয়-জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক-সম্রাটের মতন বসিয়া আছেন।

আজ থেকে একশো আঠারো বছর আগে নৈহাটীর কাছে কাঁটালপাড়া-গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন—১৮৩৮, ২৬শে জুন। নৈহাটী ষ্টেশনের মুখে ঢুকিতেই রেল-লাইনের ধারেই ভগ্নপ্রায় তাঁহার বাড়ী চোখে পড়ে। পিছনের দিকটা ভাঙিয়া জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অথচ এই বাড়ীটিই আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী-কলেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁটালপাড়াতেই বাস করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলায় তিনি

বঙ্কিমের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী-চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে বৃটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন-কিছু বলা, বা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে মাতরম্!"

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার 'কমলাকান্ত' মাতৃ-রূপের যে স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন।

বাঙালীর নব-জন্মদাতা…সাহিত্যিক-গুরু, তোমাকে প্রণাম!

—বন্দে মাতরম্!

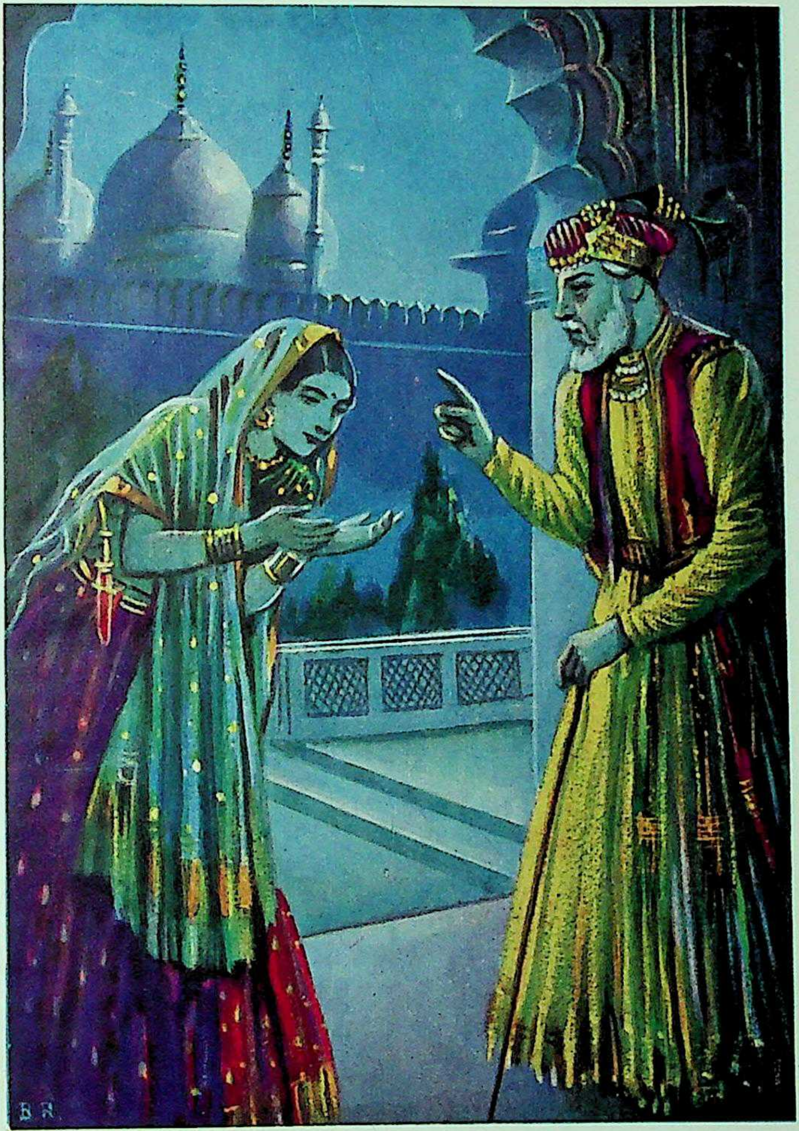

নির্ম্মলকুমারী বলিল, “আপনি কে, তাহা না জানিলে আমি

রাজসিংহ

প্রথম খণ্ড

চিত্রে চরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তস্‌বীরওয়ালী

রাজস্থানের পার্ব্বত্য-প্রদেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা ছিল। কিন্তু রাজা ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ায় আপত্তি নাই। রূপনগরের রাজার নাম—বিক্রমসিংহ। বিক্রমসিহের আরও সবিশেষ পরিচয় পশ্চাৎ দিতে হইবে।

সম্প্রতি তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা। ক্ষুদ্র রাজ্য, ক্ষুদ্র রাজধানী, ক্ষুদ্র পুরী, সেই ক্ষুদ্র পুরীর অন্তঃপুরমধ্যে একটি ঘর বড় সুশোভিত। তাজমহল ও ময়ূরতক্তের অনুকরণে এ-ঘরের দেওয়ালে সাদা পাথরের অসম্ভব পক্ষীসকল অসম্ভব রকমে, অসম্ভব লতার উপর বসিয়া, অসম্ভব-জাতীয় ফুলের উপর পুচ্ছ রাখিয়া, অসম্ভব-জাতীয় ফল ভোজন করিতেছে। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর একপাল স্ত্রীলোক, দশ জন কি পনের জন। তাহাদের সকলের হাসি টিট্‌কারির কিছু ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের হাসিবার কারণ,—এক প্রাচীনা কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া

তাহাদের হাতে পড়িয়াছিল। হস্তীদন্তনির্ম্মিত-ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অপূর্ব্ব চিত্রগুলি। তখন সকলে মিলিয়া চিত্রগুলি দেখিতে চাহিল।

প্রাচীনা বিরক্ত হইয়া বলিল, "রাজকুমারী আসুন, তবে আমি তস্‌বীর দেখাইব। আর, তাঁরই জন্য এসকল আনিয়াছি।"

তখন সাত জন সাত দিক্‌ হইতে বলিল, "ওগো! আমি রাজকুমারী! ও আয়ি বুড়ী, আমি রাজকুমারী।" বৃদ্ধা ফাঁপরে পড়িয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। আবার আর-একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল।

অকস্মাৎ হাসির ধূম কম পড়িয়া গেল—গোলমাল একটু থামিল—কেবল তাকাতাকি, আঁচাআঁচি এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত ওষ্ঠ-প্রান্তে একটু ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হাসি। চিত্রস্বামিনী ইহার কারণ সন্ধান করিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, তাহার পিছনে কে একখানি দেবীপ্রতিমা দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। বৃদ্ধা অনিমেষলোচনে সেই সর্ব্বশোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্ম্মিতপ্রায় প্রতিমাপানে চাহিয়া রহিল। কি সুন্দর! বুড়ী বয়োদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখিতে পায় না—তাহা না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ ত' প্রস্তরের বর্ণ নহে, নির্জ্জীবের এমন সুন্দর বর্ণ হয় না। পাথর দূরে থাকুক, কুসুমেও এ চারুবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বুড়ী অবাক্‌ হইল—এর ওর তার মুখপানে চাহিতে লাগিল—কিছু ভাবিয়া ঠিক পাইল না। বিফলচিত্তে রসিকা রমণীমণ্ডলীর মুখপানে চাহিয়া বৃদ্ধা হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল, "হ্যাঁ গা, তোমরা বল না গা?"

একজন হাসি রাখিতে পারিল না—হাসিতে-হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বলা বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সেই প্রতিমা কথা কহিল। অতি মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আয়ি, কাঁদিস্ কেন গো ?"

তখন বুড়ী বুঝিল যে, ইনি হয় রাজমহিষী, নয় রাজকুমারী হইবেন। বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ-প্রণাম রাজকুলকে নহে—এ-প্রণাম সৌন্দর্য্যকে। বুড়ী যে সৌন্দর্য্য দেখিল, তাহা দেখিয়া প্রণত হইতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চিত্রদলন

এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী, যারে দেখিয়া চিত্র-বিক্রেত্রী প্রণত হইল, রূপনগরের রাজার কন্যা চঞ্চলকুমারী। যাহারা এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল, তাহারা তাঁহার সখীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্য করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা ?"

সখীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। "উনি তস্‌বীর বেচিতে আসিয়াছেন।"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "তা, তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন ?"

কেহ-কেহ কিছু-কিছু অপ্রতিভ হইল। একজন বলিল, "আমাদের দোষ কি। আয়া বুড়ী যত সেকেলে বাদশাহের তস্‌বীর আনিয়া দেখাইতেছিল তাই আমরা হাসিতেছিলাম।"

রাজকুমারী তখন প্রাচীনার তস্‌বীর সকল দেখিতে চাহিলেন।

প্রাচীনা একে-একে তস্বীরগুলি রাজকুমারীকে দেখাইতে লাগিল। আকবর বাদশাহ, জাহাঁগীর, শাহজহাঁ, নূরজহাঁ, নূরমহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী হাসিয়া-হাসিয়া সকলগুলি ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, "ইঁহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঢের তস্বীর আছে, হিন্দুরাজার তস্বীর আছে?"

"অভাব কি?" বলিয়া প্রাচীনা—রাজা মানসিংহ, রাজা বীরবল, রাজা জয়সিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও ফিরাইয়া দিলেন; বলিলেন, "এও লইব না। এ-সকল হিন্দু নয়, ইহারা মুসলমানের চাকর।"

প্রাচীনা তখন হাসিয়া বলিল, "মা, কে কার চাকর, তা আমি ত' জানি না। আমার যা আছে দেখাই, পছন্দ করিয়া লও।"

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পছন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, রাণা অমরসিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি কয়েকখানি চিত্র ক্রয় করিলেন। একখানি বৃদ্ধা ঢাকিয়া রাখিল—দেখাইল না।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানি ঢাকিয়া রাখিলে যে?" বৃদ্ধা কথা কহে না। রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা ভীত হইয়া করযোড়ে কহিল, "আমার অপরাধ লইবেন না—অসাবধানে ঘটিয়াছে—অন্য তস্বীরের সঙ্গে আসিয়াছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "অত ভয় পাইতেছ কেন? এমন কাহার তস্বীর যে, দেখাইতে ভয় পাইতেছ?"

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের দুষমনের ছবি।

রাজকুমারী। কার তস্বীর?

বুড়ী। (সভয়ে) রাণা রাজসিংহের।

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "বীরপুরুষ স্ত্রীজাতির কখনও শত্রু নহে। আমি ও তস্‌বীর লইব।"

তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে-দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল; লোচন বিস্ফারিত হইল। একজন সখী তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল। রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ! দেখিবার যোগ্য বটে।"

সখীগণের হাতে-হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল। রাজসিংহ যুবাপুরুষ নহেন—তথাপি তাঁহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা সুযোগ পাইয়া এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ মুনাফা করিল। তারপর লোভ পাইয়া বলিল, "যদি বীরের তস্‌বীর লইতে হয়, তবে আর-একখানি দিতেছি। ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে?"

এই বলিয়া বৃদ্ধ আর-একখানি চিত্র বাহির করিয়া রাজপুত্রীর হাতে দিল।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার চেহারা?"

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলমগীরের।

রাজকুমারী। কিনিব।

এই বলিয়া একজন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত-চিত্রগুলির মূল্য আনিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন। পরিচারিকা মূল্য আনিতে গেলে, ইত্যবসরে রাজকুমারী সখীগণকে বলিলেন, "এসো, একটু আমোদ করা যাক্‌।"

তারপর রাজপুত্রী বলিলেন, "আমি এই আলমগীর বাদশাহের

চিত্রখানি মাটিতে রাখিতেছি। সবাই ইহার মুখে এক-একটি বাঁ পায়ের লাথি মার। কার লাথিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।”

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়া গেল। একজন বলিল, “অমন কথা মুখে আনিও না কুমারীজী! কাকপক্ষীতে শুনিলেও রূপনগরের গড়ের একখানি পাথর থাকিবে না।”

নির্ম্মলনাম্নী একজন বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। হাসিতে-হাসিতে বলিল, “অমন কথা আর বলিও না।”

চঞ্চলকুমারী ধীরে-ধীরে অলঙ্কারশোভিত বাম চরণখানি ঔরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন—মড়-মড় শব্দ হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি রাজপুতকুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল।

রাজপুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন, “আমার কি সাধ মিটিবে না? আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ—”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিত্র-বিচারণ

পরদিন চঞ্চলকুমারী ক্রীত-চিত্রগুলি একা বসিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন। তাঁহার সখী নির্ম্মলকুমারী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া চঞ্চল বলিল, “নির্ম্মল! ইহার মধ্যে কাহাকেও তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে?”

নির্ম্মল বলিল, “যাহাকে আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার চিত্র ত’ তুমি পা দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ।”

চঞ্চল। ঔরঙ্গজেবকে ?

নির্ম্মল। আশ্চর্য্য হইলে যে ?

চঞ্চল। বদ্‌জাতের ধাড়ি যে! অমন পাষণ্ড যে আর পৃথিবীতে জন্মে নাই।

নির্ম্মল। বদ্‌জাতকে বশ করিতেই আমার আনন্দ। তোমার মনে নাই, আমি বাঘ পুষিতাম? আমি একদিন-না-একদিন ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করিব, ইচ্ছা আছে।

চঞ্চল। মুসলমান যে ?

নির্ম্মল। আমার হাতে পড়িলেই হিন্দু হইয়া যাইবে।

চঞ্চল। তুমি মর।

এদিকে চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের চিত্র দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিব বলিয়া মনে-মনে স্থির করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বুড়ী বড় সতর্ক

যে বুড়ী ছবি বেচিয়াছিল, সে ফিরিয়া বাড়ী আসিল। সেখানে আসিয়া দেখিল, তাহার পুত্র আসিয়াছে। তাহার পুত্র দিল্লীতে দোকান করে। কুক্ষণে বুড়ী রূপনগরে চিত্র বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের কাণ্ড যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে না পাইয়া বুড়ীর মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

যদি নির্ম্মলকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়া কথা প্রকাশ করিতে

নিষেধ করিয়া না দিত, তবে বোধহয় বুড়ীর মন এত ব্যস্ত না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যখন সে-কথা প্রকাশ করিবার জন্য নিষেধ হইয়াছে, তখন বুড়ীর মন কাজে-কাজেই কথাটি বলিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। বুড়া কি করে একে সত্য করিয়া আসিয়াছে, হাত পাতিয়া মোহর লইয়া নিমক খাইয়াছে, কথা প্রকাশ পাইলেও দুরন্ত বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও বুঝিতেছে। আবার হঠাৎ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিতে না পারিয়া দিবসে আহার হয় না—রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। শেষে বুড়ী তাহার পুত্রের কাছে সমস্ত সবিস্তারে ব্যক্ত করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দরিয়া-বিবি

বুড়ীর পুত্রের নাম—খিজির সেখ। সে তস্বীর আঁকিত। দিল্লীতে তাহার দোকান। মা'র কাছে দুই দিন থাকিয়া সে দিল্লী গেল। দিল্লীতে তাহার এক বিবি ছিল। সেই দোকানেই থাকিত। বিবির নাম—ফতেমা। খিজির মা'র কাছে রূপনগরের কথা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা সমস্তই ফতেমার কাছে বলিল। সমস্ত কথা বলিয়া, খিজির ফতেমাকে বলিল, "তুমি এখনই দরিয়া-বিবির কাছে যাও। এই সংবাদ বেগম-সাহেবাকে বেচিয়া আসিতে বলিও। কিছু পাওয়া যাইবে।"

দরিয়া-বিবি পাশের বাড়ীতেই বাস করে। অতএব ফতেমা-বিবি দরিয়া-বিবির গৃহে উপস্থিত হইলেন।

দরিয়া-বিবির ভগিনী অতি উত্তম সুর্‌মা ও আতর প্রস্তুত করিতে পারিত। তাহাই বিক্রয় করিয়া তাহাদের দিনপাত হইত। আপনারা এক্কা বা দোলা করিয়া বড়মানুষের বাড়ী গিয়া বেচিয়া আসিত। বাদশাহের অন্তঃপুরে কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না—বাহিরের স্ত্রীলোকেরও না—কিন্তু দরিয়া-বিবির সেখানে যাইবার উপায় ছিল।

ফতেমা আসিয়া দরিয়া-বিবিকে চঞ্চলকুমারীর সংবাদ বলিল এবং বলিয়া দিল যে, ঐ সংবাদ বিক্রয় করিয়া অর্থ আনিতে হইবে।

দরিয়া-বিবি তখন কিছু সুর্‌মা লইয়া ও রঙ্‌মহালের ভিতর প্রবেশ করিবার পরওয়ানা লইয়া বাহির হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

নন্দনে নরক

প্রথম পরিচ্ছেদ

অদৃষ্ট গণনা

দিল্লীর চাঁদনী-চৌকে জ্যোতিষীগণ রাজপথে আসন পাতিয়া পুঁথি-পাঁজি লইয়া, মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া বসিয়া আছেন। শত-শত স্ত্রী-পুরুষ আপন-আপন অদৃষ্ট গণাইবার জন্য তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া আছে, পরদানশীন বিবিরাও মুড়িসুড়ি দিয়া যাইতেও সঙ্কোচ করে নাই। একজন জ্যোতিষীর আসনের চারিপাশে বড় জনতা। তাহার বাহিরে একজন অবগুণ্ঠনবতী যুবতী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জ্যোতিষীর কাছে যাইবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহস করিয়া জনতা ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, ইতস্ততঃ দেখিতেছে। এমন সময় সেই স্থান দিয়া একজন অশ্বারোহী পুরুষ যাইতেছিল।

অশ্বারোহী যুবা পুরুষ। দেখিয়া আহেলে-বিলায়ত মোগল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অত্যন্ত সুশ্রী, মোগলের ভিতরও এরূপ সুশ্রী পুরুষ দুর্লভ। তাঁহার বেশভূষার অতিশয় পারিপাট্য দেখিয়া একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বোধ হয়। অশ্বও সম্ভ্রান্ত-বংশীয়।

জনতার জন্য অশ্বারোহী অতি মন্দভাবে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। যে যুবতী ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছিল, সে তাঁহাকে

দেখিতে পাইল। দেখিয়াই নিকটে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থামাইল। বলিল, "খাঁ সাহেব—মবারক সাহেব—মবারক!"

মবারক—(অশ্বারোহীর ঐ নাম) জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

যুবতী বলিল, "আর কি—চিনিতেও পার না?"

মবারক বলিল, "দরিয়া?"

দরিয়া বলিল, "জী।"

মবা। তুমি এখানে কেন?

দরিয়া। কেন, আমি ত' সকল জায়গায় যাই। তোমার ত' নিষেধ নাই। তুমি বারণ কর কি?

মবা। আমি কেন বারণ করিব? তুমি আমার কে?

তারপর মৃদুতর স্বরে মবারক বলিল, "কিছু চাই কি?"

দরিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া বলিল, "তৌবা! তোমার টাকা আমার হারাম। আমরা আতর সুর্‌মা করিতে জানি।"

মবা। তবে আমাকে পাকড়া করিলে কেন?

দরিয়া। নাম, তবে বলিব।

মবারক ঘোড়া হইতে নামিল; বলিল, "এখন বল।"

দরিয়া বলিল, "এই ভিড়ের ভিতর একজন জ্যোতিষী বসিয়া আছেন। ইনি নূতন আসিয়াছেন, ইঁহার মত জ্যোতির্বিবদ্ কখন না-কি আসেন নাই। ইঁহার কাছে তোমাকে তোমার কেস্‌মত গণাইতে হইবে।"

মবারক হাত পাতিয়া দিলেন। জ্যোতিষী অনেক দেখিয়া-শুনিয়া বলিল, "আপনি গিয়া বিবাহ করুন।"

পশ্চাৎ হইতে ভিড়ের ভিতর লুকাইয়া দরিয়া-বিবি বলিল, “করিয়াছে।”

জ্যোতিষী বলিল, “কে ও-কথা বলিল ?”

মবারক বলিলেন, “ও একটা পাগলী। আপনি বলিতে পারেন, আমার কি-রকম বিবাহ হইবে ?”

জ্যোতিষী বলিল, “আপনি কোন রাজপুত্রীকে বিবাহ করুন।”

মবারক বলিল, “তাহা হইলে কি হইবে ?”

জ্যোতিষী উত্তর করিল, “তাহা হইলে আপনার খুব পদবৃদ্ধি হইবে।”

ভিড়ের ভিতর হইতে দরিয়া-বিবি বলিল, “আর, মৃত্যু ?”

জ্যোতিষী বলিল, “কে ও ?”

মবা। পাগলী।

জ্যোতিষী। পাগলী নয়। ও বোধহয় মনুষ্য নয়। আমি আর আপনার হাত দেখিব না।

মবারক কিছু বুঝিতে পারিলেন না। জ্যোতিষীকে কিছু দিয়া ভিড়ের ভিতর দরিয়ার অন্বেষণ করিলেন। কিছুতেই আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন কিছু বিষণ্ণভাবে অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জেব-উন্নিসা

ঔরঙ্গজেবের তিন কন্যা। কনিষ্ঠা দুইটির সঙ্গে বন্দী ভ্রাতুষ্পুত্র-দ্বয়ের তিনি বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠা জেব-উন্নিসা বিবাহ করিলেন না।

তাতার-জাতীয়া সুন্দরীগণ মোগলসম্রাটের অবরোধে প্রহরিণী ছিলেন। এই স্ত্রীসৈন্যের একজন নায়িকা ছিলেন, তিনি সেনাপতির স্থানীয়া। তাঁহার পদ উচ্চপদ বলিয়া গণ্য এবং বেতন ও সম্মান তদনুযায়ী। জেব-উন্নিসা এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যিনি এই পদে নিযুক্ত হইতেন, তিনি রাজান্তঃপুরের সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্রী হইতেন। সুতরাং জেব-উন্নিসা রঙ্‌মহালের সর্ব্বকর্ত্রী ছিলেন। সকলেই তাঁহার অধীন; প্রতিহারিগণ, খোজারা, বাঁদীরা, দৌবারিকগণ, বাহকগণ, পাচকগণ সকলেই তাঁহার অধীন। অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মহালমধ্যে আসিতে দিতে পারিতেন।

দুই শ্রেণীর লোক তাঁহার কৃপায় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিত, এক প্রণয়ভাজন—অপর যাহারা তাঁহার কাছে সংবাদ বেচিত।

জেব-উন্নিসা একজন প্রধান রাজনীতিবিদ্। মোগল-সাম্রাজ্যরূপ জাহাজের হাল একপ্রকার তাঁহার হাতে। তিনি মোগল-সাম্রাজ্যের "নিয়ামক নক্ষত্র" বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন যে, গোপনে রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করা রাজনীতিজ্ঞের অন্যতম কাজ। কোথায় কি হইতেছে, গোপনে সব জানা চাই। চারিদিক হইতে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁর কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল। তার

মধ্যে তস্‌বীরওয়ালা খিজির একজন। তাঁর মা নানাদেশে তস্‌বীর বেচিতে যাইত। খিজির তাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। দরিয়া-বিবির ভগিনীও আতর ও সুর্‌মা বিক্রয়ের উপলক্ষে দিল্লীর ভিতর ভ্রমণ করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিত। এইসকল সংবাদ দরিয়া জেব-উন্নিসার কাছে দিয়া আসিত। জেব-উন্নিসা প্রতিবার কিছু-কিছু পুরস্কার দিতেন। ইহাই সংবাদ-বিক্রয়। সংবাদ-বিক্রয়ার্থ দরিয়া মহালমধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা না পায়, তজ্জন্য জেব-উন্নিসা তাহাকে একটা পরওয়ানা দিয়াছিলেন। পরওয়ানার মর্ম্ম এই, "দরিয়া-বিবি সুর্‌মা বিক্রয়ের জন্য রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিতে পারে।"

কিন্তু দরিয়া-বিবি রঙ্‌মহালে প্রবেশকালে হঠাৎ বিঘ্ন প্রাপ্ত হইল। দেখিল, মবারক খাঁ রঙ্‌মহাল মধ্যে প্রবেশ করিল। দরিয়া তখন প্রবেশ করিল না—একটু বিলম্ব করিয়া প্রবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঐশ্বর্য্য-নরক

দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গ; দুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালা। এই রাজপ্রাসাদমালার ভিতর অল্প ভূমিমধ্যে যত ধনরাশি, রত্নরাশি, রূপরাশি এবং পাপরাশি ছিল, সমস্ত ভারতবর্ষে তাহা ছিল না। রাজপ্রাসাদমালার সারভূত অন্তঃপুর বা রঙ্‌মহাল। ইহা কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য—চন্দ্র-সূর্য্য তথায় প্রবেশ করেন না; যম গোপনে ভিন্ন তথায় যান না; বায়ুরও গতিরোধ। তথায়

গৃহসকল বিচিত্র; গৃহসজ্জা বিচিত্র; অন্তঃপুরবাসিনী সকল বিচিত্র। এমন রত্ন-খচিত, ধবলপ্রস্তর-নির্ম্মিত কক্ষরাজি কোথাও নাই—এমন নন্দনকাননন্দিনী উদ্যানমালা আর কোথাও নাই; এত ভোগবিলাসী জগতে আর কোথাও নাই। এত মহাপাপ আর কোথাও নাই।

ইহার মধ্যে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহ।

প্রৌঢ়া সুন্দরী জেব-উন্নিসা পানপাত্রহস্তে বাতায়নপথে নিশীথ-নক্ষত্র-শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে মবারক খাঁ তথায় প্রবেশ করিলেন। জেব-উন্নিসাকে বলিলেন, "আমি বলিতে আসিয়াছি যে, দরিয়া-বিবি হাজির আছে—এখনই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সে পাগল। সে আপনার কাছে আমার কোন নিন্দাবাদ করিলে, আমার উত্তর না পাইলে আপনি আমার প্রতি কোপ করিবেন না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংবাদ-বিক্রয়

যে তাতারী-যুবতী অসি-চর্ম্ম হস্তে লইয়া জেব-উন্নিসার গৃহের দ্বারে প্রহরায় নিযুক্ত, সে দরিয়াকে দেখিয়া বলিল, "এত রাত্রে কেন?"

দরিয়া-বিবি বলিল, "তা কি পাহারাওয়ালীকে বলিব? তুই খবর দে···এই দেখ আমার পরওয়ানা।"

প্রহরিণী কক্ষের ভিতর গিয়া দেখিল, জেব-উন্নিসা হাসিতে-

হাসিতে ফুলের একটা কুকুর গড়িতেছেন। প্রহরিণী কুর্নিশ করিয়া বলিল, "দরিয়া-বিবি হাজির।"

জেব। দরিয়াকে পাঠাইয়া দে।

দরিয়া আসিয়া কুর্নিশ করিল। তারপর ফুলের কুকুরটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া বেগম সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হয়েছে দরিয়া?"

দরিয়া বলিল, "ভাল হইয়াছে।"

জেব। তোর খবর কি বল্?

দরিয়া তখন চঞ্চলকুমারীর তস্‌বীর ভাঙ্গার কাহিনীটি আদ্যোপান্ত শুনাইল। শুনিয়া জেব-উন্নিসা বলিলেন, "এ-খবর আচ্ছা। কিছু বখ্‌শিশ পাইবি।"

তখন রঙ্‌মহালের খাজনাখানার উপর বখ্‌শিশের পরওয়ানা হইল। পাইয়া দরিয়া পলাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উদিপুরী-বেগম

ঔরঙ্গজেব জগৎ-প্রথিত বাদশাহ। তিনি জগৎ-প্রথিত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। নিজেও বুদ্ধিমান্, কর্ম্মদক্ষ, পরিশ্রমী এবং অন্যান্য রাজগুণে গুণবান্ ছিলেন। এই সকল অসাধারণ গুণ থাকিতেও সেই জগৎ-প্রথিতনামা রাজাধিরাজ আপনার জগৎ-প্রথিত সাম্রাজ্য একপ্রকার ধ্বংস করিয়া মানব-লীলা সংবরণ করিলেন।

ইহার একমাত্র কারণ, ঔরঙ্গজেব মহাপাপিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধূর্ত্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরপীড়ক, প্রজাপীড়ক, দুই-একজন মাত্র পাওয়া যায়। এই কপটাচারী সম্রাট্ জিতেন্দ্রিয়তার ভান করিতেন। কিন্তু তাঁহার মহিষীও অসংখ্য ছিল। মোগল বাদশাহেরা যাহাকে প্রথম বিবাহ করিতেন, তিনিই প্রধানা মহিষী হইতেন। ঔরঙ্গজেবের প্রধানা মহিষী—যোধপুরী-বেগম।

যোধপুরী-বেগম প্রধানা মহিষী হইলেও, প্রেয়সী মহিষী ছিলেন না। যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী, সে একজন খৃষ্টিয়ানী, উদিপুরী নামে ইতিহাসে পরিচিতা। আসিয়াখণ্ডের দূরপশ্চিম-প্রান্তস্থিত যে জর্জ্জিয়া এখন রুষিয়ারাজ্যভুক্ত, তাহাই ইহার জন্মভূমি। বাল্যকালে একজন দাস-ব্যবসায়ী ইহাকে বিক্রয়ার্থে ভারতবর্ষে আনে, ঔরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা ইহাকে ক্রয় করেন। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অদ্বিতীয় রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিল। পরে দারা তাহাকে বিবাহ করিলেন।

দারাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তবে ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে বসিতে পাইয়াছিলেন। দারার হত্যার পর কোরাণের বচনানুসারে, তিনি দারার দুইটি প্রধানা মহিষীকে বিবাহ করিলেন। সেই দুইটির একটি হইল উদিপুরী।

জেব-উন্নিসা উদিপুরীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া, কুর্নিশ করিয়া বলিলেন, "মা! আপনার মেজাজ উত্তম ত'?"

উদিপুরী অর্দ্ধজাগ্রতের স্বরে বলিলেন, "এত রাত্রে কেন?"

জে। একটা বড় খবর আছে।

উ। কি? মারহাট্টা-ডাকু মরেছে?

জে। তারও অপেক্ষা খোস-খবর। এই বলিয়া জেব-উন্নিসা গুছাইয়া, বাড়াইয়া, রং চালিয়া দিয়া, চঞ্চলকুমারীর সেই তস্‌বীর ভাঙ্গার গল্পটা করিয়া বলিলেন, "এই মহিষের মত বাঁদীগুলা হজরতের তামাকু সাজে, ইহার পর রূপনগরের সেই সুন্দরী রাজকুমারী আসিয়া হজরতের তামাকু সাজিবে, বাদশাহের কাছে এই ভিক্ষা চাহিবেন।"

ইহার কিছু পরে রাজকার্য্যপরিশ্রমক্লান্ত বাদশাহ শ্রমাপনয়ন জন্য উদিপুরীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। উদিপুরী চঞ্চলকুমারীর কথা জেব-উন্নিসার কাছে যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনই বলিলেন। সে আসিয়া আমার তামাকু সাজিবে, এ-প্রার্থনাও জানাইলেন। বলিবামাত্র ঔরঙ্গজেব শপথ করিয়া স্বীকার করিলেন। কেন না, তিনি ক্রোধে অস্থির হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যোধপুরী-বেগম

পরদিন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। রূপনগরের ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল। তাহাতে লিখিত হইলঃ "বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য-বৃত্তান্ত-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপনগরের রাও-সাহেবের সৎস্বভাব ও রাজ-ভক্তিতে বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। অতএব বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার সেই রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা

করেন। রাজা কন্যাকে দিল্লীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন; শীঘ্র রাজসৈন্য আসিয়া কন্যাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবে।”

এই সংবাদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না। যোধপুর, অম্বর প্রভৃতি বড়-বড় রাজপুতরাজগণ মোগল বাদশাহকে কন্যাদান করা অতি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সে-স্থলে রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবী রাজার অদৃষ্টে এই শুভফল বড়ই আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল।

বাদশাহের বাদশাহ—যাঁহার সমকক্ষ মনুষ্যলোকে কেহ নাই—তিনি জামাতা হইবেন—চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন—ইহার অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? রূপনগরের প্রজাবর্গ আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

কেবল চঞ্চলকুমারীর সখীগণ নিরানন্দ। তাহারা জানিত যে, এ-সম্বন্ধে মোগল-দ্বেষিণী চঞ্চলকুমারীর সুখ নাই।

সংবাদটা অবশ্য দিল্লীতেও প্রচার হইল। বাদশাহী-রঙ্‌মহালে প্রচারিত হইল। যোধপুরী-বেগম শুনিয়া বড় নিরানন্দ হইলেন। তিনি হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানের ঘরে পড়িয়া ভারতেশ্বরী হইয়াও তাঁহার সুখ ছিল না। তিনি ঔরঙ্গজেবের পুরীমধ্যেও আপনার হিন্দুয়ানী রাখিতেন। তিনি বাদশাহের সাক্ষাৎ পাইলে বিনীতভাবে বলিলেন, “জাহাঁপনা! যাঁহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজরাজ্যেশ্বরগণ রাজ্যচ্যুত হইতেছেন, এক সামান্য বালিকা কি তাঁহার ক্রোধের যোগ্য?”

রাজেন্দ্র হাসিলেন—কিন্তু কিছু বলিলেন না। সেখানে কিছুই হইল না।

তখন যোধপুর-রাজকন্যা মনে-মনে বলিলেন, "হে ভগবান্! আমাকে বিধবা কর। এ রাক্ষস আর অধিক দিন বাঁচিলে হিন্দুনাম লোপ পাইবে।"

দেবী নামে তাঁহার একজন পরিচারিকা ছিল। সে যোধপুর হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন দেশছাড়া, এখন অধিক বয়সে আর সে মুসলমানের পুরীর মধ্যে থাকিতে চাহে না। অনেক দিন হইতে সে বিদায় চাহিতেছিল, কিন্তু সে বড় বিশ্বাসী বলিয়া যোধপুরী তাহাকে ছাড়েন নাই। যোধপুরী আজ তাহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি অনেক দিন হইতে যাইতে চাহিতেছ, আজ তোমাকে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু তোমাকে আমার একটি কাজ করিতে হইবে। কাজটি বড় শক্ত, বড় বিশ্বাসের কাজ। তাহার খরচপত্র দিব, বখ্‌শিশ দিব, আর চিরকালের জন্য মুক্তি দিব। করিবে?"

দেবী বলিল, "আজ্ঞা করুন।"

যোধপুরী বলিলেন, "রূপনগরের রাজকুমারীর সংবাদ শুনিয়াছ? তাঁর কাছে যাইতে হইবে, চিঠিপত্র দিব না, যাহা বলিবে, আমার নাম করিয়া বলিবে, আর আমার এই পাঞ্জা দেখাইবে, তিনি বিশ্বাস করিবেন। ঘোড়ায় চড়িতে পার, ঘোড়ায় যাইবে। ঘোড়া কিনিবার খরচ দিব।"

দেবী। কি বলিতে হইবে?

বেগম। রাজকুমারীকে বলিবে, হিন্দুর কন্যা হইয়া মুসলমানের ঘরে না আসেন। আমরা আসিয়া নিত্য মরণ কামনা করিতেছি। বলিবে, তস্‌বীর ভাঙ্গার কথাটা বাদশাহ শুনিয়াছেন। তাঁকে সাজা দিবার জন্যই আনিতেছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁকে দিয়া

উদিপুরীর তামাকু সাজাইবেন। বলিও, বরং বিষ খাইও, তথাপি দিল্লীতে আসিও না। আরও বলিও, ভয় নাই, দিল্লীর সিংহাসন টলিতেছে। দক্ষিণে মারহাট্টা মোগলের হাড় ভাঙ্গিয়া দিতেছে। রাজপুতেরা একত্র হইতেছে। জেজিয়ার জ্বালায় সমস্ত রাজপুতানা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। উদয়পুরের রাণা বীরপুরুষ, মোগল-তাতারের মধ্যে তাঁর মত কেহ নাই। তিনি যদি রাজপুতগণের অধিনায়ক হইয়া অস্ত্র ধারণ করেন—যদি একদিকে শিবাজী, আর-দিকে রাজসিংহ অস্ত্র ধরেন, তবে দিল্লীর সিংহাসন কয়দিন টিকিবে?

দেবী। এমন কথা বলিও না, মা! দিল্লীর তক্ত তোমার ছেলের জন্য আছে। আপনার ছেলের সিংহাসন ভাঙ্গিবার পরামর্শ আপনি দিতেছ?

বেগম। আমি এমন ভরসা করি না যে, আমার ছেলে এ-তক্তে বসিবে। যতদিন রাক্ষসী জেব-উন্নিসা আর ডাকিনী উদিপুরী বাঁচিবে, ততদিন সে ভরসা করি না।

তারপর বলিলেন, "সে-সব কথায় কাজ নাই। তুমি আমার সকল মতলব বুঝিবে না—বুঝিয়াই-বা কি হইবে? যাহা বলি, তাই করিও। রাজকুমারীকে রাজসিংহের শরণ লইতে বলিও। রাজসিংহ রাজকুমারীকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। বলিও, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তিনি রাণার মহিষী হউন। মহিষী হইলে যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, উদিপুরী তাঁর তামাকু সাজিবে।"

দেবী। এ-ও কি হয় মা?

বেগম। সে-কথার বিচার তুমি করিও না। আমি যা বলিলাম, তা পারিবে কি না?

দেবী। আমি সব পারি।

বেগম তখন দেবীকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও পুরস্কার এবং পাঞ্জা দিয়া বিদায় করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খোদা শাহজাদী গড়েন কেন?

আবার জেব-উন্নিসার বিলাস-মন্দিরে মবারক রাত্রিকালে উপস্থিত।

জেব-উন্নিসা তখন মবারককে বলিলেন, "জানি না, রূপনগরীর পিতা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে কি না। ছাড়িয়া না দেয়, তবে কাড়িয়া লইয়া আসিবে।"

মবারক বলিল, "এরূপ আদেশ ত' বাদশাহের নিকট আমরা পাই নাই।"

জেব। এ-স্থলে আমাকে না-হয় বাদশাহ মনে করিলে? যদি বাদশাহের এরূপ অভিপ্রায় না হইবে, তবে ফৌজ যাইতেছে কেন?

মবা। পথে বিঘ্ন নিবারণ জন্য।

জেব। আলমগীর বাদশাহের ফৌজ যে-কাজে যাইবে, সে-কাজে তাহারা নিষ্ফল হইবে? তোমরা যে-প্রকারে পার, রূপনগরীকে লইয়া আসিবে। বাদশাহ যদি তাহাতে নাখোস হন, তবে আমি আছি।

মবা। আমার পক্ষে সেই হুকুমই যথেষ্ট। তবে, আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে আমার বাহুতে আরও বল হয়।

জেব-উন্নিসা বলিলেন, "সেই কথাটাই আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম। এই রূপনগরওয়ালীকে আমার কৌশলেই তলব হইয়াছে।"

মবা। মতলব কি ?

জেব। মতলব এই যে, উদিপুরীর রূপের বড়াই আর সহ্য হয় না। শুনিলাম, রূপনগরওয়ালী আরও সুন্দরী। যদি হয়, তবে উদিপুরীর বদলে সেই-ই বাদশাহের উপর প্রভুত্ব করিবে। আমি তাহাকে আনিতেছি, ইহা জানিলে, রূপনগরওয়ালী আমার বশীভূত থাকিবে। তা হ'লেই আমার একাধিপত্যের যে একটু কণ্টক আছে, তাহা দূর হইবে। তা তুমি যাইতেছ, ভালই হইতেছে। যদি দেখ যে সে উদিপুরীর অপেক্ষা সুন্দরী—

মবা। আমি হজরৎ বেগম সাহেবাকে কখনও দেখি নাই।

জেব। দেখ ত' দেখাইতে পারি—এই পরদার আড়ালে লুকাইতে হইবে।

মবা। ছিঃ!

জেব-উন্নিসা হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "দিল্লীতে তোমার মত কয়টা বানর আছে ? তোমায় যা বলি, শুন। উদিপুরীকে না দেখ, আমি তাহার তস্‌বীর দেখাইতেছি। যদি তাহাকে উদিপুরীর অপেক্ষা সুন্দরী দেখ, তবে তাহাকে জানাইবে যে, আমারই অনুগ্রহে, সে বাদশাহের বেগম হইতেছে।"

মবারক জিজ্ঞাসা করিল, "যদি দেখি, দেখিতে ভাল নহে, তবে কি করিব ?"

জেব। তুমি বড় বিবাহ ভালবাস ; তুমি আপনি বিবাহ করিও। বাদশাহ যাহাতে অনুমতি দেন, তাহা আমি করিব।

———

তৃতীয় খণ্ড

বিবাহে বিকল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ

বক ও হংসীর কথা

নির্ম্মল ধীরে-ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিল। দেখিল, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতেছেন। সেদিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার একখানি রাজকুমারীর হাতে দেখিল। নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রখানি উল্টাইয়া রাখিলেন—কাহার চিত্র, নির্ম্মলের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। নির্ম্মল কাছে গিয়া বসিয়া বলিল, "এখন উপায় ?"

চঞ্চল। উপায় যাই হউক—আমি মোগলের দাসী কখনই হইব না।

নির্ম্মল। তোমার অমত তা ত' জানি, কিন্তু আলম্‌গীর বাদ-শাহের হুকুম, রাজার কি সাধ্য যে অন্যথা করেন! উপায় নাই সখি! —সুতরাং তোমাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর স্বীকার করা ত' সৌভাগ্যের বিষয়। পৃথিবীশ্বরী হইতে তোমার এত অসাধ কেন ?

চঞ্চল রাগ করিয়া বলিলেন, "তুই এখান হইতে উঠিয়া যা।"

নির্ম্মল দেখিল, ও-পথে কিছুই হইবে না। তবে আর কোন পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার যদি করিতে পারে, তাহার সন্ধান

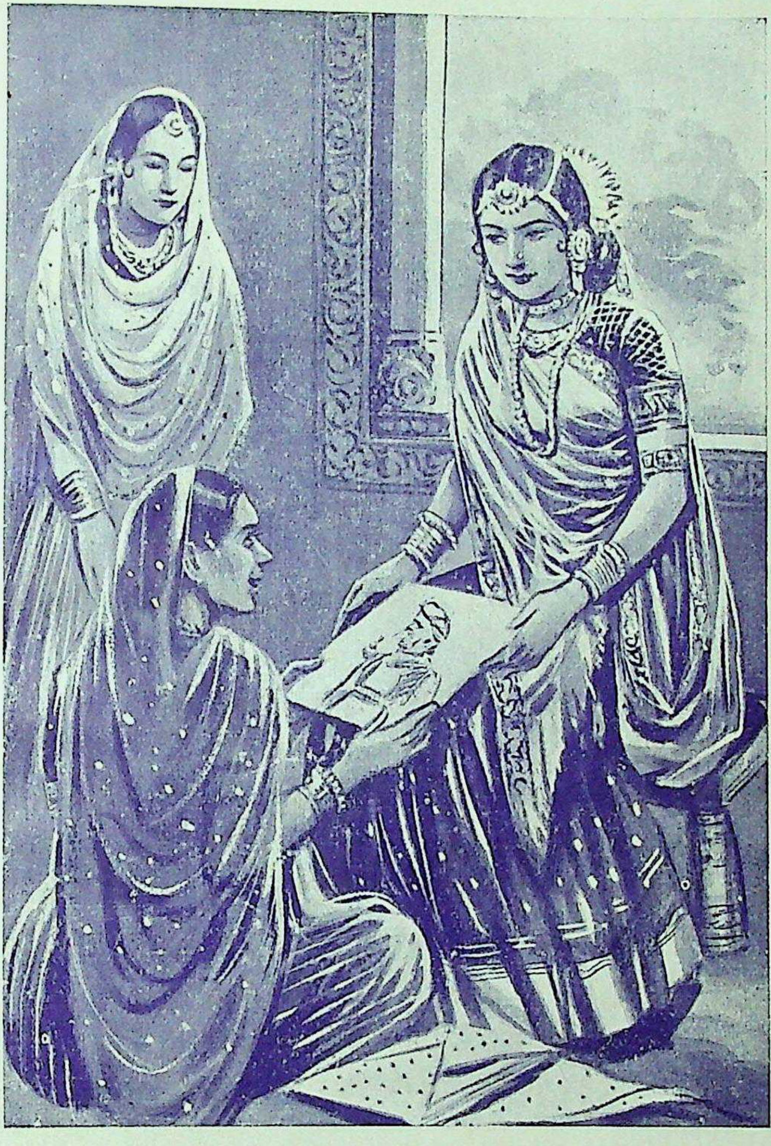

—যদি বীরের তস্বীর লইতে হয়, তবে আর-একখানি দিতেছি। ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে ?"

করিতে লাগিল ; বলিল, "তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ ?"

চঞ্চল। ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাঁধে মাথা থাকিবে না—আমি পিতৃহত্যা করিব না। বাদশাহের ফৌজ আসিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি।

নির্ম্মল প্রসন্ন হইল ; বলিল, "আমিও সেই পরামর্শ দিতেছিলাম।"

রাজকুমারী আবার ভ্রূভঙ্গী করিলেন ; বলিলেন, "তুই কি মনে করেছিস্ যে, আমি দিল্লীতে গিয়া বাদশাহকে বিবাহ করিব ? হংসী কি বকের সেবা করে ?"

নির্ম্মল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি করিবে ?"

চঞ্চলকুমারী হস্তের একটি অঙ্গুরীয় নির্ম্মলকে দেখাইলেন ; বলিলেন, "দিল্লীর পথে বিষ খাইব।"

নির্ম্মল জানিত ঐ অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে। নির্ম্মল বলিল, "আর কি কোন উপায় নাই ?"

চঞ্চল বলিলেন, "আর উপায় কি সখি ! কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে, আমার উদ্ধার করিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত শত্রুতা করিবে ? রাজপুতনার কুলাঙ্গার সকলেই মোগলের দাস—আর কি সংগ্রাম আছে, না প্রতাপ আছে ?"

নির্ম্মল। কি বল রাজকুমারি ! সংগ্রাম কি প্রতাপ যদি থাকিত, তবে তাহারাই-বা তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিত কেন ? পরের জন্য কেহ সহজে সর্ব্বস্ব পণ করে

না। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই, রাজসিংহ আছেন—কিন্তু তোমার জন্য রাজসিংহ সর্ব্বস্ব পণ করিবেন কেন—বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরাণা।

চঞ্চল। সে কি? বাহুতে বল থাকিলে কোন্ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা করে নাই? আমি তাই ভাবিতেছিলাম নির্ম্মল! আমি এ-বিপদে সেই সংগ্রাম-প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ লইব—তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না?

নির্ম্মল। রাজসিংহের বাহুতে শুনিয়াছি বল আছে; তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো যায় না? গোপনে, কেহ না জানিতে পারে, এরূপে কোন দূত কি তাঁহার কাছে পাঠানো যায় না?

চঞ্চল ভাবিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও। আমায় আর কে তেমন ভালবাসে? কিন্তু তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া আমার কাছে আনিও।"

এমন সময় সখীগণ সংবাদ লইয়া আসিল যে, একজন মতিওয়ালী মতি বেচিতে আসিয়াছে। রাজকুমারী বলিলেন, "এখন আমার মতি কিনিবার সময় নহে। ফিরাইয়া দাও।"

পুরবাসিনী বলিল, "আমরা ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ফিরিল না। বোধ হইল যেন তার কি বিশেষ দরকার আছে।"

তখন অগত্যা চঞ্চলকুমারী তাহাকে ডাকিলেন।

মতিওয়ালী আসিয়া কতকগুলা ঝুটা মতি দেখাইল। রাজকুমারী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই ঝুটা মতি দেখাইবার জন্য তুমি এত জিদ করিতেছিলে?"

মতিওয়ালী বলিল, "না। আমার আরও দেখাইবার জিনিষ আছে। কিন্তু তাহা আপনি একটু নির্জ্জনে না আসিলে দেখাইতে পারি না।"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "আমি একা তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব না কিন্তু, একজন সখী থাকিবে। নির্ম্মল থাক্‌, আর সকলে বাহিরে যাও।" তখন আর সকলে বাহিরে গেল।

দেবী যোধপুরী-বেগমের পাঞ্জা দেখাইল। দেখিয়া, পড়িয়া চঞ্চলকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-পাঞ্জা তুমি কোথায় পাইলে?"

দেবী। যোধপুরী-বেগম আমাকে দিয়াছেন।

চঞ্চল। তুমি তাঁর কে?

দেবী। আমি তাঁর বাঁদী।

চঞ্চল। কেনই-বা এ পাঞ্জা লইয়া এখানে আসিয়াছ?

দেবী তখন সকল কথা বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া নির্ম্মল ও চঞ্চল পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিলেন।

চঞ্চল দেবীকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন।

দেবী যাইবার সময় যোধপুরীর পাঞ্জাখানি লইয়া গেল না। ইচ্ছা-পূর্ব্বক রাখিয়া গেল।

চঞ্চল। তা' যাই হোক, বেগমের কথায় আমার বড় সাহস বাড়িল। রাজসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনন্ত মিশ্র

অনন্ত মিশ্র চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত। কন্যা-নির্ব্বিশেষে চঞ্চলকুমারীকে ভালবাসিতেন। চঞ্চলের নাম করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অন্তঃপুরে আসিলেন—কুলপুরোহিতের অবারিত দ্বার। পথিমধ্যে নির্ম্মল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল এবং সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল।

গুরুদেব দেখিলেন, চঞ্চল স্থিরমূর্ত্তি। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী—আমাকে স্মরণ করিয়াছ কেন?"

চঞ্চল। আমাকে বাঁচাইবার জন্য। আর কেহই নাই যে, আমায় বাঁচায়।

অনন্ত মিশ্র হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, রুক্মিণীর বিয়ে, তাই পুরোহিত-বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে। তা' দেখ দেখি মা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছু আছে কি না, পথ-খরচা জুটিলেই আমি উদয়পুরে যাত্রা করিব।"

চঞ্চল একটি জরির থলি বাহির করিয়া দিলেন। তাহাতে আসরফি ভরা। পুরোহিত পাঁচটি আসরফি লইয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া দিলেন; বলিলেন, "একটি কথা বলি, পারিবে কি?"

চঞ্চল বলিলেন, "কি, আজ্ঞা করুন।"

মিশ্র। রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে?

চঞ্চল। লিখিব।

মিশ্র। আমি লিখাইয়া দিব, না আপনি লিখিবে ?

চঞ্চল। আপনি বলিয়া দিন।

নির্ম্মল বলিল, "তা হইবে না। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন।"

মিশ্রঠাকুর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গৃহে গেলেন না ; রাজা বিক্রমসিংহের নিকট দর্শন দিলেন। বলিলেন, "আমি দেশ-পর্য্যটন করিব, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।"

কি জন্য কোথায় যাইবেন, রাজা তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তথাপি তিনি যে উদয়পুর পর্য্যন্ত যাইবেন, তাহা স্বীকার করিলেন এবং রাণার নিকট পরিচিত হইবার জন্য একখানি লিপির প্রার্থনা করিলেন। রাজা পত্র দিলেন।

অনন্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রহ করিয়া চঞ্চলকুমারীর নিকট পুনরাগমন করিলেন। রাজনন্দিনী একটি কৌটা হইতে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট মুকুতা-বলয় বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, "রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ আপনি এই রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাজপুতকুলের যিনি চূড়া, তিনি কখন রাজপুত-কন্যার প্রেরিত রাখী অগ্রাহ্য করিবেন না।"

মিশ্রঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিশ্রঠাকুরের নারায়ণ স্মরণ

পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র, যষ্টি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, অনন্ত মিশ্র উদয়পুর যাত্রা করিলেন।

পথ অতি দুর্গম—বিশেষ পার্ব্বত্যপথ বন্ধুর এবং অনেক স্থানে আশ্রয়শূন্য। একাহারী ব্রাহ্মণ যেদিন যেখানে আশ্রয় পাইতেন, সেদিন সেখানে আতিথ্য স্বীকার করিতেন; দিনমানে পথ অতিবাহন করিতেন। পথে কিছু দস্যুভয় ছিল—ব্রাহ্মণের নিকট রত্নবলয় আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ কদাপি একাকী পথ চলিতেন না। সঙ্গী জুটিলে চলিতেন। সঙ্গী ছাড়া হইলেই আশ্রয় খুঁজিতেন। একদিন রাত্রে এক দেবালয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া পরদিন গমনকালে তাঁহাকে সঙ্গী খুঁজিতে হইল না। চারিজন বণিক্ ঐ দেবালয়ে অতিথিশালায় শয়ন করিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্ব্বত্যপথে আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া উহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি উদয়পুর যাইব।" বণিকেরা বলিল, "আমরাও উদয়পুর যাইব। ভাল হইয়াছে, একত্রে যাই চল।"

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গী হইলেন।

পথিকেরা এক অনির্ব্বচনীয় শোভাময় অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। দুই পার্শ্বে অনতি-উচ্চ পর্ব্বতদ্বয় হরিত বৃক্ষাদিশোভিত হইয়া আকাশে মাথা তুলিয়াছে। উভয়ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্রা প্রবাহিণী সফেন জল-প্রবাহে উপলদল ধৌত করিয়া বনানীর অভিমুখে

চলিতেছে। তটিনীর ধার দিয়া মনুষ্যগম্য পথের রেখা পড়িয়াছে। সেখানে নামিলে আর কোন দিক্ হইতে পথিককে দেখিতে পায় না, কেবল পর্ব্বতদ্বয়ের উপর হইতে দেখা যায়।

সেই নিভৃত স্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বণিক্ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার ঠাঁই টাকাকড়ি কি আছে ?"

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি এখানে দস্যুর বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্য বণিকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে। দুর্ব্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি থাকিবে ?"

বণিক্ বলিল, "যাহা কিছু থাকে, আমাদের নিকট দাও। নহিলে এখানে রাখিতে পারিবে না।"

ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, ইহারা অপরিচিত, ইহাদিগকেই-বা বিশ্বাস কি ? এই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "আমি ভিক্ষুক, আমার কাছে কি থাকিবে ?"

বিপৎকালে যে ইতস্ততঃ করে সে মারা যায়। ব্রাহ্মণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ছদ্মবেশী বণিকেরা বুঝিল যে, অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছে বিশেষ-কিছু আছে। একজন তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের ঘাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাঁহার বুকে হাঁটু দিয়া বসিল—এবং তাঁহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল।

মিশ্রঠাকুরের ভৃত্যটি তৎক্ষণাৎ কোন্ দিকে পলায়ন করিল, কেহ দেখিতে পাইল না। মিশ্রঠাকুর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া নারায়ণ স্মরণ করিতে লাগিলেন। আর-একজন তাঁহার গাঁটরি

কাড়িয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার ভিতর হইতে চঞ্চলকুমারী-প্রেরিত বলয়, দুইখানি পত্র এবং আসরফি পাওয়া গেল। দস্যু তাহা হস্তগত করিয়া সঙ্গীকে বলিল, "আর ব্রহ্মহত্যা করিয়া কাজ নাই। উহার যাহা ছিল তাহা পাইয়াছি। এখন উহাকে ছাড়িয়া দে।"

আর-একজন দস্যু বলিল, "ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, ব্রাহ্মণ তাহা হইলে এখনই একটা গোলযোগ করিবে। আজকাল রাজা রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্য—তাঁহার শাসনে বীরপুরুষে আর অন্ন করিয়া খাইতে পারে না। উহাকে এক গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া যাই।"

এই বলিয়া দস্যুগণ মিশ্রঠাকুরের হস্ত, পদ এবং মুখ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে দৃঢ়তর বাঁধিয়া পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল। পরে চঞ্চলকুমারী-দত্ত রত্ন-বলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্র নদীর তীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল।

সেই সময়ে পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে দেখিল। তাহারা অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না, পলায়নে ব্যস্ত।

দস্যুগণ পার্ব্বতীয়া-প্রবাহিনীর তটবর্ত্তী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি দুর্গম ও মনুষ্যসমাগমশূন্য পথে চলিল। এইরূপ কিছুদূর গিয়া এক নিভৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। গুহার ভিতর খাদ্যদ্রব্য, শয্যা, পাকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত ছিল। দেখিয়া বোধ হয়, দস্যুগণ কখন-কখন এই গুহামধ্যে লুকাইয়া বাস করে। দস্যুগণ

সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে লাগিল এবং একজন পাকের উদ্‌যোগ করিতে লাগিল।

একজন বলিল, "মাণিকলাল, রসুই পরে হইবে। প্রথমে মালের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহার মীমাংসা করা যাউক।"

মাণিকলাল বলিল, "মালের কথাই আগে হউক।"

তখন আসরফি কয়টি চারি ভাগ করিল, এক-এক জন এক-এক ভাগ লইল। রত্ন-বলয় বিক্রয় না হইলে ভাগ হইতে পারে না—তাহা সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র দুইখানি কি করা যাইবে, তাহার মীমাংসা হইতে লাগিল।

দলপতি বলিল, "কাগজে আর কি হইবে—উহা পোড়াইয়া ফেল।" এই বলিয়া, অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিবার জন্য পত্র দুইখানি সে মাণিকলালকে দিল।

মাণিকলাল কিছু-কিছু লিখিতে-পড়িতে জানিত। সে পত্র দুইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। বলিল, "এ পত্র নষ্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে।"

"কি? কি?" বলিয়া আর তিন জন গোলযোগ করিয়া উঠিল। মাণিকলাল তখন চঞ্চলকুমারীর পত্রের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া চোরেরা বড় আনন্দিত হইল।

মাণিকলাল বলিল, "দেখ, এই পত্র রাণাকে দিলে কিছু পুরস্কার পাইব।"

দলপতি বলিল, "নির্ব্বোধ! রাণা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা এ পত্র কোথায় পাইলে, তখন কি উত্তর দিবে? তখন কি বলিবে যে, আমরা রাহাজানি করিয়া পাইয়াছি? রাণার কাছে

পুরস্কারের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে। তাহা নহে—এ পত্র লইয়া গিয়া বাদশাহকে দিব—বাদশাহের কাছে এরূপ সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায়, আমি জানি। আর ইহাতে—"

দলপতি কথা সমাপ্ত করিতে অবকাশ পাইল না। কথা মুখে থাকিতে-থাকিতে তাহার মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাণিকলাল

অশ্বারোহী পর্ব্বতের উপর হইতে দেখিলেন, চারিজনে একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিলেন। পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বিজয়! এইখানে থাকিও—আমি আসিতেছি—কোন শব্দ করিও না।"

অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার আরোহী পাদচারে অতি দ্রুতবেগে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। পর্ব্বত যে বড় উচ্চ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্রঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, অল্প কথায় বলুন।"

মিশ্র বলিলেন, "চারিজনের সঙ্গে আমি একত্রে আসিতেছিলাম, তাহাদের চিনি না—পথের আলাপ ; তাহারা বলে, আমরা বণিক্‌, তারপর এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া-ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল, কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি-কি লইয়া গিয়াছে ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "একগাছি মুক্তার বালা, কয়টি আসরফি, দুইখানি পত্র।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন, উহারা কোন্‌ দিকে গেল আমি দেখিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে ? তাহারা চারিজন, আপনি একা।"

আগন্তুক বলিলেন, "দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত-সৈনিক ?"

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তল, হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত যে-পথে দস্যুগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে অতি সাবধানে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্যুদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে-করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া চারিজন যাইতেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায় ;

দেখিলেন, কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে—বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না; নয় ঐ পর্ব্বততলে গুহা আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত বৃক্ষাদি চিহ্নদ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই সকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্ব্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্ব্বততলে একটি গুহা আছে, গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

এইপর্য্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, উহারা চারিজন—তিনি একা, এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না? কিন্তু মৃত্যু-ভয়ে রাজপুত কোন কার্য্য হইতে বিরত হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহার হস্তে দুই-একজন অবশ্য মরিবে; যদি উহারা সেই দস্যুদল না হয়, তবে নিরপরাধের হত্যা হইবে।

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহ-ভঞ্জনার্থে অতি ধীরে-ধীরে গুহা-দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা কর্ণ-পাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

দস্যুরা তখন অপহৃত সম্পত্তি বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, উহারা দস্যু বটে। রাজপুত তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে-ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিষ্কোষিত

করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়-মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া অন্যমনস্ক ছিল, সেইসময় রাজপুত অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে-করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া ছিল। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারি দ্বারা দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই দ্বিতীয় একজন দস্যু, যে দলপতির কাছে বসিয়া ছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত অন্য দুইজনের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

অবশিষ্ট মাণিকলাল, বেগতিক দেখিয়া গুহাদ্বারপথে বেগে নিক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে রাজপুত যে বর্শা বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি আপনাকে চিনি, ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ"—এই কথা বলিতে না-বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন। দারুণ প্রহারে তাহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া মাণিকলালের চুল ধরিলেন, এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন।

মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ, আমার জীবন দান করুন—রক্ষা করুন—আমি শরণাগত।"

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন ?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে; সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই—কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে; আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।"

দস্যু কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখনও দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব, আর যদি জীবন থাকে, একদিন-না-একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন ?"

দস্যু বলিল, "মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে ?"

তখন রাজসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার জীবন দান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন-প্রকারে দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্ম্মে পতিত হইব।"

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজাধিরাজ, এ-পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘুদণ্ডের বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখেই শাস্তি লইতেছি।"

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া অবলীলাক্রমে আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলী ছেদন করিতে উদ্যত হইল। মাংস কাটিয়া অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া, অঙ্গুলীর উপর ছুরিকা বসাইয়া, আর-একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল! দস্যু বলিল, "মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।"

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, "ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি ?"

দস্যু বলিল, "এ অধমের নাম, মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজ-পুতকুলের কলঙ্ক।"

রাজসিংহ বলিলেন, "মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে—তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুরে যাও, তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।"

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল। এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিত করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে

অপহৃত মুক্তাবলয়, পত্র দুইখানি এবং আসরফি চারিভাগ আনিয়া দিল। রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই নামাঙ্কিত শিরোনামা। বলিলেন, "মাণিকলাল—পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস—তোমরা পথ জানো, পথ দেখাও।"

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে, দস্যু একবারও তাহার ক্ষত বা আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না —বা তৎসম্পর্কে একটি কথাও বলিতেছে না—বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণা তটিনী-তীরে এক সুরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চঞ্চলকুমারীর পত্র

সেইখানে রাজসিংহ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া পত্র দুইখানি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম রাজা বিক্রমসিংহের পত্র পড়িলেন। পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—মনে করিলেন, ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইবে। তারপর চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। পত্র এইরূপ—

"রাজন্—আপনি রাজপুতকুলের চূড়া—হিন্দুর শিরোভূষণ। আমি অপরিচিতা হীনমতি বালিকা—নিতান্ত বিপন্না না হইলে কখনই

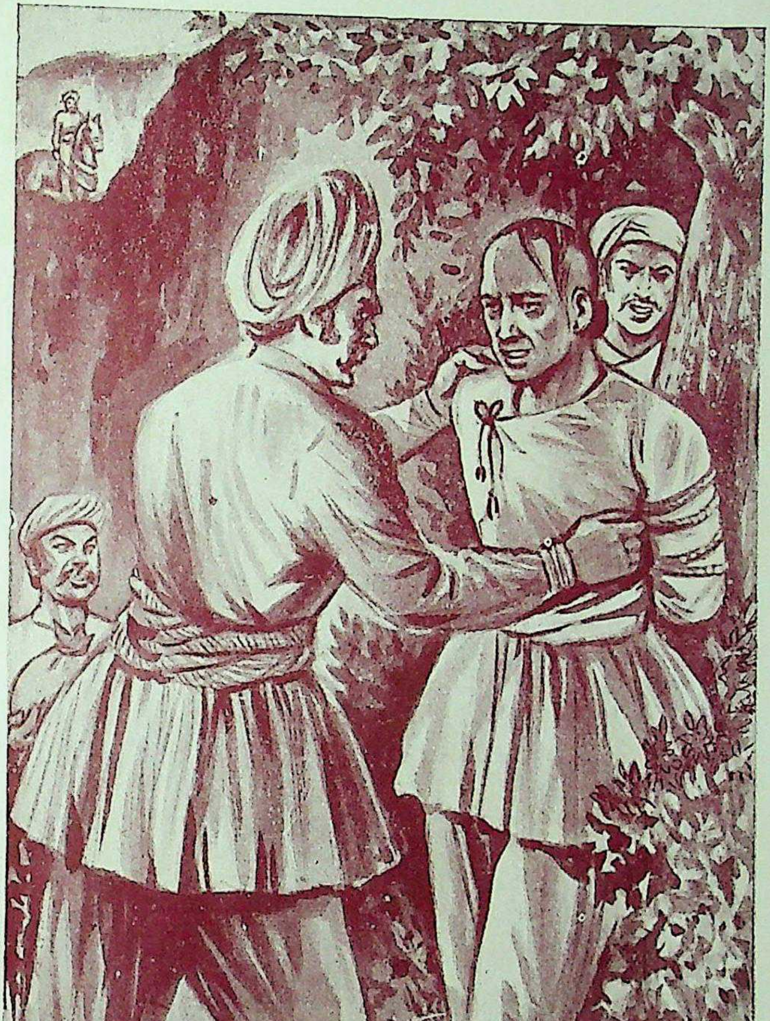

দস্যুগণ মিশ্রঠাকুরের হস্ত, পদ এবং মুখ দৃঢ়তর বাঁধিয়া পর্ব্বতের সানুদেশস্থিত একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাঁধিল।

[পৃষ্ঠা—৩৪

আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস করিতাম না। নিতান্ত বিপন্না বুঝিয়াই আমার এ দুঃসাহস মার্জ্জনা করিবেন।

"যিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন—আমি রাজপুতকন্যা। রূপনগর অতি ক্ষুদ্র রাজ্য, তথাপি বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কি রাজপুত—রাজকন্যা বলিয়া আমি মধ্যদেশাধিপতির কাছে গণ্য না হই—রাজপুতকন্যা বলিয়া দয়ার পাত্রী। কেন না, আপনি রাজপুতপতি, রাজপুত-কুল-তিলক।

"অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ শ্রবণ করুন। আমার দুরদৃষ্টক্রমে দিল্লীর বাদশাহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য আমাকে দিল্লী লইয়া যাইবার জন্য আসিবে। আমি রাজপুতকন্যা, ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবা—কি প্রকারে তাহাদের দাসী হইব? আমি স্থির করিয়াছি, এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে প্রাণ ত্যাগ করিব।

"প্রয়োজন হইলে প্রাণবিসর্জ্জন করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে এ-অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়। কিন্তু কে এ বিপদে এ জীবন রক্ষা করিবে? আমার পিতার ত' কথাই নাই, তাঁহার এমন কি সাধ্য যে, আলমগীরের সঙ্গে বিবাদ করেন? আর যত রাজপুত রাজা—ছোট হউন, বড় হউন, সকলেই বাদশাহের ভৃত্য—সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিত-কলেবর। কেবল আপনি—রাজপুতকুলের একা প্রদীপ—কেবল আপনিই স্বাধীন—বাদশাহের সমকক্ষ। আমি আপনার শরণ লইলাম—আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না?

"আপনি বলিতে পারেন, আমার বাহুতে বল আছে, কিন্তু থাকিলেও আমি তোমার জন্য কেন এত কষ্ট করিব? ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইব? মহারাজ! সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শরণাগতকে রক্ষা কি রাজধর্ম্ম নহে?"

এই পর্য্যন্ত পত্রখানি রাজকন্যার হাতের লেখা, বাকি যেটুকু, সেটুকু তাঁহার হাতের নহে। নির্ম্মলকুমারী লিখিয়া দিয়াছিল। সে-কথা এই—

"মহারাজ, আর একটি কথা বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও নহে। আমি এই বিপদে পড়িয়া পণ করিয়াছি যে, যে বীর আমাকে মোগল হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তিনি যদি রাজপুত হয়েন, আর যদি আমাকে যথাশাস্ত্র গ্রহণ করেন তবে আমি তাঁহার দাসী হইব।

"তবে আমি যে আপনার মহিষী হইবার কামনা করি, ইহা দুরাকাঙ্ক্ষা বটে। যদি আমি আপনার গ্রহণযোগ্যা না হই, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে অন্যবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিবারও কি ভরসা করিতে পারি না? অন্ততঃ যাহাতে সেরূপ অনুগ্রহও আমার অপ্রাপ্য না হয়, এই অভিপ্রায় করিয়া গুরুদেব-হস্তে রাখীর বন্ধন পাঠাইলাম। তিনি রাখী বাঁধিয়া দিবেন—তারপর আপনার রাজধর্ম্ম আপনার হাতে; আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিল্লী যাইতে হয়, দিল্লীর পথে বিষ ভোজন করিব।"

পত্র পাঠ করিয়া রাজসিংহ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইলেন। পরে মাথা তুলিয়া মাণিকলালকে বলিলেন, "মাণিকলাল, এ-পত্রের কথা তুমি ছাড়া আর কে জানে?"

মাণিকলাল। যাহারা জানিত, মহারাজ গুহামধ্যে তাহাদিগকে বধ করিয়া আসিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাতাজীকি জয়

রাণা—অনন্ত মিশ্রকে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, অনন্ত মিশ্রও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থির ছিল না। ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন যে, চঞ্চলকুমারীর কাছে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন। এমন সময়ে দেখিলেন, পর্ব্বতের উপর দুই-তিনজন লোক দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ভীত হইলেন; মনে করিলেন, আবার নূতন দস্যু-সম্প্রদায় আসিয়া উপস্থিত হইল না কি? এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তিরা হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছে এবং পরস্পর কি বলিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণের যা-কিছু সাহস ছিল, তাহা গেল। ব্রাহ্মণ পলায়নের উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময়ে পর্ব্বতবিহারীদিগের মধ্যে একজন পর্ব্বত অবতরণ আরম্ভ করিল—দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন 'ধর্ ধর্' করিয়া তিন-চার জন তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিল—ব্রাহ্মণও ছুটিল—অজ্ঞান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি 'নারায়ণ নারায়ণ' স্মরণ করিতে-করিতে ব্রাহ্মণ তীরবৎ বেগে পলাইল। যাহারা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে শেষ আর না দেখিতে পাইয়া প্রতি-নিবৃত্ত হইল।

তাহারা অপর কেহই নহে—মহারাণার ভৃত্যগণ। অদ্য মহারাণা শত অশ্বারোহী এবং ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বাহির হইয়া-

ছিলেন। মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি অনুচরবর্গকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় অনন্ত মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কথিত হইয়াছে।

এদিকে অনেক বেলা হইল দেখিয়া কতিপয় রাজভৃত্য দ্রুতপদে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিল, নীচে অবতরণকালে দেখিল, রাণার অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ইহাতে তাহারা বিস্মিত এবং চিন্তিত হইল! আশঙ্কা করিল যে, রাণার কোন বিপদ ঘটিয়াছে। নিম্নে শিলাখণ্ডোপরি অনন্ত ঠাকুর বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা বিবেচনা করিল যে, এই ব্যক্তি অবশ্য কিছু জানিবে। সেইজন্য তাহারা হস্তপ্রসারণ করিয়া সেদিকে দেখাইয়া দিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য তাহারা নামিতেছিল, এমন সময়ে ঠাকুরজী নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন তাহারা ভাবিল, তবে এই ব্যক্তি অপরাধী —এই ভাবিয়া তাহারা পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণ এক গহ্বরমধ্যে লুকাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এদিকে মহারাণা চঞ্চলকুমারীর পত্র পাঠ সমাপ্ত ও মাণিকলালকে বিদায় করিয়া অনন্ত মিশ্রের তল্লাসে গেলেন। দেখিলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ নাই—তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ভৃত্যবর্গ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহিগণ। রাণা কহিলেন, "এইখানে এক ব্রাহ্মণ বসিয়াছিল, সে কোথায় গেল—কেহ দেখিয়াছিলে?"

যাহারা উহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা বলিল, "মহারাজ! সে ব্যক্তি পলাইয়াছে। আমরা অনেক সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু পাই নাই।"

অশ্বারোহিগণমধ্যে রাণার পুত্রদ্বয়, তাঁহার জ্ঞাতি ও অমাত্যবগ প্রভৃতি ছিল। রাজা পুত্রদ্বয় ও অমাত্যবর্গকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কথাবার্ত্তা বলিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আর-সকলকে বলিলেন,—

“প্রিয়জনবর্গ! আজি অধিক বেলা হইয়াছে। তোমাদিগের ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ উদয়পুরে গিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ আর আমাদিগের অদৃষ্টে নাই, এই পার্ব্বত্যপথে আবার আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। একটি ক্ষুদ্র লড়াই জুটিয়াছে—লড়াইয়ে যাহার সাধ থাকে, আইস; আমি এই পর্ব্বত পুনরারোহণ করিব।”

এই বলিয়া রাণা পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন। অমনি “জয় মহারাণা-কি জয়, জয় মাতাজী কি জয়!” বলিয়া সেই শত অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাতে পর্ব্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইল। উপরে উঠিয়া—“হর! হর!” শব্দে রূপনগরের পথে ধাবিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিরাশা

এদিকে অনন্ত মিশ্র রূপনগর হইতে যাত্রা করার পরেই রূপনগরে মহা ধুম পড়িয়া গেল। মোগল বাদশাহের দুই সহস্র অশ্বারোহী-সেনা রূপনগরের গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা চঞ্চল-কুমারীকে লইতে আসিয়াছে।

নির্ম্মলের মুখ শুকাইল ; দ্রুতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে সখি ?"

চঞ্চলকুমারী মৃদু-হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিসের কি হইবে ?"

নির্ম্মল। তোমাকে ত' লইতে আসিয়াছে। ঠাকুরজীর এখানে পৌঁছিতে এখনও বিলম্ব আছে। রাজসিংহের উত্তর আসিতে না-আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে—কি হইবে সখি ?

চঞ্চল। তার আর উপায় নাই—কেবল আমার সেই শেষ উপায় আছে। দিল্লীর পথে বিষভোজনে প্রাণত্যাগ—সে-বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির করিয়াছি। সুতরাং আমার আর উদ্বেগ নাই। একবার কেবল পিতাকে অনুরোধ করিব—যদি মোগল-সেনাপতি সাত দিনের অবসর দেন।

সময়মত পিতৃপদে নিবেদন করিলেন যে, "আমি জন্মের মত রূপনগর হইতে চলিলাম। আমি আর কখনও যে বাল্যসখীগণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব, এমন সম্ভাবনা নাই। আমি আর সাত দিনের অবসর ভিক্ষা করি—সাত দিন মোগলসেনা এইখানে অবস্থান করুক, আর সাত দিন আমি আপনাদিগকে দেখিয়া-শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হইব।"

রাজা একটু কাঁদিলেন, বলিলেন, "সেনাপতিকে অনুরোধ করিব, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করিবেন কিনা বলিতে পারি না।"

রাজা অঙ্গীকার-মত মোগল-সেনাপতির কাছে নিবেদন জানাইলেন। সেনাপতির কিন্তু সাত দিন বিলম্ব করিতে সাহস হইল না। তিনি আর পাঁচ দিন অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এদিকে উদয়পুর হইতে কোন সংবাদ আসিল না—মিশ্রঠাকুর ফিরিলেন না। তখন চঞ্চলকুমারী ঊর্দ্ধমুখে যুক্তকরে বলিলেন, "হে অনাথনাথ দেবাদিদেব! অবলাকে বধ করিও না।"

রজনীতে নির্ম্মল আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি দুইজনে দুইজনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাইলেন। নির্ম্মল বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

চঞ্চল বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে? আমি মরিতে যাইতেছি।"

নির্ম্মল বলিল, "আমিও মরিব। তুমি আমায় ফেলিয়া গেলেই কি আমি বাঁচিব?"

চঞ্চল বলিলেন, "ছি! অমন কথা বলিও না—আমার দুঃখের উপর কেন দুঃখ বাড়াও?"

দুইজনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মেহেরজান

যে-কয়দিন মোগল-সৈনিকেরা রূপনগরে শিবির-স্থাপন করিয়া রহিলেন, সে-কয়দিন বড় আমোদ-প্রমোদে কাটিল। মোগল-সৈন্যের সঙ্গে-সঙ্গে নর্ত্তকীর দল ছুটিত; যখন যুদ্ধ না হইত, তখন তাম্বুর ভিতর নাচগানের ধুম পড়িত। সৈনিকদিগের রূপনগরে আসা কেবল আনন্দ করিতে আসা। সুতরাং রাত্রিতে তাম্বুতে নৃত্য-গীতের বড় ধুম।

মোগল-সেনাপতি সৈয়দ হাসান আলি, মেহেরজান নামে একজন নর্ত্তকীর সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। নর্ত্তকী আসিয়া তাঁহাকে নৃত্যগীত শুনাইল। তিনি অতিশয় প্রীত হইয়া তাহাকে অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। কিন্তু নর্ত্তকী তাহা লইল না, বলিল, "আমি অর্থ চাহি না। যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি যে পুরস্কার চাই, তাহাই দিবেন। নহিলে কোন পুরস্কার চাহি না।"

সৈয়দ হাসান আলি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পুরস্কার চাও?"

মেহেরজান বলিল, "আমি আপনার অশ্বারোহী-সৈন্যভুক্ত হইবার ইচ্ছা করি।"

হাসান আলি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না; কিন্তু মেহেরজানও কিছুতেই ছাড়িল না। শেষে হাসান আলি স্বীকৃত হইলেন।

মেহেরজান সেই দরিয়া-বিবি।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রভুভক্তি

মাণিকলাল রাণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে গেল। সে-স্থান হইতে মাণিকলালের গৃহ দুই-তিন ক্রোশ। তথায় রন্ধন করিয়া, আহারাদি সমাপনান্তে কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া ঘরে চাবি দিয়া নিক্রান্ত হইল।

মাণিকলালের কেহ ছিল না—কেবল পিসীর ননদের জায়ের খুল্লতাতপুত্রী ছিল। সৌজন্যবশতঃই হউক, আর আত্মীয়তার সাধ মিটাইবার জন্যই হউক—মাণিকলাল তাহাকে পিসী বলিয়া ডাকিত। মাণিকলাল কন্যা লইয়া সেই পিসীর বাড়ীতে গেল; ডাকিল, "পিসী গা!"

পিসী বলিল, "কি বাছা মাণিকলাল! কি মনে করিয়া?"

মাণিকলাল বলিল, "আমার এই মেয়েটি রাখিতে পার, পিসী?"

পিসী বলিল, "কতক্ষণের জন্য?"

মাণিক বলিল, "এই দু'মাস-ছ'মাসের জন্য।"

পিসী। সে কি কথা! দু'মাস একটা মেয়েকে পুষিতে যে এক মোহর পড়ে।

মাণিক। আচ্ছা, সে এক মোহর দিতেছি—তুমি মেয়েটিকে দু'মাস রাখ। আমি উদয়পুরে যাইব—সেখানে রাজসরকারে বড় চাকরি পাইয়াছি।

পিসী তখন মোহরটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "তার আর আশ্চর্য্য কি বাছা! আয় রে জান্, আয়।"

কন্যা সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে, মাণিকলাল নিশ্চিন্তচিত্তে গ্রাম হইতে নির্গত হইল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া রূপনগরে যাইবার পার্ব্বত্যপথে আরোহণ করিল।

মাণিকলাল এইরূপ বিচার করিতেছিল—ঐ অধিত্যকায় অনেকগুলি অশ্বারোহী আসিয়াছিল কেন? ঐখানে রাণাও একাকী ভ্রমিতেছিলেন—কিন্তু উদয়পুর হইতে এত দূর রাণা একাকী আসিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব উহারা রাণার সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী।

তারপর দেখা গেল, উহারা উত্তর হইতে আসিয়াছে—উদয়পুর অভিমুখে যাইতেছিল—বোধহয় রাণা মৃগয়া বা বনবিহারে গিয়া থাকিবেন, উদয়পুর ফিরিয়া যাইতেছিলেন। তারপর দেখিলাম, উহারা উদয়পুর যায় নাই। উত্তর-মুখেই ফিরিয়াছে কেন? উত্তরে ত' রূপনগর বটে! বোধহয়, চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া রাণা তাঁহার নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা যদি না গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রাজপুতপতি নাম মিথ্যা। আমি তাঁহার ভৃত্য—আমি তাঁহার কাছে যাইব। মাণিকলাল দিবারাত্র পথ চলিতে লাগিল।

মাণিকলাল রূপনগরে পৌঁছিয়া দেখিল যে, রূপনগরে প্রায় দুই সহস্র মোগল-অশ্বারোহী আসিয়া শিবির করিয়াছে, কিন্তু রাজপুত-সেনার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। আরও শুনিল, পরদিন প্রভাতে মোগলেরা রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে।

মাণিকলাল বুদ্ধিতে একটি ক্ষুদ্র সেনাপতি। রাজপুতগণের কোন সন্ধান না পাইয়া, কিছুই দুঃখিত হইল না। মনে-মনে বলিল, "মোগল পারিবে না—কিন্তু আমি প্রভুর সন্ধান করিয়া লইব।"

একজন নাগরিককে মাণিকলাল বলিল, "আমাকে দিল্লী যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে পার? আমি কিছু বক্‌শিস্ দিব।" নাগরিক সম্মত হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিল। পরে দিল্লীর পথে, চারিদিক ভাল করিয়া দেখিতে-দেখিতে চলিল। মাণিকলাল স্থির করিয়াছিল যে, রাজপুত-অশ্বারোহিগণ অবশ্য দিল্লীর পথে কোথাও লুকাইয়া আছে। প্রথমতঃ কিছুদূর পর্য্যন্ত মাণিকলাল রাজপুতসেনার কোন চিহ্ন পাইল না। পরে একস্থানে দেখিল, পথ অতি সঙ্কীর্ণ

হইয়া আসিল, তুইপার্শ্বে তুইটি পাহাড় উঠিয়া প্রায় অৰ্দ্ধক্রোশ সমান্তরাল হইয়া চলিয়াছে—মধ্যে কেবল সঙ্কীর্ণ পথ। দক্ষিণদিকের পর্ব্বত অতি উচ্চ এবং তুরারোহণীয়—তাহার শিখরদেশ প্রায় পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বামদিকে পর্ব্বত অতি ধীরে-ধীরে উঠিয়াছে। আরোহণের সুবিধা এবং পর্ব্বতও অনুচ্চ। একস্থানে ঐ বামদিকে একটি রন্ধ্র বাহির হইয়াছে, তাহা দিয়া একটি সূক্ষ্ম পথ আছে।

পর্ব্বত-নিরুদ্ধ সঙ্কীর্ণ পথ দেখিয়া সে মনে করিল, রাণা যদি আসিয়া থাকেন, তবে এইখানেই আছেন। যখন মোগলসৈন্য এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইবে—এই পর্ব্বতশিখর হইতে রাজপুত-অশ্ব বজ্রের ন্যায় তাহাদিগের মস্তকে পড়িতে পারিবে। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

মাণিকলাল বামদিকের পর্ব্বতে উঠিয়া কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইল না। মনে করিল, খুঁজিয়া দেখি ; কিন্তু আবার ভাবিল, রাণা ভিন্ন আর কোন রাজপুত আমাকে চিনে না, আমাকে মোগলের চর বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশ্য-রাজপুত মারিয়া ফেলিতে পারে। এই ভাবিয়া সে আর অগ্রসর না হইয়া, সেইস্থানে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহারাণার জয় হউক।"

এই শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র চারি-পাঁচজন শস্ত্রধারী রাজপুত অদৃশ্য স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইল এবং তরবারি হস্তে মাণিকলালকে কাটিতে আসিতে উদ্যত হইল।

একজন বলিল, "মারিও না।"

মাণিকলাল দেখিল, স্বয়ং রাণা।

রাণা মাণিককে নিকটে আসিতে বলিলে, সে নিকটে আসিল।

এক নিভৃত স্থানে তাহাকে বসিতে বলিয়া স্বয়ং সেইখানে বসিলেন। রাণা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

মাণিকলাল বলিল, "প্রভু যেখানে, ভৃত্য সেইখানেই যাইবে। বিশেষ যখন আপনি এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন যদি ভৃত্য কোনও কার্য্যে লাগে, এই ভরসায় আসিয়াছে। মোগলেরা প্রায় দুই সহস্র—মহারাজের সঙ্গে একশত। আমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব? আপনি আমাকে জীবন দান করিয়াছেন—এক-দিনেই কি তাহা ভুলিব?"

রাণা বলিলেন, "আসিয়াছ, ভালই করিয়াছ—আমি তোমার মত সুচতুর লোক একজন খুঁজিতেছিলাম। আমি যাহা বলি—পারিবে?"

মাণিকলাল বলিল, "মানুষের যাহা সাধ্য, তাহা করিব।"

রাণা বলিলেন, "আমরা একশত যোদ্ধামাত্র; মোগলের সঙ্গে দুই হাজার—আমরা রণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জয়ী হইতে পারিব না। যুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার করিতে পারিব না। রাজকন্যাকে আগে বাঁচাইয়া পরে যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি আহত হইতে পারেন, তাঁহার রক্ষা প্রথমে চাই।"

মাণিকলাল বলিল, "আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি সে-সকল কি প্রকারে বুঝিব? আমাকে কি করিতে হইবে, তাহাই আজ্ঞা করুন।"

রাণা বলিলেন, "তোমাকে মোগল-অশ্বারোহীর বেশ ধরিয়া কল্য মোগলসেনার সঙ্গে আসিতে হইবে। রাজকুমারীর শিবিকার

সঙ্গে-সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে এবং যাহা-যাহা বলিতেছি তাহা করিতে হইবে।”

রাণা তাহাকে সবিস্তারে উপদেশ দিলেন। মাণিকলাল শুনিয়া বলিল, “মহারাজের জয় হউক।”

মাণিকলাল প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

রসিকা পানওয়ালী

মাণিকলাল তখনই রূপনগরে ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মাণিকলাল দেখিল যে, বাজার অত্যন্ত শোভাময়। দোকানের শত-শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় হইয়াছে—নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য উজ্জ্বলবর্ণে রসনা আকুল করিতেছে; পুষ্প, পুষ্পমালা থরে-থরে নয়ন রঞ্জিত এবং ঘ্রাণে মন মুগ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য, অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মাণিকলালের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সের পাঁচ-ছয় ভোজন করিয়া মাণিক দেড়-সের জল খাইল এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া তাম্বূলান্বেষণে গেল।

দেখিল, একটা পানের দোকানে বড় জাঁক। মাণিকলাল দেখিয়া-শুনিয়া পান চাহিল। পানওয়ালী স্বয়ং পান বেচে না—

সম্মুখে একজন দাসীতে পান সাজিতেছে ও বেচিতেছে—পানওয়ালী কেবল পয়সা কুড়াইতেছে আর মিষ্ট হাসিতেছে।

একজন দাসী পান সাজিয়া দিল; মাণিকলাল ডবল দাম দিল। আবার পান চাহিল। যতক্ষণ পান সাজা হইতেছিল, ততক্ষণ মাণিক পানওয়ালীর সঙ্গে হাসিয়া-হাসিয়া দুই-একটা মিষ্ট কথা কহিতে লাগিল। ক্রমশঃ মাণিক তাহার দোকানের মধ্যে বসিয়া পড়িল। পানের মশলা ফুরাইয়া যাওয়াতে দাসী মশলা আনিতে অন্য দোকানে গেল। সেই অবসরে মাণিকলাল পানওয়ালীকে বলিল, "মহারাজিয়া! তুমি বড় চতুরা। আমি একটি চতুরা স্ত্রীলোক খুঁজিতেছিলাম, আমার একটি দুষমন্ আছে—তাহাকে একটু জব্দ করিব ইচ্ছা। কি করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। তুমি যদি আমার সহায়তা কর, তবে এই আসরফি পুরস্কার করিব।"

পান। কি করিতে হইবে?

মাণিক চুপি-চুপি কি বলিল। পানওয়ালী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। মাণিকলাল তখন দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিল। দাসী তখন নিকটস্থ বেণিয়ার দোকান হইতে আনিয়া দিল।

মাণিকলাল পানওয়ালীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই পত্র লিখিল যে, "তুমি যখন নগর ভ্রমণে আসিয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। শুনিতেছি, কাল তোমরা চলিয়া যাইবে—অতএব আজ একবার অবশ্য-অবশ্য আমায় দেখা দিবে। যে পত্র লইয়া যাইতেছে—তাহার সঙ্গে আসিও, সে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে।"

পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনামা দিল, "মহম্মদ খাঁ।"

পানওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও ব্যক্তি ?"

মাণিক। একজন মোগল-সওয়ার। তাহাকে এইখানে আনিব ?

পানওয়ালী বলিল, "এ-ঘরে হইবে না। আর-একটা ঘর ভাড়া লইতে হইবে।"

মাণিকলাল পত্র লইয়া মোগল-শিবিরে উপস্থিত হইল। মহম্মদ খাঁ নামে কাহাকেও খুঁজিয়া পায় না। শেষে একজন মোগল বলিল, "মহম্মদ খাঁকে চিনি না, কিন্তু আমার নাম, নুরমহম্মদ খাঁ। পত্র দেখি, দেখিলে বুঝিতে পারিব, পত্র আমার কিনা।"

মাণিকলাল সানন্দচিত্তে তাহার হস্তে পত্র দিল—মনে জানে, মোগল যেই হোক, ফাঁদে পড়িবে। মোগলও ভাবিল—পত্র যারই হউক, আমি কেন এই সুবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া আসি না। প্রকাশ্যে বলিল, "হাঁ, পত্র আমারই বটে! চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" এই বলিয়া মোগল তাম্বুমধ্যে প্রবেশ করিয়া চুল আঁচড়াইয়া, পোষাক পরিয়া বাহির হইল। বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে ভৃত্য, সেস্থান কত দূর ?"

মাণিকলাল যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর, অনেক দূর। ঘোড়ায় গেলে ভাল হইত।"

খাঁ সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়া চড়িতে যান, এমন সময় মাণিকলাল আবার যোড়হাত করিয়া বলিল, "হুজুর! বড়ঘরের কথা—হাতিয়ারবন্দ হইয়া গেলেই ভাল হয়।" তখন অঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্টস্থানে উপনীত হইয়া মাণিকলাল বলিল, "এইস্থানে

উতারিতে হইবে ; আমি আপনার ঘোড়া ধরিতেছি, আপনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করুন।”

খাঁ সাহেব নামিলেন—মাণিকলাল ঘোড়া ধরিয়া রহিল। খাঁ বাহাদুর সশস্ত্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে পড়িল যে, হাতিয়ারবন্দ হইয়া রমণী সম্ভাষণে যাওয়া ভাল দেখায় না। ফিরিয়া আসিয়া মাণিকলালের কাছে অস্ত্রগুলিও রাখিয়া গেলেন। মাণিকলালের আরও সুবিধা হইল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া খাঁ সাহেব দেখিলেন যে, তক্তপোষের উপর উত্তম শয্যা, তাহার উপর সুন্দরী বসিয়া আছে। খাঁ সাহেব জুতা খুলিয়া তক্তপোষে বসিলেন। পরে পোষাকটি খুলিয়া রাখিয়া বাতাস খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং আলবোলার নল মুখে করিয়া সুখের আবেশে টান দিতে লাগিলেন।

তামাকু ধরিতে না-ধরিতে মাণিকলাল আসিয়া দ্বারে ঘা মারিল। বিবি বলিল, “কে ও ?”

মাণিকলাল বিকৃতস্বরে বলিল, “আমি। চাবিটা ফেলিয়া গিয়াছি!”

পানওয়ালী চাবি খোঁজার ছল করিয়া খাঁ সাহেবের পরিত্যক্ত পোষাকটিকে হস্তে লইল। পোষাক লইয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়া শিকল টানিয়া বাহির হইতে চাবি দিল। খাঁ সাহেব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

তাঁহাকে গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া মাণিকলাল তাঁহার পোষাক পরিল। পরে তাঁহার হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্দ হইয়া, তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুসলমান-শিবিরে তাঁহার স্থান লইতে চলিল।

———

চতুর্থ খণ্ড

রন্ধ্রে যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

চঞ্চলের বিদায়

প্রভাতে মোগল-সৈন্য সাজিল। চঞ্চলকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন। নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল। চঞ্চল বলিলেন, "ফুলের মালা পরাও সখি—আমি চিতারোহণে যাইতেছি।" প্রবলবেগে প্রবহমাণ অশ্রুজল চক্ষুমধ্যে ফেরত পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল, "রত্নালঙ্কার পরাই সখী, তুমি উদয়-পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "পরাও, পরাও, নির্ম্মল! কুৎসিত হইয়া কেন মরিব! রাজার মেয়ে আমি; রাজার মেয়ের মত সুন্দর হইয়া মরিব। সৌন্দর্য্যের মত কোন্ রাজত্ব? রাজ্য কি বিনা সৌন্দর্য্যে শোভা পায়? পরাও।"

নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল; সে কুসুমিত-তরুবিনিন্দিত কান্তি দেখিয়া কাঁদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তখন নির্ম্মলের গলা ধরিয়া কাঁদিলেন।

তারপর বলিলেন, "নির্ম্মল! আর তোমায় দেখিব না। কেন বিধাতা এমন বিড়ম্বনা করিলেন?" নির্ম্মল বলিল, "আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা

হইবে। আমায় না দেখিলে তোমার মরা হইবে না। তোমায় না দেখিলে আমার মরা হইবে না।”

চঞ্চল। আমি দিল্লীর পথে মরিব।

নির্ম্মল। দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখিবে।

চঞ্চল। সে কি নির্ম্মল? কি প্রকারে তুমি যাইবে?

নির্ম্মল কিছু বলিল না, চঞ্চলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।

সকলের কাছে বিদায় লইয়া চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ করিলেন। দুর্গমধ্য হইতে শঙ্খ নিনাদিত হইল। তখন মুক্তপথ-তড়াগের জলের ন্যায় সেই অশ্বারোহিশ্রেণী প্রবাহিত হইল।

শিবিকার পশ্চাতে যে অশ্বারোহিগণ ছিল, তাহার মধ্যে অগ্রবর্ত্তী একজন গায়িতেছিল ঃ

“শরম্ ভরম্‌সে পিয়ারী, সোমরত বংশীধারী,
ঝুরত লোচনসে বারি!
না সমঝে গোপকুমারী, যেহিন্ বৈঠত মুরারী,
বিহারত রাহ তুমারি।”

রাজকুমারীর কর্ণে সে গীত প্রবেশ করিল। তিনি ভাবিলেন, “হায়! যদি সওয়ারের গীত সত্য হইত!” রাজকুমারী রাজসিংহকে ভাবিতেছিলেন, তিনি জানিতেন না যে, মাণিকলাল তাঁহার পশ্চাতে গীত গায়িতেছিল। মাণিকলাল যত্ন করিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নির্ম্মলকুমারীর অগাধ জলে ঝাঁপ

এদিকে নির্ম্মলকুমারীর বড় গোলমাল বাধিল।

চঞ্চল ত' রত্নখচিত শিবিকারোহণে চলিয়া গেলেন—আগে-পিছে দুই সহস্র অশ্বারোহী রূপনগরের পাহাড় ধ্বনিত করিয়া চলিল। কিন্তু নির্ম্মলের কান্না থামে না। একা—একা—একা, শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে নির্ম্মল বড়ই একা!

নির্ম্মল উচ্চ গৃহচূড়ার উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল—দেখিতে লাগিল, পাদক্রোশ পরিমিত অজগর সর্পের ন্যায় সেই অশ্বারোহী সৈনিকশ্রেণী পার্ব্বত্যপথে বিসর্পিত হইয়া উঠিতেছে, নামিতেছে—প্রভাত-সূর্য্যকিরণে তাহাদিগের ঊর্দ্ধোত্থিত বর্শাফলক সকল জ্বলিতেছে। কতক্ষণ নির্ম্মল চাহিয়া রহিল। চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তখন নির্ম্মল চক্ষু মুছিয়া ছাদের উপর হইতে নামিল।

নির্ম্মল একটা-কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়াছিল। নামিয়া প্রথমে অলঙ্কার সকল খুলিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিল, কেহ দেখিতে পাইল না। সঞ্চিত অর্থমধ্যে কতিপয় মুদ্রা নির্ম্মল গোপনে সংগ্রহ করিল। কেবল তাহাই লইয়া নির্ম্মল একাকিনী রাজপুরী হইতে নিস্ক্রান্ত হইল। পরে দৃঢ়পদে অশ্বারোহী-সেনা যে-পথে গিয়াছে, সেই পথে একাকিনী তাহাদের অনুবর্ত্তিনী হইল।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রণপণ্ডিত মবারক

বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় ফিরিতে-ফিরিতে, ঘুরিতে-ঘুরিতে, সেই অশ্বারোহী-সেনা পার্ব্বত্যপথে চলিল। যে-রন্ধ্রপথের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া মাণিকলাল রাজসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল, সেই অশ্বারোহিশ্রেণী সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল। তখন হঠাৎ গুম্ করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল। যেখানে শব্দ হইল, সে-প্রদেশের অশ্বারোহীরা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পর্ব্বতশিখরদেশ হইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্ব্বতচ্যুত হইয়া সৈন্যমধ্যে পড়িয়াছে। চাপে একজন অশ্বারোহী মরিয়াছে, আর একজন আহত হইয়াছে।

দেখিতে-দেখিতে, ব্যাপার কি তাহা কেহ বুঝিতে না-বুঝিতে, আবার সৈন্যমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িল—তখনি একেবারে শত-শত ছোট-বড় শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল—বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী কেহ হত, কেহ আহত হইয়া পথের উপর পড়িয়া সঙ্কীর্ণ পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল—সৈনিকেরা পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিয়া পথ করিতে লাগিল—শৃঙ্খলা একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল, সৈন্যমধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

যেখানে রাজকুমারী শিবিকায় এবং পশ্চাতে মাণিকলাল, তাহার সম্মুখেই এই গোলযোগ উপস্থিত। এই পার্ব্বত্যপথের বামদিক দিয়া একটি অতি সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথ বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহাতে একেবারে একটিমাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পারে। তাহারই কাছে যখন

সেনামধ্যস্থিত শিবিকা পৌঁছিয়াছিল, তখনই এই হুলস্থূল উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাই রাজসিংহের বন্দোবস্ত। সুশিক্ষিত মাণিকলাল প্রাণভয়ে ভীত বাহকদিগকে ঐ পথ দেখাইয়া দিল। মাণিকলালের কথা শুনিবামাত্র বাহকেরা আপনাদিগের ও রাজকুমারীর প্রাণরক্ষার্থ ঝটিতি শিবিকা লইয়া সেই পথে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে-সঙ্গে অশ্ব লইয়া মাণিকলালও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। নিকটস্থ সৈনিকেরা দেখিল যে, প্রাণ বাঁচাইবার এই এক পথ; তখন আর-একজন অশ্বারোহী মাণিকলালের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ সেই পথে প্রবেশ করিতে গেল। সেই সময়ে উপর হইতে একটা অতি বৃহৎ শিলাখণ্ড গড়াইতে-গড়াইতে আসিয়া সেই রন্ধ্রমুখে পড়িয়া স্থিতি লাভ করিল। তাহার চাপে দ্বিতীয় অশ্বারোহী অশ্ব সমেত চূর্ণ হইয়া গেল। রন্ধ্রমুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। আর কেহ সেই পথে প্রবেশ করিতে পারিল না। একা মাণিকলাল শিবিকাসঙ্গে যথেপ্সিত পথে চলিল।

সেনাপতি হাসান আলি খাঁ মন্‌সবদার তখন সৈন্যের সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন। প্রবেশ পথ-মুখে স্বয়ং দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্ণ দ্বারে সেনার প্রবেশের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। দেখিলেন, সহসা সৈনিকশ্রেণী মহা গোলযোগ করিয়া পিছু হটিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কিছু ভাল বুঝাইয়া বলিতে পারে না। তখন তিনি সৈন্যগণকে ভর্ৎসনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রগামী হইয়া ব্যাপার কি দেখিতে চলিলেন।

কিন্তু ততক্ষণ সেনা থাকে না। দক্ষিণপার্শ্বস্থ পর্ব্বতে রাজপুতেরা তাহার প্রদেশান্তরে অনুসন্ধান করিয়া পথ বাহির

করিয়া, পঞ্চাশজন তাহার উপর উঠিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছিল। তাহারাই উপর হইতে শিলাবৃষ্টি করিতেছিল। কে মারিতেছিল তাহা তাহারা দেখিতে পায় না! দেখিতে পাইলেও দুরারোহণীয় পর্ব্বতশিখরস্থ শত্রুগণের প্রতি কোনরূপেই আঘাত সম্ভব নহে।

পঞ্চাশজন রাজপুত দক্ষিণপার্শ্বের উচ্চ পর্ব্বত হইতে শিলাবৃষ্টি করিতেছিল—আর পঞ্চাশজন স্বয়ং রাজসিংহের সহিত বামদিকের অনুচ্চ পর্ব্বতশিখরে লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এক্ষণে কিছুই করিতেছিল না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইল। মবারক প্রথমে সৈন্যগণকে সুশৃঙ্খলের সহিত পার্ব্বত্যপথ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, ক্ষুদ্রতর রন্ধ্রপথে রাজকুমারীর শিবিকা চলিয়া গেল, একজন মাত্র অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে গেল, অমনি অর্গলের ন্যায় বৃহৎ শিলাখণ্ড সে-পথ বন্ধ করিল—তখন তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, এ-ব্যাপার আর কিছুই নহে—কোন দুরাত্মা রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার মানসে এই উদ্যম করিয়াছে। তখন মবারক অগ্রে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, পথরোধক শিলাখণ্ডের উপরে উঠিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া শত সওয়ার তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিল।

রাজসিংহ পর্ব্বতশিখর হইতে এ-সকল দেখিতে লাগিলেন। যতক্ষণ মোগলেরা ক্ষুদ্র পথে একে-একে প্রবেশ করিতেছিল, ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে তাহারা রন্ধ্রপথ মধ্যে নিবদ্ধ হইলে, পঞ্চাশৎ অশ্বারোহী রাজপুত লইয়া বজ্রের ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে

তাহাদের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া মোগলেরা বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। প্রায় সকলেই মরিল। পাঁচ-সাত-দশজন মাত্র এড়াইল। মবারক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপুতেরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল না।

মবারকের সঙ্গে মোগল-সওয়ারের বেশধারী মাণিকলালও বাহিরে আসিল। আসিয়াই একজন মৃত সওয়ারের অশ্বে আরোহণ করিয়াই সেই শৃঙ্খলাশূন্য মোগল-সেনার মধ্যে কোথায় লুকাইল, কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। মাণিকলাল বাহির হইয়া তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগরের গড়ের দিকে চলিল।

মবারক প্রস্তরখণ্ড পুনরুল্লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আজ্ঞা দিলেন, “এই পাহাড়ে চড়িতে কষ্ট নাই; সকলেই ঘোড়া লইয়া এই পাহাড়ের উপর উঠ। দস্যু অল্পসংখ্যক। তাহাদের সমূলে নিপাত করিব।”

তখন পাঁচশত মোগল-সেনা “দীন্! দীন্!” শব্দ করিয়া অশ্বসহিত বামদিকের সেই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। মবারক অধিনায়ক। মোগলদিগের সঙ্গে দুইটা তোপ ছিল। একটা ঠেলিয়া তুলিয়া পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর-একটা ছোট তোপ, সেটাকে মোগলেরা টানিয়া, শিকলে বাঁধিয়া, হাতী লাগাইয়া—যে বৃহৎ শিলাখণ্ডের দ্বারা পার্ব্বত্যরন্ধ্র বন্ধ হইয়াছিল, তাহার উপর উঠাইয়া স্থাপিত করিল।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জয়শীলা চঞ্চলকুমারী

পঞ্চশত মোগল-অশ্বারোহী পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কেহ ত' পর্ব্বতোপরি নাই! যে রন্ধ্রপথ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এখন মবারক বুঝিলেন যে, সমুদয় রাজপুত-দস্যু সেই রন্ধ্রপথে আছে। তাহার দ্বিতীয় মুখ রোধ করিয়া তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিবেন, মবারক এইরূপ মনে-মনে স্থির করিলেন। হাসান আলি অপর-মুখে কামান পাতিয়া বসিয়া আছেন, এই ভাবিয়া তিনি রন্ধ্রের ধারে-ধারে সৈন্য লইয়া চলিলেন। ক্রমে পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল; তখন মবারক পাহাড়ের ধারে আসিয়া দেখিলেন,—চল্লিশজনের অনধিক রাজপুত শিবিকাসঙ্গে রুধিরাক্ত কলেবরে সেই পথে চলিতেছে। মবারক বুঝিলেন যে, অবশ্য ইহারা নির্গম পথ জানে; ইহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে-ধীরে চলিলে রন্ধ্রদ্বারে উপস্থিত হইব। তাহা হইলে যেরূপ পথে রাজপুতেরা পর্ব্বত হইতে নামিয়াছিল, সেইরূপ অন্য পথ দেখিতে পাইব। মবারক রাজপুতদিগের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিলেন। কিছু পরে দেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আসিতেছে, সম্মুখে নির্গমের পথ। মবারক অশ্বসকল তীরবেগে চালাইয়া পর্ব্বত-তলে নামিয়া রন্ধ্রমুখ বন্ধ করিলেন। রাজপুতেরা রন্ধ্রের বাঁক ফিরিয়া যাইতেছিল—সুতরাং তাহারা আগে রন্ধ্রমুখে পৌঁছিতে পারিল না। মোগলেরা আগে পথরোধ করিয়া রন্ধ্রমুখে কামান বসাইল এবং আগতপ্রায় রাজপুতগণকে উপহাস করিবার জন্য তাহার বজ্রনাদ একবার শুনাইল। রাজপুতগণ শিহরিল—তাহাদের কামান ছিল না।

রাজসিংহ দেখিলেন, আর কোনমতেই রক্ষা নাই। তাঁহার সৈন্যের বিশগুণ সেনা পথের দুই মুখ বন্ধ করিয়াছে—পথান্তর নাই। রাজসিংহ তখন সৈন্যগণকে একত্র করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ভাই, বন্ধু, তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে এ বিপদ ঘটিয়াছে—পর্ব্বত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি, এখন এই গলির দুই মুখ বন্ধ—দুই মুখেই কামান শুনিতেছি। অতএব আমাদিগের বাঁচিবার ভরসা নাই। নাই—তাহাতেই-বা ক্ষতি কি? রাজপুত হইয়া কে মরিতে কাতর? সকলেই মরিব, একজনও বাঁচিব না—কিন্তু মারিয়া মরিব। যে মরিবার আগে দুইজন মোগল না মারিয়া মরিবে—সে রাজপুত নহে। এ-পথে ঘোড়া ছোটে না—সবাই ঘোড়া ছাড়িয়া দাও। এসো, আমরা তরবারি হাতে লাফাইয়া গিয়া তোপের উপর পড়ি। তোপ ত' আমাদেরই হইবে—তারপর দেখা যাইবে, কত মোগল মারিয়া মরিতে পারি।"

তখন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একত্র অসি নিষ্কোষিত করিয়া "মহারাণা কি জয়" বলিয়া দাঁড়াইল। সন্তুষ্টচিত্তে রাণা আজ্ঞা দিলেন, "দুই-দুই করিয়া সারি দাও।" পদব্রজে দুইয়ে-দুইয়ে রাজপুত চলিল—রাণা সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। আজ আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্ত।

এমন সময়ে সহসা পর্ব্বতরন্ধ্র কম্পিত করিয়া, পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া, রাজপুতসেনা শব্দ করিল, "মাতাজী-কি জয়! কালীমায়ী-কি জয়!"

অত্যন্ত হর্ষসূচক ঘোর রব শুনিয়া রাজসিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, ব্যাপার কি? দেখিলেন, দুই পার্শ্বে রাজপুত সেনা সারি

দিয়াছে—মধ্যে বিশাললোচনা, সহাস্যবদনা কোন দেবী আসিতেছেন। হয় কোন দেবী মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন—নয় কোন মানবীকে বিধাতা দেবীমূর্ত্তিতে গঠিয়াছেন। রাজপুতেরা মনে করিল—চিতোরাধিষ্ঠাত্রী রাজপুত-কুলরক্ষিণী ভগবতী এ-সঙ্কটে রাজপুতকে রক্ষা করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তাহারা জয়ধ্বনি করিতেছিল।

রাজসিংহ দেখিলেন—এ ত' মানবী, কিন্তু সামান্যা মানবী নহে। ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, দোলা কোথায় ?"

একজন পিছু হইতে বলিল, "দোলা এইদিকে আছে।"

রাণা বলিলেন, "দেখ, দোলা খালি কি না ?"

সৈনিক বলিল, "দোলা খালি। কুমারীজী মহারাজের সামনে।"

চঞ্চলকুমারী তখন রাজসিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারী, আপনি এখানে কেন ?"

চঞ্চল বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি—এখন একটি ভিক্ষা চাহি। তাহাতে নিরাশ করিবেন না।"

রাজসিংহ বলিলেন, "তোমারই জন্য এতদূর আসিয়াছি—কি চাও রূপনগরের কন্যে ?"

চঞ্চলকুমারী জোড়হাত করিয়া বলিলেন, "আমি চঞ্চলমতি বালিকা বলিয়া আপনাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি এখন মোগল-সম্রাটের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া বড় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অনুমতি করুন—আমি দিল্লী যাইব।"

রাজসিংহ বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও—আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পাইবে না ; যদি এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিই, মোগল মনে

করিবে যে, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। আগে যুদ্ধ শেষ হউক—তার পর তুমি যাইও। আর তোমার মনের কথা যে বুঝি নাই, তাহা মনে করিও না, আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে দিল্লী যাইতে হইবে না।”

তখন চঞ্চলকুমারী মৃদু হাসিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় বামহস্তের অঙ্গুলীদ্বয়ের দ্বারা ফিরাইয়া রাজসিংহকে দেখাইতে-দেখাইতে বলিলেন, “মহারাজ! এই আঙ্গটিতে বিষ আছে। দিল্লীতে না যাইতে দিলে আমি বিষ খাইব।”

রাজসিংহ তখন হাসিলেন—বলিলেন, “অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি রাজকুমারী—রমণীকুলে তুমি ধন্যা। কিন্তু তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা হইবে না। আজ রাজপুতের বাঁচা হইবে না, আজ রাজপুতকে মরিতেই হইবে—নহিলে রাজপুতনামে বড় কলঙ্ক হইবে। আমরা যতক্ষণ না মরি, ততক্ষণ তুমি বন্দী। আমরা মরিলে তুমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইও।”

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, “মহারাজ, দিল্লীশ্বর যাহাকে মহিষী করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সে কাহারও বন্দী নহে। এই আমি মোগল-সৈন্য সম্মুখে চলিলাম—কাহার সাধ্য রাখে দেখি?”

এই বলিয়া চঞ্চলকুমারী রাজসিংহকে পাশ করিয়া রন্ধ্রমুখে চলিলেন। তাঁহাকে স্পর্শ করে, কাহার সাধ্য? এজন্য কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না।

একাকিনী চঞ্চলকুমারী সেই প্রজ্বলিত-বহ্নিতুল্য রুষ্ট সশস্ত্র পঞ্চশত মোগল অশ্বারোহীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন! যেখানে সেই পথ-রোধকারী কামান, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দেখিয়া বিস্মিত

বিস্মিত মোগলসেনা মনে করিল—পর্ব্বতনিবাসিনী পরী আসিয়াছে। মনুষ্য-ভাষায় কথা কহিয়া চঞ্চলকুমারী সে-ভ্রম ভাঙ্গিলেন। বলিলেন, "এ-সেনার সেনাপতি কে?"

মবারক স্বয়ং রন্ধ্রমুখে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তিনি বলিলেন, "ইহারা এখন অধমের অধীন। আপনি কে?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "আমি সামান্য স্ত্রী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে—যদি অন্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি।"

মবারক বলিলেন, "তবে রন্ধ্রমধ্যে আগু হউন।"

চঞ্চলকুমারী রন্ধ্রমধ্যে অগ্রসর হইলেন—মবারক পশ্চাৎ-পশ্চাৎ গেলেন।

যেখানে কথা অন্যে শুনিতে পায় না, এমন স্থানে আসিয়া চঞ্চল-কুমারী বলিতে লাগিলেন, "আমি রূপনগরের রাজকন্যা। বাদশাহ আমাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে আমাকে লইতে এই সেনা পাঠাইয়াছেন—এই কথা বিশ্বাস করেন কি?"

মবারক। আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়।

চঞ্চল। আমি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক—ধর্ম্মে পতিত হইব মনে করি। কিন্তু পিতা ক্ষীণবল—তিনি আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। তাঁহা হইতে কোন ভরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কাছে দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম—আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশজন মাত্র সিপাহী লইয়া আসিয়াছেন। তাহাদের বল-বীর্য্য ত' দেখিলেন?

মবারক চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি—পঞ্চাশজন সিপাহী এত মোগল মারিল?"

চঞ্চল। কিন্তু সে যাহাই হউক,—রাজসিংহ এক্ষণে আপনার নিকট পরাস্ত। তাঁহাকে পরাস্ত দেখিয়াই আমি আসিয়া ধরা দিতেছি। আমাকে দিল্লী লইয়া চলুন—যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই।

মবারক বলিলেন, "বুঝিয়াছি, নিজের সুখ ত্যাগ করিয়া আপনি রাজপুতের প্রাণরক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহাদেরও কি সেই ইচ্ছা?"

চ। সেও কি সম্ভবে? আমাকে আপনারা লইয়া চলিলেও তাহারা যুদ্ধ ছাড়িবে না। আমার অনুরোধ, আমার সঙ্গে একমত হইয়া আপনি তাহাদের প্রাণ রক্ষা করুন।

ম। তাহা পারি, কিন্তু দস্যুর দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। আমি তাহাদের বন্দী করিব।

চ। সব পারিবেন—সেইটি পারিবেন না। তাহাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবেন, কিন্তু বাঁধিতে পারিবেন না। তাহারা সকলেই মরিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে—মরিবে।

ম। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি দিল্লী যাইবেন, ইহাই স্থির?

চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাততঃ যাওয়াই স্থির। দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছিব কিনা সন্দেহ।

ম। সে কি?

চ। আপনারা যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কি শুধু-শুধু মরিতে জানি না?

ম। আমাদের শত্রু আছে, তাই মরি। ভুবনে কি আপনার শত্রু আছে?

চ। আমি নিজে।

ম। আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ত্র আছে—আপনার ?

চ। বিষ।

ম। কোথায় আছে ?

বলিয়া মবারক চঞ্চলকুমারীর মুখপানে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "মা, আত্মঘাতিনী কেন হইবেন ? আপনি যদি যাইতে না চাহেন, তবে আমাদের সাধ্য কি আপনাকে লইয়া যাই ? স্বয়ং দিল্লীশ্বর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিতেন না—কিন্তু এ রাজপুতেরা বাদশাহের সেনা আক্রমণ করিয়াছে—আমি মোগল-সেনাপতি হইয়া কি প্রকারে উহাদের ক্ষমা করি ?"

চ। ক্ষমা করিয়া কাজ নাই—যুদ্ধ করুন।

এই সময়ে রাজপুতগণ লইয়া রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিত হইলেন—তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, "যুদ্ধ করুন—রাজপুতের মেয়েরাও মরিতে জানে।"

মোগল-সেনাপতির সঙ্গে চঞ্চল কি কথা কহিতেছে, শুনিবার জন্য রাজসিংহ এইসময়ে চঞ্চলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চঞ্চল তখন তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ, আপনার কোমরে যে তরবারি ঝুলিতেছে, রাজপ্রসাদস্বরূপ দাসীকে উহা দিতে আজ্ঞা হউক !"

রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি সত্য-সত্যই ভৈরবী।"

এই বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অসি নির্ম্মুক্ত করিয়া চঞ্চলকুমারীর হাতে দিলেন।

দেখিয়া মোগল ঈষৎ হাসিল। চঞ্চলকুমারীর কথার কোন উত্তর করিল না। কেবল রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"উদয়-পুরের বীরেরা কত দিন হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত?"

রাজসিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল।

তিনি বলিলেন, "যত দিন হইতে মোগল-বাদশাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তত দিন হইতে রাজপুতকন্যাদিগের বাহুতে বল হইয়াছে।"

তখন রাজসিংহ সিংহের ন্যায় গ্রীবাভঙ্গের সহিত স্বজনবর্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাজপুতেরা বাগ্‌যুদ্ধে অপটু। ক্ষুদ্র সৈনিক-দিগের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধের আমার সময়ও নাই, বৃথা কালহরণে প্রয়োজন নাই—পিপীলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া ফেল।"

এতক্ষণ বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় উভয় সৈন্য স্তম্ভিত হইয়া ছিল—প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত কেহই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছিল না। এক্ষণে রাণার আজ্ঞা পাইয়া "মাতাজীকি জয়" শব্দে রাজপুতেরা জলপ্রবাহবৎ মোগল-সেনার উপরে পড়িল। এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া মোগলেরা "আল্লা-হো—আকবর!" শব্দ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সহসা উভয় সেনাই নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। সেই রণক্ষেত্রে উভয় সেনার মধ্যে অসি উত্তোলন করিয়া স্থিরমূর্ত্তি চঞ্চলকুমারী দাঁড়াইয়া—সরিতেছেন না।

চঞ্চলকুমারী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যতক্ষণ না এক-পক্ষ নিবৃত্ত হয়, ততক্ষণ আমি এখান হইতে নড়িব না। অগ্রে আমাকে না মারিয়া কেহ অস্ত্রচালনা করিতে পারিবে না।"

রাজসিংহ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমার এ অকর্ত্তব্য। স্বহস্তে

তুমি রাজপুতকুলে কলঙ্ক লেপিতেছ কেন? লোকে বলিবে—আজ স্ত্রীলোকের সাহায্যে রাজসিংহ প্রাণরক্ষা করিল।”

চ। মহারাজ, আপনাকে মরিতে কে নিষেধ করিতেছে? আমি কেবল আগে মরিতে চাহিতেছি। যে অনর্থের মূল, তাহার আগে মরিবার অধিকার আছে।

চঞ্চলকুমারী নড়িলেন না—মোগলেরা বন্দুক উঠাইয়াছিল—নামাইল। মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন উভয় সেনাসমক্ষে মবারক ডাকিয়া বলিলেন, “মোগল-বাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না—অতএব বলি, আমরা এই সুন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া যাই! রাণা রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা ভরসা করি, ক্ষেত্রান্তরে হইবে। আমি রাণাকে অনুরোধ করিয়া যাইতেছি যে, সেবার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া না আইসেন।”

চঞ্চলকুমারী তখন মবারককে বলিলেন, “সাহেব, আমাকে ফেলিয়া যাইতেছেন কেন? আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আপনাদের দিল্লীশ্বর পাঠাইয়াছেন। আমাকে লইয়া না গেলে বাদশাহ কি বলিবেন?”

মবারক বলিলেন, “বাদশাহের বড় আর-একজন আছেন। উত্তর তাঁহার কাছে দিব।” এই বলিয়া মবারক অশ্বে আরোহণ করিলেন। এমন সময়ে পশ্চাতে একেবারে সহস্র বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একেবারে শত মোগলযোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। মবারক দেখিলেন, ঘোর বিপদ্‌।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হরণ ও অপহরণে দক্ষ মাণিকলাল

মাণিকলাল পার্ব্বত্যপথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া একেবারে রূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। রূপনগরের রাজার কিছু সিপাহী ছিল, তাহারা বেতনভোগী চাকর নহে, জমি করিত, ডাক-হাঁক করিলে ঢাল, খাঁড়া, লাঠি-সোঁটা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইত ; এবং সকলেরই এক-একটি ঘোড়া ছিল। মোগলদের আগমনে তাহাদের ডাক পড়িয়াছিল। মোগলরা চলিয়া যাওয়ায় তাহারা স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে একত্র করিয়া স্নেহসূচক বাক্যে বিদায় দিতেছিলেন, এমন সময়ে আঙ্গুলকাটা মাণিকলাল মোগল-সৈনিকের বেশে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অশ্ব সহিত সেখানে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ?"

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, বড় গণ্ডগোল বাধিয়াছে, পাঁচ হাজার দস্যু আসিয়া রাজকুমারীকে ঘেরিয়াছে। জনাব হাসান আলি খাঁ বাহাদুর আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন, —তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু আর কিছু সৈন্য ব্যতীত রক্ষা পাইবেন না। আপনার নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছেন।"

রাজা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমার সৈন্য সজ্জিতই আছে।"

সৈনিকগণকে বলিলেন, "তোমাদের ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার

হাতে, তোমরা সওয়ার হইয়া এখনই যুদ্ধে চল। আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি।”

মাণিকলাল বলিল, “যদি এ দাসের অপরাধ মাপ হয়, তবে আমি নিবেদন করি যে, ইহাদিগকে লইয়া আমি অগ্রসর হই। মহারাজ আর-কিছু সেনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসুন। দস্যুরা সংখ্যায় পাঁচ হাজার! আর কিছু সেনাবল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।”

স্থূলবুদ্ধি রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। মাণিক সেই রূপনগরের সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে চলিল।

পথে যাইতে-যাইতে মাণিকলাল একটি ছোট-রকম লাভ করিল। পথের ধারে একটি বৃক্ষের ছায়ায় একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে—বোধহয় যেন পীড়িতা। মাণিকলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার নিকটে গেল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি অতিশয় সুন্দরী। জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে গা?”

যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, “আপনারা কাহার ফৌজ?”

মাণিকলাল বলিল, “আমি রাণা রাজসিংহের ভৃত্য।”

যুবতী বলিল, “আমি রূপনগরের রাজকুমারীর দাসী।”

মাণিক। তবে এখানে এ-অবস্থায় কেন?

যুবতী। রাজকুমারীকে দিল্লী লইয়া যাইতেছে। আমি সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজী হয়েন নাই, ফেলিয়া আসিয়াছেন, আমি তাই হাঁটিয়াই তাঁহার কাছে যাইতেছিলাম।

মাণিকলাল বলিল, “তাই পথশ্রান্ত হইয়া এখানে পড়িয়া আছ?”

নির্ম্মলকুমারী বলিল, “অনেক পথ হাঁটিয়াছি—আর পারিতেছি না।”

পথ এমন বেশী নয়, তবে নির্ম্মল কখনও পথ হাঁটে নাই, তার পক্ষে অনেক বটে।

মাণিক। তবে এখন কি করিবে ?

নির্ম্মল। কি করিব—এইখানে মরিব।

মাণিক। ছি! মরিবে কেন ? রাজকুমারীর কাছে চল না কেন ?

নির্ম্মল। যাইব কি প্রকারে ? হাঁটিতে পারিতেছি না, দেখিতে পাইতেছ না ?

মাণিক। কেন, ঘোড়ায় চল না ?

নির্ম্মল হাসিল ; বলিল, "ঘোড়ায় ?"

মাণিক। ঘোড়ায়। ক্ষতি কি ?

নির্ম্মল। আমি কি সওয়ার ? তাছাড়া আমি ঘোড়ায় চড়িতে জানি না।

মাণিক। তার জন্য কি আটকায় ? আমার ঘোড়ায় চড় না ?

নির্ম্মল। তোমার ঘোড়া, কলের—না মাটির ?

মাণিক। আমি ধরিয়া থাকিব ?

নির্ম্মল লজ্জারহিতা হইয়া রসিকতা করিতেছিল—এবার মুখ ফিরাইল। তারপর ভ্রূকুটি করিল। রাগ করিয়া বলিল, "আপনি আপনার কাজে যান, আমি আমার গাছতলায় পড়িয়া থাকি। রাজকুমারীর সাক্ষাতে আমার কাজ নাই।"

মাণিকলাল দেখিল, মেয়েটি বড় সুন্দরী। লোভ সামলাইতে পারিল না। বলিল, "হ্যাঁ গা, তোমার বিবাহ হইয়াছে ?"

রহস্যপরায়ণা নির্ম্মল মাণিকলালের রকম দেখিয়া হাসিল। বলিল, "না।"

মাণিক। তুমি কি জাতি?

নির্ম্মল। আমি রাজপুতের মেয়ে।

মাণিক। আমিও রাজপুতের ছেলে। আমারও স্ত্রী নাই। আমার একটি ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মা খুঁজি। তুমি তার মা হইবে? আমায় বিবাহ করিবে? তা হইলে আমার সঙ্গে একত্র ঘোড়ায় চড়ায় কোন আপত্তি হয় না।

নির্ম্মল। তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ কর যে, আমাকে বিবাহ করিবে।

মাণিকলাল তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যে, "যদি আজিকার যুদ্ধে বাঁচি, তবে তোমাকে বিবাহ করিব।"

নির্ম্মল বলিল, "তবে চল, ঘোড়ায় চড়ি।"

মাণিকলাল তখন সহর্ষচিত্তে নির্ম্মলকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া, সাবধানে তাহাকে ধরিয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফলভোগী রাণা

যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী এক নিভৃত স্থানে নির্ম্মলকে নামাইয়া দিয়া, তাহাকে সেইখানে বসিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া—যেখানে রাজ-সিংহের সঙ্গে মবারকের যুদ্ধ হইতেছিল, মাণিকলাল একেবারে সেইখানে মবারকের পশ্চাতে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই বুঝিল যে, রাজপুতগণের মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। তখন, মাণিকলাল

মবারকের সেনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ সকল দস্যু। উহাদিগকে মারিয়া ফেল।"

মাণিকলালের আজ্ঞায় একেবারে হাজার বন্দুকের শব্দ হইল। মবারক ফিরিয়া দেখিলেন, কোথা হইতে সহস্র অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে। মোগলেরা ভীত হইয়া যে যেদিকে পারিল সে সেইদিকে পলায়ন করিল। মবারক, সেনা ফিরাইতে গিয়া সহসা অশ্বসমেত অদৃশ্য হইলেন।

এই অবসরে মাণিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল। তারপর যাহা ঘটিয়াছিল, মাণিকলাল সংক্ষেপে রাণাকে শুনাইল।

রাণা সম্মত হইয়া, চঞ্চলকুমারীর সহিত উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্নেহশালিনী পিসী

রাণাকে বিদায় দিয়া মাণিকলাল রূপনগরের সেনার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ পর্ব্বতারোহণ করিল। তারপর রূপনগরের সৈনিকদিগকে বলিল, "শত্রুদল পলায়ন করিয়াছে—তোমরা ফিরিয়া যাও।" তারপর নির্ম্মলকুমারীকে সঙ্গে লইয়া মাণিকলাল তাহার পিসীর কাছে আসিল। পিসীমাকে ডাকিয়া বলিল, "পিসীমা, একটা বউ এনেছি। কিন্তু পিসী, বউএর সঙ্গে আমার আজিও বিবাহ হয় নাই!"

পিসীমা যো পাইয়া বলিলেন, "তবে আমার বাড়ীতে"—

মাণিকলাল বলিল, "তার ভাবনা কি? বিবাহ দাও না? আজই বিবাহ হউক।"

নির্ম্মল লজ্জায় অধোবদন হইল।

পিসীমা আবার যো পাইলেন; বলিলেন, "সে ত' সুখের কথা। তোমার বিবাহ দিব না ত' কার বিবাহ দিব? তা, বিবাহের ত' কিছু খরচ চাই?"

মাণিকলাল ঝনাৎ করিয়া পিসীর কাছে গোটাকতক আসরফি ফেলিয়া দিল।

মাণিকলালের লাভের মধ্যে সে যথাশাস্ত্র নির্ম্মলকুমারীর স্বামী হইল। এবং রাণার সৈনিকদিগের মধ্যে বিশেষ উচ্চপদ লাভ করিল ও নিজগুণে সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হইল।

———

পঞ্চম খণ্ড

অগ্নির আয়োজন

প্রথম পরিচ্ছেদ

শাহজাদী অপেক্ষা দুঃখী ভাল

বলিয়াছি, মবারক রণভূমিতে পর্ব্বতের সানুদেশে সহসা অদৃশ্য হইলেন। অদৃশ্য হইবার কারণ, তিনি যে-পথে অশ্বারোহণে সৈন্য লইয়া যাইতেছিলেন, তাহার মধ্যে একটা কূপ ছিল। চারি পাশের জঙ্গল কূপের মুখে পড়িয়া কূপটি আচ্ছাদন করিয়াছিল। মবারক তাহা না দেখিতে পাইয়া উপর দিয়া ঘোড়া চালাইলেন এবং ঘোড়া-সমেত তাহার ভিতর পড়িয়া গিয়া অদৃশ্য হইলেন। তাহার ভিতর জল ছিল না। তিনি বড় বেশী আঘাত পাইলেন না, কিন্তু কূপ হইতে উঠিবার কোন উপায় দেখিলেন না।

যদি কেহ শব্দ শুনিয়া তাঁহার উদ্ধার করে, এজন্য ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধের কোলাহলে তিনি কোন উত্তর শুনিতে পাইলেন না। কেবল একবার যেন, দূর হইতে কে বলিল, "স্থির হইয়া থাক, তুলিব।" সেটাও সন্দেহ মাত্র।

যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, রণক্ষেত্র নিঃশব্দ হইলে, কেহ যেন কূপের উপর হইতে বলিল, "বাঁচিয়া আছ?"

মবারক উত্তর করিল, "আছি। তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি যে হই, বড় জখম হইয়াছ কি?"

"সামান্য।"

"আমি একটা কাঠে দুই-চারিখানা কাপড় বাঁধিয়া লম্বা দড়ির মত

করিয়াছি। তাহা কুয়ার ভিতর ফেলিয়া দিতেছি। দুই হাতে কাঠের দুই দিক্ ধর—আমি টানিয়া তুলিতেছি।"

মবারক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এ যে স্ত্রীলোকের স্বর। কে তুমি?"

স্ত্রীলোক বলিল, "এ-গলা কি চেন না?"

মবা। চিনিতেছি। দরিয়া এখানে কোথা হইতে?

দরিয়া বলিল, "তোমারই জন্য। এখন তুলিতেছি—উঠ।"

এই বলিয়া দরিয়া কাপড়ের কাছিতে বাঁধা কাঠখানা কূপের ভিতর ফেলিয়া দিল। তরবারি দিয়া কূপের মুখের জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিয়া দিল। মবারক কাঠের দুই দিক্ ধরিলেন, দরিয়া তখন টানিয়া তুলিতে লাগিল। জোরে কুলায় না—কান্না আসিতে লাগিল। তখন একটা বৃক্ষের বিনত শাখার উপর বস্ত্ররজ্জু স্থাপন করিয়া অনেক কষ্টে দরিয়া-বিবি মবারককে তুলিল। তারপর উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, মবারকের শুশ্রূষা করিল। পরে দিল্লীতে লইয়া গেল। তাঁহাদের সেখানে বিবাহ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজসিংহের পরাভব

উদয়পুরে ফিরিয়া রাজসিংহ ভাবিতে লাগিলেন যে, চঞ্চলকুমারীকে রূপনগরে তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, না, উদয়পুরে রাখিবেন। তিনি যতদিন ইহার সুমীমাংসা করিতে না পারিলেন, ততদিন চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। তখনও কোন-প্রকার উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে রাজসিংহ একদিন চঞ্চলকুমারীর মনের ভাব জানিবার জন্য তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাণা আসন গ্রহণ করিলে, চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সলজ্জ এবং বিনীতভাবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার সেই লোকমনমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া রাণা একটু মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তখনি মোহ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজকুমারী! এক্ষণে তোমার কি অভিপ্রায়, তাহা জানিবার জন্য আমি আসিয়াছি। তোমার পিত্রালয়ে যাইবার অভিলাষ, না, এইখানে থাকিতেই প্রবৃত্তি?"

প্রশ্নটা অতি নির্দ্দয়। কিন্তু চঞ্চলকুমারী আপনার উন্নত স্বভাবের উপযুক্ত উত্তর করিলেন, বলিলেন, "মহারাজ! ক্ষত্রিয়-রাজগণ বিবাহার্থই কন্যাহরণ করিতে পারেন। অন্য কোন কারণে কন্যাহরণ পাপ। মহাপাপ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিব কি প্রকারে?"

রাণা। আমি তোমাকে হরণ করি নাই, তোমার জাতিকুল রক্ষার্থ তোমাকে মুসলমানের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে তোমার পিতার নিকট প্রতিপ্রেরণ করাই রাজধর্ম্ম।

চঞ্চলকুমারী কয়টা কথা বলিয়া যুবতী-সুলভ লজ্জাকে বশে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে মুখ তুলিয়া রাজসিংহের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "মহারাজ! যখন আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি তখন আমি ধর্ম্মতঃ আপনার মহিষী। আপনি গ্রহণ করুন বা না-করুন, ধর্ম্মতঃ আমি আর কাহাকেও বরণ করিতে পারি না। যখন ধর্ম্মতঃ আপনি আমার স্বামী, তখন আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আপনি যদি রূপনগরে ফিরিয়া যাইতে বলেন, তবে

অবশ্য আমি যাইব। কিন্তু সেখানে গেলে, পিতা আমাকে পুনর্ব্বার বাদশাহের নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইবেন।”

রাজসিংহ বাগ্‌যুদ্ধে চঞ্চলকুমারীর কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া বলিলেন, “তুমিই আমার উপযুক্ত মহিষী। অতএব আমার ইচ্ছা, তোমার পিতাকে পত্র লিখিয়া তাঁহার সম্মতি আনাইয়া তোমাকে বিবাহ করি।”

এ-প্রস্তাবে চঞ্চলকুমারীও সম্মত হইলেন।

তখন রাজসিংহ একখানি সবিনয় পত্র লিখিয়া বিক্রম সোলাঙ্কির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। চঞ্চলকুমারীও মাতার আশীর্ব্বাদ কামনা করিয়া পত্র লিখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্নি জ্বালিবার প্রয়োজন

রূপনগরের অধিপতির উত্তর, উপযুক্ত সময়ে পৌঁছিল। তাহার মর্ম্ম এই ;—রাজসিংহকে লিখিতেছেন ঃ

“আপনি রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। রাজপুতানার মুকুটস্বরূপ। এক্ষণে আপনি রাজপুতের নামে কলঙ্ক দিতে প্রস্তুত। আপনি বলপূর্ব্বক আমার অপমান করিয়া আমার কন্যাকে হরণ করিয়াছেন। আমার কন্যা পৃথিবীশ্বরী হইত, আপনি তাহাতে বাদ সাধিয়াছেন। আপনারও শত্রুতা করা আমার কর্ত্তব্য। আমার সম্মতিক্রমে আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না।”

তাঁহার পিতার পত্র রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে পড়িয়া শুনাইলেন।

রাণা। আমার এক পরামর্শ শুন। তোমার পিতার আশীর্ব্বাদের ভরসা আমি একেবারে ত্যাগ করিতেছি না। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ নিশ্চিত। একলিঙ্গ* আমার সহায়। আমি সেই যুদ্ধে হয় মরিব, নয় মোগলকে পরাজিত করিব। যদি সফল হই, তবে নিশ্চিত তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ পাইব। এখন তুমি আমার অন্তঃপুরে থাক।

চঞ্চলকুমারী বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, ইহার অপেক্ষা সুব্যবস্থা এক্ষণে আর কিছু হইতে পারে না। কাজেই সম্মত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অগ্নি জ্বালিবার আরও প্রয়োজন

মাণিকলালের কাছে নির্ম্মল শুনিল যে, চঞ্চলকুমারী রাজমহিষী হইলেন। কিন্তু কবে বিবাহ হইল, বিবাহ হইয়াছে কি না, তাহা মাণিকলাল কিছুই বলিতে পারিল না।

নির্ম্মল তখন স্বয়ং চঞ্চলকুমারীকে দেখিতে আসিল। অনেক দিনের পর নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চলকুমারী অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। সেদিন নির্ম্মলকে যাইতে দিলেন না। রূপনগর পরিত্যাগ করার পর যাহা-যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পরস্পর পরস্পরের কাছে সবিস্তারে

---

* রাণাদিগের কুলদেবতা—মহাদেব

বলিলেন। নির্ম্মলের সুখ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আহ্লাদিতা হইলেন। তারপর চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "আমার সঙ্গে আমার একটিও চেনা লোক নাই। যদি ভগবান্ তোমাকে মিলাইয়াছেন, তবে আমি তোমাকে ছাড়িব না, তোমাকে আমার কাছে থাকিতে হইবে।"

নির্ম্মল বলিল, "ওবেলা বলিব। একটা মেয়ে ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হবে।"

চঞ্চল। মেয়ে নাহয় এখানে আনিলে?

নির্ম্মল। সে খ্যান্-খ্যান্ প্যান্-প্যান্ এখানে কাজ নাই! একটা পাতানো-রকম পিসী আছে—সেইটাকে ডাকিয়া বাড়ীতে বসাইয়া আসিব।

এই সকল পরামর্শের পর নির্ম্মলকুমারী বিদায় লইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সে প্রয়োজন কি?

নির্ম্মল শিবিকারোহণে দাসদাসী সঙ্গে লইয়া রাজার অন্তঃপুরাভিমুখে চলিতেছে। পথিমধ্যে বড় চক বা চৌক। তাহার একটা বাড়ীতে বড় ভীড়। পরে জানিল, এখানে একজন বড় জ্যোতিষী আসিয়াছে। নির্ম্মলকুমারী তাহার কাছে গেল। এবং জ্যোতিষীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমার একজন প্রিয়সখী অবিবাহিতা আছেন, তাঁহার বিবাহ কবে হইবে, গণিয়া বলিয়া দিন।"

জ্যোতিষী একটু কি লিখিল ; বলিল, "তারপর ?"

নির্ম্মল বলিল, "তিনি অবিবাহিতা। তাঁর কবে বিবাহ হইবে ?"

জ্যোতিষী খড়ি পাতিতে লাগিল। লগ্নসারণী দেখিল। শঙ্কুপট্ট দেখিল। নির্ম্মলকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অঙ্ক কষিল, তারপর অনেক গণিয়া পুঁথি দেখিয়া শেষে নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল। বলিল, "ইহার বিবাহ শাস্ত্রে লেখে না। তবে যদি সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া কখনও তোমার সখীর পরিচর্য্যা করে, তখন বিবাহ হইবে। নহিলে হইবে না। তাহা অসম্ভব বলিয়াই বলিতেছি, বিবাহ হইবে না।"

"অসম্ভব বটে !" বলিয়া জ্যোতিষীকে আরও কিছু দিয়া নির্ম্মল চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আগুন জ্বালিবার প্রস্তাব

রূপনগরের রাজকুমারীর হরণ-সংবাদ দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিল। দিল্লীতে অত্যন্ত কোলাহল পড়িয়া গেল। বাদশাহ রাগে স্বসৈন্যের নেতৃগণের মধ্যে কাহাকে পদচ্যুত, কাহাকে-বা আবদ্ধ, কাহাকে-বা নিহত করিলেন। কিন্তু যাঁহারা প্রধান অপরাধী—চঞ্চলকুমারী এবং রাজসিংহ—তাঁহাদের তত শীঘ্র দণ্ডিত করা দুঃসাধ্য।

ঔরঙ্গজেব এক্ষণে আজ্ঞা দিলেন যে, রাজপুতানার রাজপুতেরা

জেজেয়া দিবে। রাজপুতেরা প্রথমে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু উদয়পুর ভিন্ন আর-সকলে পরে দিতে স্বীকৃত হইল।

রাজসিংহ জেজেয়া দিলেন না। কিছুতেই দিবেন না; পণ করিলেন। জেজেয়া সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি বাদশাহের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দিল।

বাদশাহ রাজসিংহের উপর আজ্ঞা প্রচার করিলেন,—জেজেয়া ত' দিতে হইবেই, তাহা ছাড়া রাজ্যে গোহত্যা করিতে দিতে হইবে এবং দেবালয় সকল ভাঙ্গিতে হইবে।

রাজসিংহ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ঔরঙ্গজেবও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এরূপ ভয়ানক যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন যে, তিনি কখন এমন আর করেন নাই।

———

ষষ্ঠ খণ্ড

অগ্নির উৎপাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

অরণিকাষ্ঠ—উর্ব্বশী

রাজসিংহ যে তীব্রঘাতী পত্র ঔরঙ্গজেবকে লিখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া যাইবার ভার পড়িল, মাণিকলালের উপর। চঞ্চলকুমারীর ইচ্ছানুসারে নির্ম্মলকুমারীও স্বামীর সঙ্গে চলিল। চঞ্চলকুমারী তাহাকে বলিলেন, "তুমি জান যে, যোধপুরী-বেগমের পাঞ্জাটা আমার কাছে আছে। সেই পাঞ্জা তুমি লইয়া যাও। তাহার গুণে তুমি রঙ্‌মহালে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং তাহার গুণে তুমি যোধপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিবে। আমি উদিপুরীর নামে যে পত্র দিতেছি, তাহা তাঁহাকে দেখাইবে। তিনি ঐ পত্র কোনপ্রকারে উদিপুরীর কাছে পাঠাইয়া দিবেন।"

নির্ম্মল। তা, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেই কি বেগম আসিবে?

চঞ্চল। না, আমার উদ্দেশ্য বিবাদ বাধানো। আমার বিশ্বাস, বিবাদ বাধিলেই মহারাণার জয় হইবে। আর বেগম বাঁদী হইবে। আর উদ্দেশ্য, তুমি বেগমদিগকে চিনিয়া আসিবে।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অরণিকাষ্ঠ—পুরূরবা

মাণিকলাল একটি পিঞ্জরমধ্যে একটা পোষা পায়রা লইল। এই পারাবতটি অতিশয় সুশিক্ষিত। দৌত্যকার্য্যে সুনিপুণ।

রাজসিংহ কিছু দ্রব্যসামগ্রী বাদশাহের উপঢৌকনস্বরূপ মাণিকলালের সঙ্গে পাঠাইলেন। দিল্লীর কয় ক্রোশমাত্র বাকি থাকিতে, মাণিকলাল তাম্বু ফেলিয়া নির্ম্মলকুমারীকে ও অন্যান্য লোকজনকে তথায় রাখিয়া, একজন মাত্র বিশ্বাসী লোক সঙ্গে লইয়া দিল্লী চলিল। আর, পাথরের দ্রব্যসামগ্রীগুলি সঙ্গে লইল।

মাণিকলাল একখানা পাথরের জিনিষ নির্ম্মলকে দেখাইয়া, তাহাতে একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন দেখাইল। বলিল, "সবগুলিতেই এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি।"

নির্ম্মল। কেন?

মাণিক। দিল্লীতে তোমাতে-আমাতে ছাড়াছাড়ি অবশ্য হইবে। তার পর যদি মোগলের প্রতিবন্ধকতায়, পরস্পরের সন্ধান না পাই, তাহা হইলে তুমি পাথরের জিনিষ কিনিতে বাজারে পাঠাইও। যে দোকানের জিনিষে তুমি এই চিহ্ন দেখিবে, সেই দোকানেই আমার সন্ধান করিও।

এইরূপ পরামর্শ আঁটিয়া মাণিকলাল বিশ্বাসী লোকটি ও প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি লইয়া দিল্লী গেল। সেখানে গিয়া একখানা ঘর ভাড়া লইয়া, পাথরের দোকান সাজাইয়া ঐ সমভিব্যাহারী লোকটিকে দোকানদার সাজাইয়া, শিবিরে ফিরিয়া আসিল। পরে নির্ম্মলকুমারীকে লইয়া পুনর্ব্বার দিল্লী গেল।

———

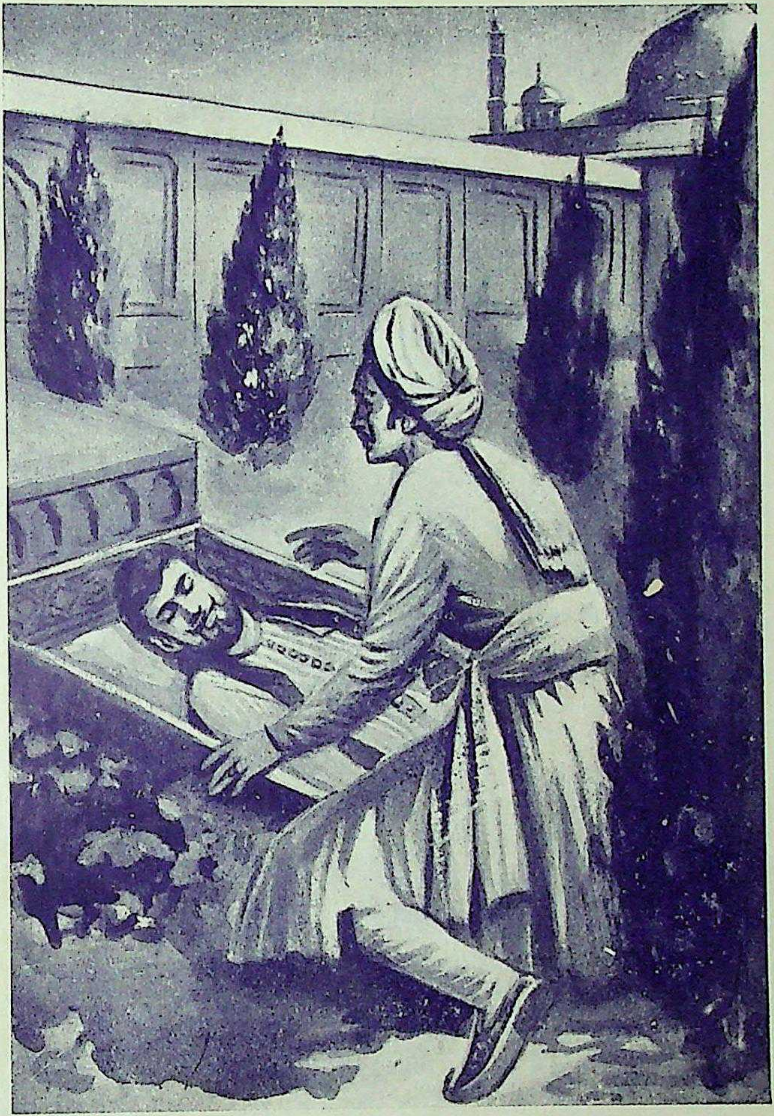

মাণিকলাল সেই মৃতদেহ খুব যত্নের সহিত, উদয়োন্মুখ ঊষার আলোকে পর্য্যবেক্ষণ করিল।

[পৃষ্ঠা—১০৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অগ্নিচয়ন

অপরাহ্নে ঔরঙ্গজেব দরবারে আসীন হইলে, মাণিকলাল সেখানে গিয়া হাজির হইল। মাণিকলাল অভিবাদন করিয়া রাজসিংহ-প্রেরিত উপহার বাদশাহের সম্মুখে অর্পিত করিল। প্রেরিত দ্রব্যের মধ্যে দুইখানি তরবারি ছিল; একখানি কোষে আবৃত, আর-একখানি নিষ্কোষ। ঔরঙ্গজেব নিষ্কোষ অসি গ্রহণ করিলেন।

মাণিকলাল রাজসিংহের পত্র দিল। পত্রার্থ অবগত হইয়া ঔরঙ্গজেব ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হইলে সচরাচর বাহিরে কোপ প্রকাশ করিতেন না। তখন মাণিকলালকে বিশেষ সমাদরের সহিত উত্তম বাসস্থান দিবার জন্য বখ্‌শীকে আদেশ করিলেন এবং আগামীকল্য মহারাণার পত্রের উত্তর দিবেন বলিলেন।

তখনই দরবার বরখাস্ত হইল। দরবার হইতে উঠিয়া আসিয়াই ঔরঙ্গজেব মাণিকলালের বধের আজ্ঞা করিলেন। বধের আজ্ঞা হইল, কিন্তু যাহারা বধ করিবে, তাহারা মাণিকলালকে খুঁজিয়া পাইল না। যাহাদিগের প্রতি মাণিকলালের সমাদরের আদেশ হইয়াছিল, তাহারাও খুঁজিয়া পাইল না। দিল্লীর সর্ব্বত্র খুঁজিল, কোথাও মাণিকলালকে পাওয়া গেল না। তাহার বধের আজ্ঞা প্রচার হইবার আগেই মাণিকলাল সরিয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, যখন মাণিকলালের জন্য এত খোঁজ-তল্লাস হইতেছিল, তখন সে আপনার পাথরের দোকানে ছদ্মবেশে সওদাগরী করিতেছিল। আহদীরা

মাণিকলালকে না পাইয়া তাহার শিবিরে যাহাকে-যাহাকে পাইল, তাহাকে-তাহাকে ধরিয়া কোতোয়ালের নিকট লইয়া গেল।

কোতোয়াল অপর লোকদিগের কাছে কিছু সন্ধান পাইল না, শেষ নির্ম্মলকুমারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও মাণিকলালের সন্ধান করিতে পারিল না।

নির্ম্মলকুমারী বলিল, "আমি যোধপুরী বেগমের হিন্দু বাঁদী।" বলিয়া নির্ম্মলকুমারী যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া দেখাইল। কোতোয়াল সেলাম করিয়া চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, "তুমি যাও, তোমাকে কেহ আর কিছু বলিবে না।"

বাদশাহের প্রধানা মহিষীর পাঞ্জা দেখিয়া খোজারা কেহ কিছু আপত্তি করিল না। নির্ম্মলকুমারী চাতুরীর সহিত তল্লাস করিতে-করিতে যোধপুরী বেগমের সন্ধান পাইল। যোধপুরী বলিলেন, "তুমি এই পাঞ্জা কোথায় পাইলে ?"

নির্ম্মলকুমারী তখন সকল বৃত্তান্ত তাঁহার কাছে বলিল। পরে চঞ্চলকুমারী উদিপুরীর জন্য যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা দিল ; বলিল, "এই পত্র কি-প্রকারে উদিপুরী বেগমের কাছে পৌঁছাইতে পারিব, সেই উপদেশের জন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

রাজমহিষী বলিলেন, "তাহার কৌশল আছে। জেবউন্নিসা বেগমের হুকুমের সাপেক্ষ, তাহা এখন চাহিতে গেলে গোলযোগ হইবে, রাত্রে যখন এই পাপিষ্ঠারা শরাব খাইয়া বিহ্বল হইবে, তখন সে উপায় হইবে।"

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমিধ সংগ্রহ—উদিপুরী

রাত্রি একটু বেশী হইলে যোধপুরী বেগম নির্ম্মলকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া উদিপুরীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। উদিপুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি ?" নির্ম্মল উত্তর করিল, "আমি উদয়পুরের রাজমহিষীর দূতী। চিঠি লইয়া আসিয়াছি।"

নির্ম্মলকুমারী চঞ্চলের পত্রখানি উদিপুরীর হাতে দিল। তারপর আবার যোধপুরী বেগমের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। যোধপুরী বেগম তাহাকে বলিলেন, "কাল পত্রখানা পড়িবে। তুমি এইবেলা পলায়ন কর। নচেৎ কাল একটা গণ্ডগোল হইতে পারে। আমি তোমার সঙ্গে একজন বিশ্বাসী খোজা দিতেছি। সে তোমাকে মহালের বাহির করিয়া তোমার স্বামীর শিবিরে পৌঁছাইয়া দিবে। সেখানে যদি তোমার আত্মীয়স্বজন কাহাকেও না পাও, তাহা হইলে এই খোজাই তোমাকে উদয়পুর পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবে। কিন্তু সাবধান ! আমি ধরা না পড়ি।"

নির্ম্মল বলিল, "হজরৎ ! নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি রাজপুতের মেয়ে।"

তখন যোধপুরী, বনাসী নামে তাঁহার বিশ্বাসী খোজাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনই যাইতে পারিবে ত' ?"

বনাসী বলিল, "তা পারিব।" কিন্তু রঙমহালের ফটকের নিকট আসিয়া খোজা ভীত, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল ; বলিল, "কি বিপদ্ ! পালাও ! পালাও !" বলিয়া খোজা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমিধ্ সংগ্রহ—স্বয়ং যম

নির্ম্মল বুঝিল না যে, কেন পলাইতে হইবে। এদিক্-ওদিক্ নিরীক্ষণ করিল—পলাইবার কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল, ফটকের নিকট পরিণতবয়স্ক শুভ্রবেশ একজন কে দাঁড়াইয়া আছে। মনে করিল, এটা কি ভূত-প্রেত যে, তাই ভয় পাইয়া খোজা পলাইল? ইতিমধ্যে সেই শুভ্র পুরুষ আসিয়া নির্ম্মলের নিকট দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

নির্ম্মল বলিল, "আপনাকে পরিচয় দিয়া কি হইবে? জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া আপনি যদি আমাকে ফটক পার করিয়া দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব।"

পুরুষ বলিল, "তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া উত্তরে যদি সন্তুষ্ট হই, তবে তোমাকে ফটক পার করিয়া দিতে পারি।"

নির্ম্মল। আপনি কে, তাহা না জানিলে আমি সকল কথা আপনাকে বলিব না।

পুরুষ উত্তর করিল, "আমি আলমগীর বাদশাহ।"

তখন নির্ম্মলকুমারী ভূমি স্পর্শ করিয়া বাদশাহ রীতিমত সেলাম করিল।

বাদশাহ বলিলেন, "এখানে কাহার কাছে আসিয়াছিলে?"

নির্ম্মল। বেগম উদিপুরী সাহেবার কাছে।

বাদশাহ। কেন?

নি। পত্র ছিল।

বাদ। কাহার পত্র?

নি। মহারাণার রাজমহিষীর।

বাদ। কৈ সে পত্র ?

নি। বেগম সাহেবাকে দিয়াছি।

বাদশাহ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “আমার সঙ্গে এসো।”

নির্ম্মলকে সঙ্গে লইয়া বাদশাহ উদিপুরীর মন্দিরে গমন করিলেন। উদিপুরী তখন ঘোর নিদ্রাভিভূত, তাঁহার বিছানায় পত্রখানা পড়িয়া আছে। ঔরঙ্গজেব তাহা লইয়া পাঠ করিয়া, নিদাঘসন্ধ্যাকাদম্বিনীতুল্য ভীষণ কান্তি লইয়া বাহিরে আসিলেন। নির্ম্মলকে বলিলেন, “তুই কি প্রকারে এই মহাল মধ্যে প্রবেশ করিলি ?” নির্ম্মল যুক্তকরে বলিল, “বাঁদীর অপরাধ মার্জ্জনা হউক—এ-কথার উত্তর দিব না।”

ঔরঙ্গজেব বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, “কি ? এত হেমাকৎ ? আমি দুনিয়ার বাদশাহ—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুই উত্তর দিবি না ?”

নির্ম্মল করযোড়ে বলিল, “দুনিয়া—হুজুরের। কিন্তু রসনা—আমার। আমি যাহা না বলিব, দুনিয়ার বাদশাহ তাহা কিছুতেই বলাইতে পারিবেন না।”

ঔরঙ্গজেব দেখিলেন, এ মেয়েকে ভয় দেখাইয়া কিছু হইবে না। মারিয়া ফেলিলেও কিছু হইবে না। পীড়ন এবং প্রলোভনের দ্বারা ইহাকে কিছু করা যাইবে না।

অবশেষে বাদশাহের কথায় দিনকতক যোধপুরী বেগমের কাছে নির্ম্মলকুমারী থাকিতে সম্মত হইল।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুনশ্চ সমিধ্‌-সংগ্রহের জন্য

পরদিন ঔরঙ্গজেব ও জেব-উন্নিসা নির্ম্মলকুমারীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্মহালমধ্যে তদারক করিলেন—কে ইহাকে অন্তঃপুর মধ্যে আসিতে দিয়াছে। কেহই অপরাধ স্বীকার করিল না।

তখন ঔরঙ্গজেব ও জেব-উন্নিসা, অপর পৌরবর্গকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, ইহাকে আসিতে দেওয়াতে ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু ইহাকে কেহ আমাদের হুকুম ব্যতীত বাহির হইতে দিও না। বেগমদিগের মত ইহাকে মান্য করিবে।

সেইদিন অপরাহ্নে একজন তাতারী-প্রহরিণী আসিয়া যোধপুরী বেগমকে সংবাদ দিল যে, "একজন সওদাগর পাথরের জিনিষ লইয়া দুর্গমধ্যে বেচিতে আসিয়াছে। কতকগুলা সে মহালমধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছে। আপনি কিছু লইবেন কি?"

যখন প্রহরিণী এই কথা বলিল, তখন নির্ম্মলকুমারী যোধপুরীর নিকটে ছিল। সে যোধপুরীকে একটু চক্ষুর ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আমি নিব।"

এক্ষণে নির্ম্মলের অভিপ্রায় বুঝিয়া যোধপুরী পাথরের দ্রব্য আনাইতে হুকুম দিলেন।

প্রহরিণী বাহিরে গেলে, নির্ম্মল সংক্ষেপে যোধপুরীকে মাণিকলালের সঙ্কেত-কৌশল বুঝাইয়া দিল। যোধপুরী তখন বলিলেন, "তবে তুমি ততক্ষণ তোমার স্বামীকে একখানা পত্র

লেখ। আমি পাথরের জিনিষ পসন্দ করি। এই সুযোগে তাঁহাকে তোমার সংবাদ দিতে হইবে।” উপযুক্ত সময়ে সেই প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল।

নির্ম্মল দেখিল যে, সকল দ্রব্যেই মাণিকলালের চিহ্ন আছে। দেখিয়া নির্ম্মল পত্র লিখিতে বসিল। যতক্ষণ না নির্ম্মলের পত্র লেখা হইল, ততক্ষণ যোধপুরী পসন্দ করিতে লাগিলেন। দ্রব্যজাতের মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত মূল্যবান্ রত্নরাজির কারুকার্য্যবিশিষ্ট একটা কৌটা ছিল। তাহাতে জড়াইয়া চাবি-তালা বন্ধ করিবার জন্য একটা সুবর্ণ-নির্ম্মিত শৃঙ্খল ছিল। নির্ম্মলের পত্র লেখা হইলে, যোধপুরী অন্যের অলক্ষ্যে সেই পত্র ঐ কৌটার মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

যোধপুরী সকল দ্রব্য পসন্দ করিয়া রাখিলেন, কেবল এই কৌটাটি না-পসন্দ করিয়া ফেরৎ দিলেন। ফেরৎ দিবার সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক চাবিটা ফেরৎ দিতে ভুলিয়া গেলেন।

ছদ্মবেশী সওদাগর মাণিকলাল,—কেবল কৌটা ফেরৎ আসিল, তাহার চাবি আসিল না দেখিয়া প্রত্যাশাপন্ন হইল। সে টাকা-কড়ি সব বুঝিয়া লইয়া, কৌটা লইয়া দোকানে গেল। সেখানে, নির্জ্জনে কৌটার ভিতরে নির্ম্মলকুমারীর পত্র পাইল।

পত্র পাইয়া, নির্ম্মল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মাণিকলাল স্বদেশ-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমিধ্ সংগ্রহ—জেব-উন্নিসা

মবারক তাঁহার পবিত্রা পরিণীতা পত্নী দরিয়াকে লইয়া ঘরকর্না সাজাইতেছিলেন। জেব-উন্নিসা তাঁহাকে দু'একবার ডাকিলেন। তিনি আসিলেন না। তারপর একদিন মবারক আসিয়া বলিলেন, "আমি আর মহালের ভিতর যাইব না—আমি দরিয়াকে ঘরে আনিয়াছি।" শুনিয়া জেব-উন্নিসা রাগে ফুলিয়া আটখানা হইলেন এবং মবারকের ও দরিয়ার নিপাত-সাধন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

জেব-উন্নিসার কাছে নির্ম্মলের যাহা বলিবার আপত্তি নাই, তাহা সে অকপটে বলিয়াছিল। অন্যান্য কথার মধ্যে, রূপনগরের যুদ্ধটা কি প্রকারে হইয়াছিল, সে-কথাও পাড়িয়াছিল। নির্ম্মল যুদ্ধের প্রথম-ভাগের কিছু দেখে নাই, কিন্তু চঞ্চলকুমারীর কাছে সে সকল কথা শুনিয়াছিল। যেমন শুনিয়াছিল, জেব-উন্নিসাকে তেমনই শুনাইল। মবারক যে মোগলসৈন্যকে ডাকিয়া, চঞ্চলকুমারীর কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া রণজয় ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা বলিল; চঞ্চলকুমারী যে রাজপুতগণের রক্ষার্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক দিল্লীতে আসিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও বলিল; বিষ খাইবার ভরসার কথাও বলিল, মবারক যে চঞ্চলকুমারীকে লইয়া আসিলেন না, তাহাও বলিল।

শুনিয়া জেব-উন্নিসা মনে-মনে বলিলেন, "মবারক সাহেব! এই অস্ত্রে তোমার কাঁধ হইতে মাথা নামাইব।" উপযুক্ত অবসরে জেব-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবকে যুদ্ধের ইতিহাস শুনাইলেন।

ঔরঙ্গজেব শুনিয়া বলিলেন, "যদি সে নফর এমন বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে আজি সে জাহান্নমে যাইবে।" তিনি স্বয়ং আবার নির্ম্মল-কুমারীকে ডাকিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন। যথাবিহিত সময়ে বখ্শীকে তলব করিয়া, বাদশাহ মবারকের সম্বন্ধে আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

বখ্শীর আজ্ঞা পাইয়া আটজন আহদী গিয়া মবারককে ধরিয়া আনিয়া বখ্শীর নিকট হাজির করিল। মবারক হাসিতে-হাসিতে বখ্শীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বখ্শীর সম্মুখে দুইটি লৌহপিঞ্জর। তন্মধ্যে দুইটি বিষধর সর্প গর্জ্জন করিতেছে।

মবারক বখ্শীর কাছে উপস্থিত হইয়া দুই পার্শ্বে দুইটি বিষধর সর্পের পিঞ্জর দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি, আমায় যাইতে হইবে?" বখ্শী বিষণ্ণভাবে বলিল, "বাদশাহের হুকুম।"

তখন মবারক জুতা খুলিয়া একটা পিঞ্জরের উপর পা দিলেন। সর্প গর্জ্জাইয়া আসিয়া পিঁজরার ছিদ্র মধ্য হইতে দংশন করিল। তারপর তিনি দ্বিতীয় পিঞ্জরের উপর পা রাখিলেন, দ্বিতীয় মহাসর্পও তাঁহাকে দংশন করিয়া তীক্ষ্ণ বিষ ঢালিয়া দিল। তীব্র সর্প-বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া মোগলবীর প্রাণত্যাগ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সব সমান

রঙ্‌মহালে সকল সংবাদই আসে—সকল সংবাদই জেব-উন্নিসা নিয়া থাকেন। মবারকের বধ-সংবাদও আসিয়া পৌঁছিল। জেব-উন্নিসা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইবেন। সহসা দেখিলেন যে, ঠিক বিপরীত ঘটিল। সংবাদ শুনিয়াই তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

দুঃখে, শোকে, ভয়ে জেব-উন্নিসা তাঁহার বিশ্বাসী খোজা আসিরদ্দীনকে ডাকাইলেন। সে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাপের বিষে মরিলে তার কি চিকিৎসা আছে?"

আসিরদ্দীন বলিল, "মরিলে আর চিকিৎসা কি?"

জেব। কখনও শুন নাই?

আসি। হাতেম মাল এমনই একটা চিকিৎসা করিয়াছিল, কানে শুনিয়াছি, চক্ষে দেখি নাই।

জেব। আজ মবারক আলি সর্পাঘাতে মরিয়াছে। কোথায় তাহাকে গোর দিয়াছে, জান?

আসি। দেখি নাই, ঠিকানা করিয়া লইতে পারিব।

জেব। আমি তোমাকে দুই শত আসরফি দিতেছি। একশো হাতেম মালকে দিবে, একশো আপনি লইবে। মবারক আলির গোর খুঁড়িয়া মোরদা বাহির করিয়া চিকিৎসা করিয়া তাহাকে বাঁচাইবে। যদি বাঁচে, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আসিবে। এখনই যাও।

খোজা তখনই বিদায় লইল।

নবম পরিচ্ছেদ

সমিধ্ সংগ্রহ—দরিয়া

আর-একবার রঙ্‌মহালে পাথরের দ্রব্য বেচিয়া মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীর খবর লইল। এবারও সেই পাথরের কৌটা চাবি-বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। চাবি খুলিয়া নির্ম্মল পাইল—সেই দৌত্য-পারাবত। নির্ম্মল সেটিকে রাখিল। পত্রের দ্বারা পূর্ব্বমত সংবাদ পাঠাইল। লিখিল, "সব মঙ্গল। তুমি এখন যাও, আমি বাদশাহের সঙ্গে যাইব।"

মাণিকলাল তখন দোকান-পাট উঠাইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল। রাত্রি প্রভাত হইবার তখন অল্প বিলম্ব আছে। পথিপার্শ্বে একটা সামান্য গোরস্থানে মাণিকলাল দেখিল, একটা গোরের নিকট দুইটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। মাণিকলালকে এবং তাহার সমভিব্যাহারীদিগকে দেখিয়া; সেই দুইটা মানুষ দৌড়াইয়া পলাইল। মাণিকলাল তখন ঘোড়া হইতে নামিয়া নিকটে গিয়া দেখিল যে, গোরের মাটি উঠাইয়া উহারা মৃতদেহ বাহির করিয়াছে। মাণিকলাল সেই মৃতদেহ খুব যত্নের সহিত, উদয়োন্মুখ ঊষার আলোকে পর্য্যবেক্ষণ করিল। তারপর কি বুঝিয়া ঐ দেহ আপনার অশ্বের উপর তুলিয়া বাঁধিয়া, কাপড় ঢাকা দিয়া আপনি পদব্রজে চলিল।

মাণিকলাল দিল্লীর দরওয়াজার বাহিরে গেল। কিছু পরে সূর্য্যোদয় হইল, তখন মাণিকলাল ঐ মৃতদেহ ঘোড়া হইতে নামাইয়া জঙ্গলের ছায়ায় লইয়া গিয়া রাখিল এবং আপনার পেঁটরা হইতে একটি ঔষধের বড়ী বাহির করিয়া তাহা কোন অনুপান দিয়া মাড়িল।

তার পর ছুরি দিয়া মৃতদেহটা স্থানে-স্থানে একটু-একটু চিরিয়া, ছিদ্র-মধ্যে সেই ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিল এবং জিবে ও চক্ষুতে কিছু-কিছু মাখাইয়া দিল। দুই দণ্ড পরে আবার ঐরূপ করিল। এইরূপ তিন-বার ঔষধ প্রয়োগ করিলে, মৃতব্যক্তি নিশ্বাস ফেলিল। চারিবারে সে চক্ষু চাহিল ও তাহার চৈতন্য হইল। পাঁচবারে সে উঠিয়া বসিল।

মাণিকলাল একটু দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহা মবারককে পান করাইল। মবারক ক্রমশঃ দুগ্ধ পান করিয়া সবল হইলে সকল কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি মাণিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমাকে বাঁচাইল ? আপনি ?"

মাণিকলাল বলিল, "হাঁ।"

মবারক বলিলেন, "কেন বাঁচাইলেন ? আপনাকে আমি চিনিয়াছি। আপনার সঙ্গে রূপনগরের পাহাড়ে যুদ্ধ করিয়াছি। আপনি আমায় পরাভব করিয়াছিলেন।"

মাণিক। আমিও আপনাকে চিনিয়াছি। আপনিই মহারাণাকে পরাজয় করেন। আপনার এ অবস্থা কেন ঘটিল ?

মবারক। এখন বলিবার কথা নহে, সময়ান্তরে বলিব। আপনি কোথায় যাইতেছেন—উদয়পুরে ?

মাণিক। হাঁ।

মবা। আমাকে সঙ্গে লইবেন ? দিল্লীতে আমার ফিরিবার যো নাই, তা বুঝিতেছেন বোধ হয়। আমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত।

মাণিক। সঙ্গে লইতে পারি ; কিন্তু আপনি এখন বড় দুর্ব্বল।

মবা। সন্ধ্যা-লাগায়েৎ শক্তি পাইতে পারি। ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিবেন কি ?

মাণিক। করিব।

মাণিকলাল মবারককে আর কিছু দুগ্ধাদি খাওয়াইল। গ্রাম হইতে একটা টাট্টু কিনিয়া আনিল। তারপর তাহার উপর মবারককে চড়াইয়া উদয়পুর যাত্রা করিল।

পথে যাইতে-যাইতে ঘোড়া পাশাপাশি করিয়া নির্জ্জনে মবারক জেব-উন্নিসার সকল কথা মাণিকলালকে বলিলেন। মাণিকলাল বুঝিল যে, জেব-উন্নিসার কোপানলে মবারক ভস্মীভূত হইয়াছেন।

এদিকে আসিরদ্দীন ফিরিয়া আসিয়া জেব-উন্নিসাকে জানাইল যে, কিছুতেই বাঁচানো গেল না।

এইসময়ে কক্ষদ্বারে গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কেহ কক্ষ-প্রবেশ করিবার জন্য জিদ করিতেছে,—প্রতিহারী তাহাকে আসিতে দিতেছে না। জেব-উন্নিসা যেন দরিয়ার গলা শুনিলেন। প্রতিহারী তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিল না। দরিয়া প্রতিহারীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে তরবারি ছিল। সে জেব-উন্নিসাকে কাটিবার জন্য তরবারি উঠাইল। কিন্তু সহসা তরবারি ফেলিয়া দিয়া, জেব-উন্নিসার সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল। বলিল, "বহুৎ আচ্ছা, চোখে জল!" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

সপ্তম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

অগ্নি জ্বলিল

রাজসিংহের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য ঔরঙ্গজেব তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা নিয়োগ করিলেন।

চতুর্ভাগে বিভক্ত ঔরঙ্গজেবের মহতী সেনা সমাগত হইলে, রণপণ্ডিতের যাহা কর্ত্তব্য, রাজসিংহ প্রথমেই তাহা করিলেন। পর্ব্বতমালার বাহিরে রাজ্যের যে-অংশ সমতল, তাহা ছাড়িয়া দিয়া, পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া সেনা সংস্থাপিত করিলেন। নিজে পূর্ব্বদিকে নয়ন নামে গিরিসঙ্কটমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

আজম শাহ সৈন্য লইয়া যেখানে উপস্থিত হইলেন, সেখানেও পর্ব্বতমালায় তাঁহার গতিরোধ হইল! আরোহণ করিবার সাধ্য নাই, উপর হইতে গোলা ও শিলাবৃষ্টি হয়।

ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আজমীরে আক্‌বরের মিলন হইল। পিতাপুত্র সৈন্য মিলাইয়া পর্ব্বতমালার মধ্যে যেখানে তিনটি পথ খোলা, সেদিকে আসিলেন। এই তিনটি পথ—গিরিসঙ্কট। একটির নাম দোবারি; আর-একটি দয়েলবারা; আর-একটি পূর্ব্বকথিত নয়ন। দোবারিতে পৌঁছিলে পর ঔরঙ্গজেব আক্‌বরকে ঐ পথে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া আগে-আগে যাইতে অনুমতি করিয়া, উদয়সাগর নামে বিখ্যাত সরোবরতীরে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভের চেষ্টা করিলেন।

শাহজাদা আক্‌ববর পার্ব্বত্যপথে উদয়পুরে প্রবেশ করিতে চলিলেন। জনপ্রাণী তাঁহার গতিরোধ করিল না; রাজপ্রাসাদ-মালা, উপবনশ্রেণী, সরোবর, তন্মধ্যস্থ উপদ্বীপ সকল দেখিলেন, কিন্তু মনুষ্য-মাত্র দেখিতে পাইলেন না। সমস্ত নীরব। আক্‌ববর তখন শিবির সংস্থাপন করিলেন, মনে করিলেন যে, তাঁহার ফৌজের ভয়ে দেশের লোক পলাইয়াছে। মোগল-শিবিরে আমোদ-প্রমোদ হইতে লাগিল। এমন সময় ঝড়ের মত কুমার জয়সিংহ—শাহজাদা আক্‌ববরের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। প্রায় কেহ বাঁচিল না। পঞ্চাশ সহস্র মোগলের মধ্যে অল্পই ফিরিল। শাহজাদা গুজরাট অভিমুখে পলাইলেন।

মাজুম শাহ, দাক্ষিণাত্য হইতে সৈন্যরাশি লইয়া আহম্মদাবাদ ঘুরিয়া, পর্ব্বতমালার পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আর পথ নাই। পথ করিয়া অগ্রসর হইতেও পারেন না। তাহা হইলে রাজপুতেরা তাঁহার পশ্চাতে পথ বন্ধ করিবে—রসদ আনিবার আর উপায় থাকিবে না—না খাইয়া মরিবেন! শাহ আলম সুতরাং আর অগ্রসর হইলেন না।

রাজসিংহের সেনাসংস্থাপনের গুণে বাঙ্গালার সেনা ও দাক্ষিণাত্যের সেনা—বৃষ্টিকালে কপিদলের মত কেবল জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। মুলতানের সেনা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রহিল। ঝড়ের মুখে ধূলার মত কোথায় উড়িয়া গেল। বাকি খোদ বাদশাহ—দুনিয়ারাজ বাদশাহ আলমগীর।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নয়নবহ্নিও বুঝি জ্বলিয়াছিল

শাহজাদা আক্‌ববর শাহকে আগে পাঠাইয়া, খোদ বাদশাহ উদয়সাগরতীরে শিবির ফেলিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার আছেন যোধপুরী, উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসা। যোধপুরীর সঙ্গে নির্ম্মলকুমারীও আসিয়াছিল।

একদিন ঔরঙ্গজেব রাত্রিকালে যোধপুরীর মহালে আসিয়া সুখে কথোপকথন করিতেছেন। নির্ম্মলকুমারীও সেখানে উপস্থিত। ঔরঙ্গজেব নির্ম্মলকুমারীকে বলিলেন, "আমি তোমাকে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাই। তাহাতে আমার উপকার আছে, রাজসিংহের অনিষ্ট আছে; এমন কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহা করিবে?"

নি। কি কার্য্য তাহা না জানিলে আমি বলিতে পারি না।

ঔ। আমি উদয়পুর নগর দখল করিব—রাজসিংহের রাজপুরী দখল করিব, সে-সকল বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজপুরী দখল হইলে পর, রূপনগরীকে হস্তগত করিতে পারিব কি না সন্দেহ! তুমি সেই বিষয়ে সহায়তা করিবে?

নি। আপনি পুরী অধিকার করার পর তাহাকে আমি জীবিত পাইব কি না সন্দেহ। রাজপুতমহিষীদিগের রীতি এই যে, শত্রুর হস্তে পড়িবার আগে চিতায় পড়িয়া পুড়িয়া মরে। নহিলে আমা হইতে চঞ্চলকুমারীর কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

ঔ। ইহাতে অনিষ্ট কি ? সে ত' বাদশাহের বেগম হইবে।

নির্ম্মল উত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে খোজা আসিয়া নিবেদন করিল, "পেস্কার দরবারে হাজির, জরুরি আর্‌জি পেস্ করিবে। হজরত শাহজাদা আক্‌বর শাহের সংবাদ আসিয়াছে।"

ঔরঙ্গজেব অতিশয় ব্যস্ত হইয়া দরবারে গেলেন। পেস্কার আর্‌জি পেস্ করিল। ঔরঙ্গজেব শুনিলেন, আক্‌বরের পঞ্চাশ হাজার মোগলসেনা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া প্রায় নিঃশেষে নিহত হইয়াছে। হতাবশিষ্ট কোথায় পলায়ন করিয়াছে কেহ জানে না।

ঔরঙ্গজেব তখনই শিবির ভঙ্গ করিতে আজ্ঞা দিয়া নির্ম্মলকুমারীকে উদয়পুরে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন।

তখন নির্ম্মল, ঔরঙ্গজেবকে তাতার-কপোত দেখাইয়া বলিল, "এ শিক্ষিত পায়রা আপনি রাখিবেন। যখন এ-দাসীকে আপনি স্মরণ করিবেন, এই পায়রাটি আপনি ছাড়িয়া দিবেন। ইহা দ্বারা আমার নিবেদন আপনাকে জানাইব। আমি এক্ষণে সৈন্যের সঙ্গেই রহিলাম। যখন আমার বিদায় লইবার সময় হইবে, বেগম সাহেবা যেন আমাকে বিদায় দেন, এই অনুমতি তাঁর প্রতি থাক্।"

তখন ঔরঙ্গজেব সৈন্যচালনার ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নয়নবহ্নিও বুঝি জ্বলিয়াছিল

শাহজাদা আক্‌ববর শাহকে আগে পাঠাইয়া, খোদ বাদশাহ উদয়সাগরতীরে শিবির ফেলিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার আছেন যোধপুরী, উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসা। যোধপুরীর সঙ্গে নির্ম্মলকুমারীও আসিয়াছিল।

একদিন ঔরঙ্গজেব রাত্রিকালে যোধপুরীর মহালে আসিয়া সুখে কথোপকথন করিতেছেন। নির্ম্মলকুমারীও সেখানে উপস্থিত। ঔরঙ্গজেব নির্ম্মলকুমারীকে বলিলেন, "আমি তোমাকে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাই। তাহাতে আমার উপকার আছে, রাজসিংহের অনিষ্ট আছে; এমন কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহা করিবে?"

নি। কি কার্য্য তাহা না জানিলে আমি বলিতে পারি না।

ঔ। আমি উদয়পুর নগর দখল করিব—রাজসিংহের রাজপুরী দখল করিব, সে-সকল বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজপুরী দখল হইলে পর, রূপনগরীকে হস্তগত করিতে পারিব কি না সন্দেহ! তুমি সেই বিষয়ে সহায়তা করিবে?

নি। আপনি পুরী অধিকার করার পর তাহাকে আমি জীবিত পাইব কি না সন্দেহ। রাজপুতমহিষীদিগের রীতি এই যে, শত্রুর হস্তে পড়িবার আগে চিতায় পড়িয়া পুড়িয়া মরে। নহিলে আমা হইতে চঞ্চলকুমারীর কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।

ঔ। ইহাতে অনিষ্ট কি ? সে ত' বাদশাহের বেগম হইবে।

নির্ম্মল উত্তর করিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে খোজা আসিয়া নিবেদন করিল, "পেস্কার দরবারে হাজির, জরুরি আর্‌জি পেস্ করিবে। হজরত শাহজাদা আক্‌ব্বর শাহের সংবাদ আসিয়াছে।"

ঔরঙ্গজেব অতিশয় ব্যস্ত হইয়া দরবারে গেলেন। পেস্কার আর্‌জি পেস্ করিল। ঔরঙ্গজেব শুনিলেন, আক্‌ব্বরের পঞ্চাশ হাজার মোগলসেনা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া প্রায় নিঃশেষে নিহত হইয়াছে। হতাবশিষ্ট কোথায় পলায়ন করিয়াছে কেহ জানে না।

ঔরঙ্গজেব তখনই শিবির ভঙ্গ করিতে আজ্ঞা দিয়া নির্ম্মলকুমারীকে উদয়পুরে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন।

তখন নির্ম্মল, ঔরঙ্গজেবকে তাতার-কপোত দেখাইয়া বলিল, "এ শিক্ষিত পায়রা আপনি রাখিবেন। যখন এ-দাসীকে আপনি স্মরণ করিবেন, এই পায়রাটি আপনি ছাড়িয়া দিবেন। ইহা দ্বারা আমার নিবেদন আপনাকে জানাইব। আমি এক্ষণে সৈন্যের সঙ্গেই রহিলাম। যখন আমার বিদায় লইবার সময় হইবে, বেগম সাহেবা যেন আমাকে বিদায় দেন, এই অনুমতি তাঁর প্রতি থাক্।"

তখন ঔরঙ্গজেব সৈন্যচালনার ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাদশাহ বহ্নিচক্রে

প্রভাতে বাদশাহী-সেনা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইল।

কিন্তু হঠাৎ একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। যে-পথে আক্‌বর সৈন্য লইয়া গিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেবও সেই পথে সৈন্য লইয়া যাইতে-ছিলেন। অভিপ্রায় এই যে, আক্‌বর শাহের সৈন্যের সঙ্গে নিজ সৈন্য মিলিত করিবেন। মধ্যে যদি কুমার জয়সিংহের সৈন্য পান, তবে তাঁহাকে মাঝে ফেলিয়া টিপিয়া মারিবেন, পরে দুইজনে উদয়পুর প্রবেশ করিয়া রাজ্যধ্বংস করিবেন। কিন্তু পার্ব্বত্যপথে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, রাজসিংহ ঊর্দ্ধে, পর্ব্বতের উপত্যকায় তাঁহার পথের পার্শ্বে সৈন্য লইয়া বসিয়া আছেন। রাজসিংহ নয়ন-নামা গিরি-সঙ্কটে পার্ব্বত্য-পথ রোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতিদ্রুতগামী দূতমুখে আক্‌বরের সংবাদ শুনিয়া এই গিরিসানু-দেশে সসৈন্যে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। মোগলেরা জালের মধ্যে পড়িল। অগ্রসর হইবার আর কোন পথ খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু অল্পকাল পরে সংবাদ আসিল, উদয়পুর যাইবার একটা পথের সন্ধান একজন মোগল-সওদাগর দিয়াছে। তখন বাদশাহের হুকুমে সেই পথেই ফৌজ চলিল। ফলে হইল কি, যে-ভাগ আগে ছিল, তাহা পিছে পড়িল। এইরূপ বিশৃঙ্খলা দেখিয়া, রাজসিংহ সিংহের মত লাফ দিয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া মোগলসেনার মধ্যে পড়িলেন। অমনই মোগলসেনা দ্বিখণ্ড হইয়া গেল—ছুরিকাঘাতে যেন ফুলের মালা

কাটিয়া গেল। এক ভাগ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রন্ধ্র মধ্যে প্রবিষ্ট; আর-এক ভাগ পূর্ব্ব-পথে, রাজসিংহের সম্মুখে।

মোগলের বিপদের উপর বিপদ্ এই যে, যেখানে হাতী, ঘোড়া, দোলার উপর বাদশাহের পৌরাঙ্গনাগণ—ঠিক সেইখানে, পৌরাঙ্গনাদিগের সম্মুখে রাজসিংহ সসৈন্যে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিয়া, যেমন চিল পড়িলে চড়াইয়ের দল কিল-কিল করিয়া উঠে, এই সসৈন্য গরুড়কে দেখিয়া রাজাবরোধের কাল-ভুজঙ্গীর দল তেমনই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এখানে যুদ্ধের নামমাত্র হইল না। যে-সকল আহদীয়ান তাঁহাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল—তাহারা কেহই অস্ত্র-সঞ্চালন করিতে পারিল না—পাছে বেগমরা আহত হয়েন। রাজপুতেরা বিনা যুদ্ধে আহদীদিগকে বন্দী করিল। সমস্ত মহিষীগণ এবং তাঁহাদিগের অসংখ্য অশ্বারোহিণী অনুচরবর্গ, বিনা যুদ্ধে রাজসিংহের বন্দিনী হইলেন।

যোধপুরীকে দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য নির্ম্মলকুমারী বলিল। আর উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসা উপযুক্ত সৈন্য-বেষ্টিত হইয়া নির্ম্মল-কুমারীর সহিত উদয়পুরে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অগ্নিচক্র বড় ভীষণ হইল

রাজসিংহ মাণিকলালকে বিরলে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমি সেই মোগলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। মবারককে আমার নিকট লইয়া আসিবে। আমি তাহাকে সমাদর করিব।"

পাঠকের মনে আছে, মবারক মাণিকলালের হাতে জীবন পাইয়া তাহার সঙ্গে উদয়পুর আসিয়াছিলেন। রাজসিংহ তাঁহার বীরত্ব অবগত হইয়া তাঁহাকে নিজ সেনামধ্যে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল বলিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না। সেই দুঃখে মবারক গুরুতর কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। মবারকই ছদ্মবেশী মোগল-সওদাগর।

মাণিকলাল আজ্ঞা পাইয়া, মবারককে লইয়া আসিল। রাজসিংহ মবারকের অনেক প্রশংসা করিলেন।

মবারক কহিলেন, "মহারাজ! বে-আদবী মাফ হউক। আমি বাদশাহের নেমক খাইয়া নেমকহারামী করিয়াছি। আমাকে তোপের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দিবার আদেশ করুন! আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।"

রাজসিংহ বলিলেন, "আর একদিন অপেক্ষা কর।"

মবারক মাণিকলালকে বলিলেন, "জেব-উন্নিসাকে একবার দেখিব।"

———

অষ্টম খণ্ড

আগুনে কে কে পুড়িল ?

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাদশাহের দাহনারম্ভ

এদিকে বাদশাহ বড় গোলযোগে পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত সেনা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিবার অল্প পরেই দিবাবসান হইল। সন্ধ্যার পরেই সেই সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে অতিশয় গাঢ় অন্ধকার হইল। সমস্ত সেনার পথ আলোকযুক্ত হয়, এমন রোশনাইয়ের সরঞ্জাম সঙ্গে কিছুই নাই। বাদশাহ ও বেগমদিগের নিকট রোশনাই হইল—কিন্তু আর সমস্ত সেনাই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন। তাহাতে আবার বন্ধুর পার্ব্বত্যতলভূমি বিকীর্ণ উপলখণ্ডে ভীষণ হইয়া আছে। ঘোড়া সকল টোক্কর খাইতে লাগিল—কত ঘোড়া আরোহীসমেত পড়িয়া গেল ; কত হাতীর পায়ে বড়-বড় শিলাখণ্ড ফুটিতে লাগিল—হস্তিগণ দুর্দ্দমনীয় হইয়া ইতস্ততঃ ফিরিতে লাগিল।

তারপর বিপদের উপর বিপদ—খাদ্যের অত্যন্ত অভাব। ক্ষুধায়, নিদ্রার অভাবে সকলে মৃতপ্রায় হইল।

এদিকে বাদশাহ—উদিপুরী এবং জেব-উন্নিসার হরণ-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রোধে অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠিলেন।

গভীর রাত্রে সেনার কোলাহল কিছু নিবৃত্ত হইলে, অনেকে শুনিল, অতিদূরে অনেক পাহাড়ের উপর যেন বহুসংখ্যক বৃক্ষ উন্মূলিত হইতেছে। কিছু বুঝিতে না পারিয়া অথবা ভৌতিক-শব্দ মনে করিয়া সকলে চুপ করিয়া রহিল।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাহনে বাদশাহের বড় জ্বালা

রাত্রিপ্রভাতে ঔরঙ্গজেব সৈন্যচালনার আদেশ করিলেন। সেই বৃহতী সেনা—তোপ লইয়া চতুরঙ্গিণী—অতিদ্রুতপদে—রন্ধ্রমুখের উদ্দেশে চলিল। ক্ষুৎপিপাসায় সকলেই অত্যন্ত ক্লিষ্ট—বাহির হইলে তবে পানাহারের ভরসা—সকলে শ্রেণীভঙ্গ করিয়া ছুটিল। ঔরঙ্গজেব নিজে উদিপুরী ও জেব-উন্নিসাকে মুক্ত করিয়া, উদয়পুর নিঃশেষে ভস্ম করিবার জন্য আপনার ক্রোধাগ্নিতে আপনি দগ্ধ হইতেছিলেন—তিনি আর কিছুমাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। বড় ছুটাছুটি করিয়া মোগলসেনা রন্ধ্রপথে উপস্থিত হইল! উপস্থিত হইয়া দেখিল, মোগলের সর্ব্বনাশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া আছে। রন্ধ্রমুখ বন্ধ। রাত্রিতে রাজপুতেরা সংখ্যাতীত মহামহীরুহ সকল ছেদন করিয়া পর্ব্বতশিখর হইতে রন্ধ্রমুখে ফেলিয়া দিয়াছে—পর্ব্বতাকার সপল্লব ছিন্ন-বৃক্ষরাশি, রন্ধ্রমুখ একেবারে বন্ধ করিয়াছে; হস্তী, অশ্ব, পদাতিক দূরে থাক, শৃগাল-কুক্কুরেরও যাতায়াতের পথ নাই।

মোগল-সেনামধ্যে ঘোরতর আর্ত্তনাদ উঠিল, স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শুনিয়া ঔরঙ্গজেবের পাষাণ-নির্ম্মিত হৃদয়ও কম্পিত হইল।

তখন মহীরুহ অপসারণের জন্য বাদশাহ আদেশ করিলেন। মোগলেরা যে-ই অপসারণ কার্য্যে নিযুক্ত হইল, অমনি গিরিশিখর হইতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতে লাগিল। সকলে

ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সভয়ে দেখিল, পর্ব্বতের শিরোদেশে সহস্র-সহস্র রাজপুত-পদাতিক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে।

যাহারা প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে আহত বা নিহত না হইল, রাজপুতগণের গুলীতে তাহারা মরিল। ঔরঙ্গজেবের সৈনিকেরা বৃক্ষপ্রাকারমূলে ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারিল না।

তখন ঔরঙ্গজেব হতাশ হইয়া সেই বৃহতী সেনাকে রন্ধ্রপথে ফিরিতে আদেশ করিলেন। রন্ধ্রের যে-মুখে সেনা প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মুখে বাহির হইতে হইবে। রাজসিংহ দূর হইতে মোগলসেনার প্রত্যাবর্ত্তন জানিতে পারিয়া, তোপ সাজাইয়া সম্মুখে প্রেরণ করিলেন। রাজসিংহের কামান ডাকিল। বৃক্ষপ্রাকার লঙ্ঘিত করিয়া রাজসিংহের গোলা ছুটিল—হস্তী, অশ্ব, পত্তি, সেনাপতি সব চূর্ণ হইয়া গেল। মোগলসেনা রন্ধ্রমধ্যে হটিয়া গিয়া—ক্রূর-সর্প যেমন অগ্নি-ভয়ে কুণ্ডলী করিয়া বিবরে লুকায়, মোগলসেনা রন্ধ-বিবরে তেমনি লুকাইল। শাহন্‌শাহ বাদশাহ হীরকমণ্ডিত শ্বেত উষ্ণীষ মস্তক হইতে খুলিয়া, দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

তারপর ভারতপতি ক্ষুদ্রা রাজপুতবালাকে উদ্ধারকারিণী মনে করিয়া তাহার পারাবত উড়াইয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উদিপুরীর দাহনারম্ভ

নির্ম্মলকুমারী—উদিপুরী বেগম ও জেব-উন্নিসা বেগমকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া, মহারাণী চঞ্চলকুমারীর নিকট গিয়া প্রণাম করিল এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট নিবেদন করিল। সকল কথা সবিশেষ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আগে উদিপুরীকে ডাকাইলেন।

চঞ্চল। বেগমসাহেব, আমার তামাকু নিবিয়া গিয়াছে, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে তামাকুটা সাজিয়া দিন।

উদিপুরী। বাদশাহের বেগম, তামাকু সাজে না।

চঞ্চলকুমারী তখন পরিচারিকাকে আজ্ঞা দিলেন, "ইহা দ্বারা তামাকু সাজাইয়া লও।"

উদিপুরী উঠেন না। তখন পরিচারিকা তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিতে আসিল। অপমানভয়ে কম্পিতহৃদয়ে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া এক পা বাড়াইতে না-বাড়াইতে থর্-থর্ করিয়া কাঁপিয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

তখন চঞ্চলকুমারীর আজ্ঞামত, যে মহার্ঘ-পালঙ্কে তাঁহার জন্য মহার্ঘশয্যা রচিত হইয়াছিল, তথায় তিনি পরিচারিকাগণের দ্বারা বাহিত ও নীত হইলেন। সেখানে পৌরাঙ্গনাগণ তাঁহার যথাবিহিত শুশ্রূষা করিল। চঞ্চলকুমারী আজ্ঞা দিলেন যে, তাঁহার চৈতন্যলাভ হইলে আর কেহ কোনপ্রকারে বেগমের অসম্মান না করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জেব-উন্নিসার দাহনারম্ভ

জেব-উন্নিসাকেও নির্ম্মল চঞ্চলকুমারীর নিকট লইয়া গেল।

জেব-উন্নিসা বলিলেন, "মহারাণি! আমাকে কেন এখানে আনা হইয়াছে, আমি কিছু শুনিতে পাই কি?"

চঞ্চল। সে-কথা আপনাকে বলা হয় নাই। কোন দৈবজ্ঞের আদেশমত আপনাকে আনা হইয়াছে। আপনি অদ্য একা শয়ন করিবেন। প্রহরিণীগণ অলক্ষ্যে প্রহরা দিবে, আপনার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন, আপনি আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিবেন। যদি স্বপ্ন দেখেন, তবে আমাকে কাল বলিবেন।

শুনিয়া চিন্তিতভাবে জেব-উন্নিসা চঞ্চলকুমারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাত্রে শয্যায় শায়িত হইয়া মবারকের কথা মনে পড়িতেছিল।...হায় মবারক! তোমার অমোঘ বীরত্ব কি সামান্য ভুজঙ্গ-গরলকে জয় করিতে পারিল না? সে অনিন্দনীয় মনোহর মূর্ত্তিও কি সাপের বিষে নীল হইয়া গেল? এখন উদয়পুরে কি এমন সাপ পাওয়া যায় না যে, এই কাল ভুজঙ্গীকে দংশন করে! তুমি একবার সশরীরে দেখা দিয়া আমায় দংশন করাও, আমি মরি কি না দেখ!... এইসকল কথা ভাবিতে-ভাবিতে যেন মবারককে সশরীরে দর্শন করিবার মানসেই জেব-উন্নিসা নয়ন উন্মীলিত করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে সশরীরে মবারক। জেব-উন্নিসা চীৎকার করিয়া চক্ষু পুনর্নিমীলিত করিয়া অজ্ঞান হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অগ্নিতে ইন্ধন ক্ষেপ—জ্বালা বাড়িল

পরদিন যখন জেব-উন্নিসা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন, তখন আর তাঁহাকে চেনা যায় না। তারপর চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি স্বপ্ন দেখিলেন ?"

জেব। স্বপ্ন দেখি নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ কিছু দেখিয়াছি। আজ তাকে আর-একবার যদি দেখাইতে পারেন তবে আপনার বাঁদী হইয়া থাকিব।

চঞ্চল। পাঁচ-সাতদিন অপেক্ষা করুন, বিবেচনা করিব।

তখন জেব-উন্নিসা হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ ভুলিয়া গেলেন। যেখানে তাঁহার যাইতে নাই, সেখানে গেলেন। যে-শয্যার উপর চঞ্চলকুমারী বসিয়া, তাহার উপর গিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর ছিন্নলতার মত সহসা চঞ্চলকুমারীর চরণে পড়িয়া গিয়া বলিলেন, "আমার প্রাণ রক্ষা করুন ; নহিলে আজ মরিব।"

চঞ্চলকুমারী তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলেন। তিনিও হিন্দু-মুসলমান মনে রাখিলেন না। তিনি বলিলেন, "শাহজাদী ! আপনি যেমন কাল রাত্রিতে দ্বার খুলিয়া শুইয়াছিলেন, আজিও তাই করিবেন। নিশ্চিত আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।"

এই বলিয়া তিনি জেব-উন্নিসাকে বিদায় দিলেন। এদিকে উদিপুরী জেব-উন্নিসার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু জেব-উন্নিসা তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শাহজাদী ভস্ম হইলেন

অৰ্দ্ধরাত্রি অতীত, সকলে নিঃশব্দে নিদ্রিত। বাদশাহ-দুহিতা জেব-উন্নিসা সুখশয্যায় অশ্রুমোচনে বিবশা। রাত্রিটা ভাল নহে; মধ্যে-মধ্যে গভীর হুঙ্কারে বায়ু বহিতেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

এমন সময়ে বেগবান্ বায়ু মুক্তদ্বার-কক্ষমধ্যে অতিবেগে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বাতি নিবাইয়া দিল। প্রায় সকলেরই ইহা ঘটে যে, অধিক মানসিক যন্ত্রণার সময়, অধিকক্ষণ ধরিয়া একা মর্ম্মভেদী চিন্তায় নিমগ্ন হইলে, মনের কোন-কোন কথা মুখে ব্যক্ত হয়। জেব-উন্নিসার শেষ কথা কয়টি সেইরূপ মুখে ব্যক্ত হইল। তিনি সেই অন্ধকার নিশীথে গাঢ়ান্ধকার কক্ষমধ্য হইতে সেই বায়ুর হুঙ্কার ভেদ করিয়া যেন কাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হয় সাপ, নয় মবারক।" কেহ সেই অন্ধকারে উত্তর করিল—"মবারককে পাইলে তুমি কি মরিবে না?"

জেব-উন্নিসা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "এ কি —এ? এ কি শুনিলাম! কার এ আওয়াজ?"

উত্তর হইল, "কার?"

জেব-উন্নিসা বলিলেন, "কার! যে বেহেস্তে গিয়াছে, তারও কি কণ্ঠস্বর আছে? সে কি ছায়ামাত্র নহে? তুমি কাল দেখা দিয়াছিলে, আজ তোমার কথা শুনিলাম—তুমি মৃত না জীবিত? তুমি জীবিত হও, মৃত হও, তুমি আমার কাছে—আমার এই পালঙ্কে মুহূর্ত্ত জন্য বসিতে পার না?"

উত্তর, "কেন?"

চ। কি রকমে? সেখানে ত' মনুষ্যসমাগমের পথ নাই।

নি। তাহা বলিতে পারি না। আমায় একবার শিবিরে যাইতে অনুমতি দিন। কি করিতে পারি, দেখিয়া আসি।

চঞ্চলকুমারী অনুমতি দিলেন। নির্ম্মলকুমারী গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, রক্ষিবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া শিবিরে স্বামী-সন্দর্শনে গেল। যাইবামাত্র মাণিকলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধের অভিপ্রায়ে নাকি?"

নির্ম্মল। কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? তুমি কি আমার যুদ্ধের যোগ্য?

মাণিক। তা ত' নই। কিন্তু আলমগীর বাদশাহ?

নির্ম্মল। আমি তাঁর উদ্ধারের জন্য আসিয়াছি। আমি যাহা আজ্ঞা করি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

তারপর মাণিকলালের সঙ্গে নির্ম্মলকুমারীর কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা আমরা জানি না।

মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীকে উদয়পুরে প্রতি-প্রেরণ করিয়া, রাজসিংহের সাক্ষাৎকার লাভের অভিপ্রায়ে তাম্বুতে গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অগ্নিনির্ব্বাণের পরামর্শ

মহারাণার সাক্ষাৎ পাইয়া, প্রণাম করিয়া মাণিকলাল যুক্তকরে নিবেদন করিল, "মহারাজ, আমার এত বুদ্ধি নাই যে, কোন বিষয়ে মহারাজকে পরামর্শ দিই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সন্ধিস্থাপনের এই উত্তম সময়। জঠরাগ্নি দাহের সময়ে মোগল যেমন নরম হইবে, ভরা-পেটে তেমন হইবে না। আমার বোধ হয়, রাজমন্ত্রিগণ ও সেনাপতি-গণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করা ভাল।"

রাজসিংহ এ-প্রস্তাবে সম্মত ও স্বীকৃত হইলেন। উপবাসে এত মানুষ মারাও তাঁহার ইচ্ছা নহে। হিন্দু, ক্ষুধার্ত্তের অন্ন যোগানো পরমধর্ম্ম বলিয়া জানে। অতএব হিন্দু, শত্রুকেও সহজে উপবাসে মারিতে চাহে না।

সন্ধ্যার পর শিবিরে রাজসভা সমবেত হইল। অনেক বাগ্-বিতণ্ডার পর সন্ধিস্থাপনের কথাই স্থির হইল। মাণিকলাল সন্ধি-পত্র লইয়া যাইবে।

সন্ধিপত্রের মর্ম্ম এইরূপ ঃ

বাদশাহ সমস্ত সৈন্য মেবার হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবেন। মেবারে গোহত্যা ও দেবালয় ভঙ্গ নিবারণ করিবেন, এবং জেজেয়ার কোন দাবী করিবেন না। তাহা হইলে রাজসিংহ পথ মুক্ত করিয়া দিবেন, নিরুদ্বেগে বাদশাহকে যাইতে দিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ

অগ্নিতে জলসেক

সভাভঙ্গ হইল, তবু মাণিকলাল গেল না। মাণিকলাল বলিল, "ঔরঙ্গজেব কন্যাজামাতাকে মার্জ্জনা না করিলে আপনি সন্ধি করিবেন না।"

রাজসিংহ ইহার জন্য একখানা পৃথক্ পত্র স্বহস্তে লিখিয়া মাণিকলালকে দিলেন।

মাণিকলাল পত্র দুইখানি লইয়া সেই রাত্রিতে উদয়পুর চলিল। উদয়পুরে গিয়া মাণিকলাল প্রথম নির্ম্মলকুমারীকে এইসকল সংবাদ দিল। সেও একখানি পত্র বাদশাহকে এই মর্ম্মে লিখিল ঃ

"শাহান্‌শাহ !

বাঁদীর অসংখ্য কুর্নিস। হুজুর যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, বাঁদী তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। এক্ষণে হুজুরের সম্মতি পাইলেই হয়। আমার শেষ ভিক্ষাটা স্মরণ রাখিবেন। সন্ধি করিবেন।"

পরদিন প্রাতে মাণিকলাল নির্ম্মলকুমারীর পায়রা চাহিয়া লইয়া গিয়া, পত্রগুলি কাটিয়া ছোট করিয়া তাহার পায়ে বাঁধিয়া দিল। পায়রা ছাড়িয়া দিবামাত্র সে আকাশে উঠিল। পায়ের ভরে বড় পীড়িত। তথাপি কোনমতে উড়িয়া, যেখানে ঔরঙ্গজেব ঊর্দ্ধমুখে আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সেইখানে তাঁহার কাছে পত্র পৌঁছাইয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ

অগ্নি নির্ব্বাণকালে উদিপুরী ভস্ম

কপোত শীঘ্রই ঔরঙ্গজেবের উত্তর লইয়া আসিল। রাজসিংহ যাহা-যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব সকলেতেই সম্মত হইলেন। কেবল একটা গোলযোগ করিলেন, লিখিলেন, "চঞ্চলকুমারীকে দিতে হইবে।"

রাজসিংহ বলিলেন, "তদপেক্ষা আপনাকে ঐখানে সসৈন্যে কবর দেওয়া আমার মনোমত।"

কাজেই ঔরঙ্গজেবকে সে বাসনা ছাড়িতে হইল। তিনি সন্ধিতে সম্মত হইয়া, মুনশীর দ্বারা সেই মর্ম্মে সন্ধিপত্র লিখাইয়া, আপনার পাঞ্জা অঙ্কিত করিয়া স্বহস্তে তাহাতে "মঞ্জুর" লিখিয়া দিলেন। জেব-উন্নিসা ও মবারক সম্বন্ধে একখানি পৃথক্ পত্রে তাঁহাদিগকে মার্জ্জনা করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু একটি সর্ত্ত এই করিলেন যে, এ-বিবাহের কথা কাহারও সাক্ষাতে কখন প্রকাশ করিবে না। সেইসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিলেন যে, কন্যা যাহাতে স্বামিসন্দর্শনে বঞ্চিত না হয়েন, সে উপায়ও বাদশাহ করিবেন।

রাজসিংহ সন্ধিপত্র পাইয়া মোগল-সেনাকে মুক্তি দিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজপুতেরা হাতী লাগাইয়া গাছ সকল টানিয়া বাহির করিল। মোগলেরা হঠাৎ আহার্য্য কোথায় পাইবে, এইজন্য রাজসিংহ দয়া করিয়া, বহুতর হাতীর পিঠে বোঝাই দিয়া অনেক আহার্য্য বস্তু উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন এবং শেষে উদিপুরী, জেব-উন্নিসা ও মবারককে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য উদয়পুরে

আদেশ পাঠাইলেন। তখন চঞ্চলকে ইঙ্গিত করিয়া নির্ম্মল কাণে-কাণে বলিল, "বেগম তোমার দাসীপনা করিল কৈ ?" এই বলিয়া নির্ম্মল উদিপুরীকে বলিল, "আমি যে নিমন্ত্রণ করিতে দিল্লী গিয়াছিলাম, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না ?"

উদিপুরী বলিলেন, "তোমার জিব আমি টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া কাটিব। তোমাদের সাধ্য কি যে, আমাকে দিয়া তামাকু সাজাও। তোমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য কি যে, বাদশাহের বেগম আটক রাখ। কেমন, এখন ছাড়িতে হইল ত'? কিন্তু যে অপমান করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিব। উদয়পুরের চিহ্নমাত্র রাখিব না।"

তখন চঞ্চলকুমারী স্থিরভাবে বলিলেন, "শুনিয়াছি, মহারাণা বাদশাহকে দয়া করিয়া আপনাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন। আপনি তাহার জন্য একটা মিষ্ট কথাও বলিতে জানেন না, অতএব আপনাকে ছাড়া হইবে না। আপনি বাঁদীমহলে গিয়া আমার জন্য তামাকু প্রস্তুত করিয়া আনুন।"

জেব-উন্নিসা বলিলেন, "সে কি মহারাণি! আপনি এত নির্দ্দয় ?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "আপনি যাইতে পারেন—কেহ বিঘ্ন করিবে না। ইঁহাকে আমি এক্ষণে যাইতে দিতেছি না।"

জেব-উন্নিসা অনেক অনুনয় করিলেন, শেষে উদিপুরীও কিছু বিনীতভাবে অবলম্বন করিলেন। কিন্তু চঞ্চলকুমারী বড় শক্ত। দয়া করিয়া কেবল এইটুকু বলিলেন, "আমার জন্য একবার তামাকু প্রস্তুত করুক, তবে যাইতে পারিবে।"

তখন উদিপুরী বলিলেন, "তামাকু প্রস্তুত করিতে আমি জানি না।"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "বাঁদীরা দেখাইয়া দিবে।"

অগত্যা উদিপুরী স্বীকৃত হইলেন। বাঁদীরা দেখাইয়া দিল। উদিপুরী চঞ্চলকুমারীর তামাকু সাজিলেন।

তারপর চঞ্চলকুমারী সেলাম করিয়া তাঁহাদের বিদায় করিলেন। বলিলেন, "এখানে যাহা-যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই আপনারা বাদশাহকে জানাইবেন এবং তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দিবেন যে, আমিই তস্বীরে লাথি মারিয়া নাক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম। আরও বলিবেন, পুনশ্চ যদি তিনি কোন হিন্দুবালার অপমানের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি তস্বীরে পদাঘাত করিয়া সন্তুষ্ট হইব না।"

তখন উদিপুরী নিদাঘের মেঘের মত সজলকান্তি হইয়া বিদায় লইলেন। মহিষী, কন্যা ও খাদ্য পাইয়া ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অগ্নিকাণ্ডে ভূষিতা চাতকী

বেগমদিগকে বিদায় দিয়া চঞ্চলকুমারী আবার অন্ধকার দেখিলেন। মোগল ত' পরাভূত হইল, বাদশাহের বেগম তাঁহার পরিচর্য্যা করিল, কিন্তু কৈ, রাণা ত' কিছু বলেন না!

চঞ্চলকুমারী কাঁদিতেছেন দেখিয়া নির্ম্মল আসিয়া কাছে বসিল। মনের কথা বুঝিল। নির্ম্মল বলিল, "মহারাণাকে কেন কথাটা স্মরণ করিয়া দাও না?"

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, "তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? স্ত্রীলোক হইয়া বার-বার কি এই কথা বলা যায়?"

রাণাও সেইরূপ গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। চঞ্চলকুমারীকে তিনি ভুলেন নাই। কিন্তু চঞ্চলের পিতাকে সর্ব্বাগ্রে জানানো প্রয়োজন বোধে রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর বিবাহের কথা বিক্রম সোলাঙ্কিকে লিখিলেন।

এই পত্রের উত্তরে বিক্রমসিংহ লিখিলেন ঃ

"আমি দুই হাজার অশ্বারোহী লইয়া আপনার নিকট যাইতেছি। ঘাট ছাড়িয়া দিবেন।"

রাজসিংহ এর অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, দুই হাজার মাত্র অশ্বারোহী লইয়া বিক্রম আমার কি করিবে? আমি সতর্ক আছি। অতএব তিনি বিক্রমকে ঘাট ছাড়িয়া দিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অগ্নি পুনর্জ্জ্বালিত

উদয়সাগরের তীরে ফিরিয়া আসিয়া ঔরঙ্গজেব তথায় শিবির স্থাপন ও রাত্রিযাপন করিলেন। সৈনিক ও বাহনগণ খাইয়া বাঁচিল। তখন সিপাহীমহলে গান, গল্প এবং নানাবিধ রসিকতা আরম্ভ হইল। এক জন মোগল বলিল, "আমরা হিন্দুর রাজ্যে আসিয়াছি বলিয়া

একাদশীর উপবাস করিয়াছিলাম।" শুনিয়া একজন মোগলানী বলিল, "বাঁচিয়া আছ, তবু ভাল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, তোমরা নাই—তাই আমরাও একাদশী করিয়াছিলাম।"

পরদিন দরবারে বসিয়া, আম-দরবার খুলিবার আগে, নিভৃতে মবারককে ডাকিয়া বাদশাহ বলিলেন, "এক্ষণে তোমার সকল অপরাধ আমি মার্জ্জনা করিলাম। কেন না, তুমি আমার জামাতা। আমার জামাতাকে নীচপদে নিযুক্ত রাখিতে পারি না। অতএব তোমাকে দুই হাজারের মন্‌সবদার করিলাম, পরওয়ানা আজি বাহির হইবে। কিন্তু এক্ষণে তোমার এখানে থাকা হইতে পারিতেছে না। কারণ, শাহজাদা আক্‌বর পর্ব্বতমধ্যে আমার ন্যায় জালে পড়িয়াছেন। তাঁর উদ্ধারের জন্য দিলীর খাঁ সেনা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। সেখানে তোমার ন্যায় যোদ্ধার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। তুমি অদ্যই যাত্রা কর।"

মবারক এ-সকল কথায় আহ্লাদিত হইলেন না, কেন না, জানিতেন, ঔরঙ্গজেবের আদর শুভকর নহে। কিন্তু মনে যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া দুঃখিতও হইলেন না। অতি বিনীত-ভাবে বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া, দিলীর খাঁ'র শিবিরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

তারপর ঔরঙ্গজেব এক জন বিশ্বাসী দূতের দ্বারা দিলীর খাঁ'র নিকট এক লিপি প্রেরণ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, মবারক খাঁকে দুই হাজারি মন্‌সবদার করিয়া তোমার নিকট পাঠাইয়াছি। সে যেন একদিনও জীবিত না থাকে। যুদ্ধে মরে ভালই—নইলে অন্য প্রকারে যেন মরে।

দিলীর মবারককে চিনিতেন না। বাদশাহের আজ্ঞা অবশ্য পালনীয় বলিয়া স্থির করিলেন।

তারপর ঔরঙ্গজেব আম-দরবারে বসিয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "আমরা কাঠুরিয়ার ফাঁদে পড়িয়াই সন্ধিস্থাপন করিয়াছি। সে সন্ধি রক্ষণীয় নহে। ক্ষুদ্র একজন ভূঁইয়া-রাজার সঙ্গে বাদশাহের আবার সন্ধি কি? আমি সন্ধিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বিশেষ, সে রূপনগরের কুমারীকে ফেরৎ পাঠায় নাই। রূপনগরীকে তাহার পিতা আমাকে দিয়াছে। অতএব রাজসিংহের তাহাতে অধিকার নাই। তাহাকে ফিরাইয়া না দিলে আমি রাজসিংহকে ক্ষমা করিতে পারি না। অতএব যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিবে। রাণার রাজ্যমধ্যে গরু দেখিলে, মুসলমান তাহা মারিয়া ফেলিবে। দেবালয় দেখিলেই তাহা ভগ্ন করিবে। জেজেয়া সর্ব্বত্রই আদায় হইবে।"

এইসকল হুকুম জারি হইল। এদিকে দিলীর খাঁ দাইস্থরীর পথ দিয়া মাড়বার হইতে উদয়পুরে প্রবেশের চেষ্টায় আসিতেছেন শুনিয়া, রাজসিংহ ঔরঙ্গজেবের কাছে লোক পাঠাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ধির পর আবার যুদ্ধ কেন?" ঔরঙ্গজেব বলিলেন, "ভূঁইয়ার সঙ্গে বাদশাহের সন্ধি? বাদশাহের রূপনগরী বেগম ফেরৎ না পাঠাইলে বাদশাহ তোমাকে ক্ষমা করিবেন না।"

শুনিয়া রাজসিংহ হাসিয়া বলিলেন, "আমি এখনও জীবিত আছি।" রূপনগরের রাজকুমারীর অপহরণটা ঔরঙ্গজেবের শেল সমান বিঁধিতেছিল। তিনি রাজসিংহের নিকট অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া, রূপনগরের 'রাও সাহেব'কে এক পরওয়ানা

দিলেন। তাহাতে লিখিলেন, "তোমার কন্যা এখনও আমার নিকট উপস্থিত হয় নাই। শীঘ্র তাহাকে উপস্থিত করিবে, নহিলে রূপনগরে গড়ের চিহ্ন রাখিব না।"

ঔরঙ্গজেবের ভরসা যে, পিতা জিদ্ করিলে চঞ্চলকুমারী তাঁহার নিকটে আসিতে সম্মত হইতে পারে। পরওয়ানা পাইয়া বিক্রমসিংহ উত্তর লিখিলেন, "আমি শীঘ্র দুই হাজার অশ্বারোহী সেনা লইয়া আপনার হুজুরে হাজির হইব।"

ঔরঙ্গজেব ভাবিলেন, "সেনা কেন?" মনকে এরূপ বুঝাইলেন যে, তাঁহার সাহায্যার্থ বিক্রমসিংহ সেনা লইয়া আসিতেছে।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মবারকের দাহনারম্ভ

মবারক আর জেব-উন্নিসা কথোপকথনে রত। এমন সময়ে সহসা জেব-উন্নিসা বলিলেন, "এই অন্ধকারে শিবিরের প্রাচীরের তলায় কে লুকাইল?"

"দেখিয়া আসি" বলিয়া মবারক ছুটিয়া দুর্গ-প্রাকারতলে গেলেন, দেখিলেন, একজন যথার্থই লুকাইয়া শুইয়া আছে বটে। মবারক তাহাকে ধরিয়া কক্ষমধ্যে লইয়া আসিলেন।

জেব-উন্নিসা বলিলেন, "তুমি কে? কেন লুকাইয়াছিলে? মুখের কাপড় খোলো।"

সে স্ত্রীলোক যখন মুখের কাপড় খুলিল, দুইজনে সবিস্ময়ে দেখিলেন—দরিয়া-বিবি।

বড় সুখের সময় সহসা বিনা মেঘে সম্মুখে বজ্র পতন দেখিলে যেমন বিহ্বল হইতে হয়, জেব-উন্নিসা ও মবারক সেইরূপ হইলেন। তিনজনের কেহ কোন কথা কহিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মবারক বলিলেন, "আমাকে মরিতেই হইবে।"

জেব-উন্নিসা তখন অতি কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "তবে আমাকেও।"

দরিয়া বলিল, "তোমরা কে?"

মবারক তাহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

তখন মবারক অতিদীনভাবে জেব-উন্নিসার নিকট বিদায় লইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অগ্নির নূতন স্ফুলিঙ্গ

রাজসিংহ রাজনীতিতে ও যুদ্ধনীতিতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। মোগল যতক্ষণ-না সমস্ত সৈন্য লইয়া রাণার রাজ্য ছাড়িয়া অধিক দূর যায়, ততক্ষণ শিবির ভঙ্গ করেন নাই, বা স্বীয় সেনার কোন অংশ স্থান-বিচ্যুত করেন নাই। তিনি শিবিরেই রহিয়াছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, বিক্রমসিংহ রূপনগর হইতে দুই সহস্র সেনা লইয়া আসিতেছেন। রাজসিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

একজন অশ্বারোহী অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়া দূতস্বরূপ রাজসিংহের দর্শন পাইবার কামনা জানাইল। রাজসিংহের অনুমতি পাইয়া প্রতিহারী তাহাকে লইয়া আসিল। সে রাজসিংহকে প্রণাম করিয়া জানাইল যে, রূপনগরাধিপতি বিক্রম সোলাঙ্কি মহারাণার দর্শন-মানসে সসৈন্যে আসিয়াছেন।

রাজসিংহ বলিলেন, "যদি শিবিরের ভিতরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে একা আসিতে বলিবে। যদি সসৈন্যে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তবে শিবিরের বাহিরে থাকিতে বলিবে—আমি সসৈন্যে যাইতেছি।"

বিক্রম সোলাঙ্কি একা শিবিরমধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। তিনি আসিলে, রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আসন প্রদান করিলেন। বিক্রমসিংহ রাণাকে কিছু নজর দিলেন। উদয়পুরের রাণা রাজপুতকুলের প্রধান—এজন্য এ-নজর প্রাপ্য। কিন্তু রাজসিংহ ঐ নজর গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, "আপনার কাছে এ নজর—মোগল-বাদশাহেরই প্রাপ্য।"

বিক্রমসিংহ বলিলেন, "মহারাণা রাজসিংহ জীবিত থাকিতে, ভরসা করি, আর কোন রাজপুত মোগল-বাদশাহকে নজর দিবে না। মহারাজ! আমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। আমি না জানিয়াই তেমন পত্রখানা লিখিয়াছিলাম। আপনি মোগলকে যেরূপ শাসিত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, সমস্ত রাজপুত মিলিত হইয়া আপনার অধীনে কার্য্য করিলে মোগল-সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ হইবে। আমার পত্রের শেষভাগ স্মরণ করিবেন। আমি আপনাকে কেবল নজর দিতে আসি নাই। আমি আরও দুইটি সামগ্রী আপনাকে দিতে আসিয়াছি।

এক—আমার এই দুই সহস্র অশ্বারোহী; দ্বিতীয়—আমার নিজের এই তরবারি। আজিও এ-বাহুতে কিছু বল আছে, আমাকে যে-কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, শরীর পতন করিয়াও সে-কার্য্য সম্পন্ন করিব।”

রাজসিংহ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন। আপনার আন্তরিক আনন্দ বিক্রমসিংহকে জানাইলেন, বলিলেন, “আজ আপনি সোলাঙ্কির মত কথা বলিয়াছেন। দুষ্ট মোগল আমার হাতে নিপাত যাইতেছিল, সন্ধি করিয়া উদ্ধার পাইল; উদ্ধার পাইয়া বলে, সন্ধি করি নাই। আবার যুদ্ধ করিতেছে। দিলীর খাঁ সৈন্য লইয়া শাহজাদা আক্‌ববরের উদ্ধারের জন্য যাইতেছে। আপনি অতি সুসময়ে আসিয়াছেন। দিলীর খাঁকে পথিমধ্যে নিকাশ করিতে হইবে—সে গিয়া আক্‌ববরের সঙ্গে যুক্ত হইলে, কুমার জয়সিংহের বিপদ ঘটিবে। তজ্জন্য আমি গোপীনাথ রাঠোরকে পাঠাইতেছিলাম। কিন্তু তাঁহার সেনা অতি অল্প। আমার নিজ সেনা হইতে কিছু তাঁহার সঙ্গে দিব—মাণিকলাল সিংহ নামে আমার একজন সুদক্ষ সেনাপতি আছে—সে তাহা লইয়া যাইবে। কিন্তু ঔরঙ্গজেব নিকটে, আমি নিজে এ-স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না। অথবা অধিক সৈন্য মাণিকলালের সঙ্গে দিতে পারিতেছি না, আমার ইচ্ছা, আপনিও আপনার অশ্বারোহী সেনা লইয়া সেই যুদ্ধে যান। আপনারা তিনজনে মিলিত হইয়া দিলীর খাঁকে পথিমধ্যে সসৈন্য সংহার করুন।”

বিক্রমসিংহ আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, “আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।”

এই বলিয়া বিক্রম সোলাঙ্কি যুদ্ধে যাইবার উদ্যোগার্থ বিদায় লইলেন। চঞ্চলকুমারীর কথা কিছু হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মবারক ও দরিয়া ভস্মীভূত

গোপীনাথ রাঠোর, বিক্রম সোলাঙ্কি এবং মাণিকলাল দিলীর খাঁর ধ্বংসাকাঙ্ক্ষায় চলিলেন। যে-পথে দিলীর খাঁ আসিতেছেন, সেই পথে তিন স্থানে তিন জনে লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু পরস্পরের অনতিদূরেই রহিলেন। বিক্রমসিংহ পর্ব্বতের নিম্নে সমতলভূমির সম্মুখে জঙ্গলের পশ্চাৎ তাঁহার অশ্বারোহিগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রহিলেন। তৎপরে মাণিকলাল রাজসিংহের পদাতিগণসহ লুক্কায়িত হইল। সর্ব্বশেষে গোপীনাথ রাঠোর রহিলেন। তারপর সসৈন্য দিলার খাঁর আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে সহসা সে কি যুদ্ধ! যুদ্ধে দিলীরের প্রায় সকল সৈন্যই মারা পড়িল। কেবল গোপীনাথ রাঠোরের সম্মুখে কয়জন মোগল-যোদ্ধা কিছুতেই হটিল না। তাহারা মোগলসেনার সার। মবারক তাহাদের নেতা।

দূর হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া মাণিকলাল সেখানে উপস্থিত হইল, রাজপুতদিগকে ডাকিয়া বলিল,—"ইহাদিগকে মারিও না। ইহারা বীরপুরুষ। ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।"

রাজপুতেরা মুহূর্ত্ত জন্য নিরস্ত হইল। তখন মাণিকলাল বলিল,— "তোমরা চলিয়া যাও। তোমাদের ছাড়িয়া দিলাম। আমার অনুরোধে কেহ তোমাদের কিছু বলিবে না।"

একজন মোগল বলিল, "আমরা যুদ্ধে কখন পিছন ফিরি নাই। আজও ফিরিব না।" সেই কয়জন মোগল আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

তখন মাণিকলাল মবারককে ডাকিয়া বলিল, "খাঁ সাহেব, আর যুদ্ধ করিয়া কি করিবেন ?"

মবারক বলিলেন, "মরিব।"

মাণিক। কেন মরিবেন ?

মবা। আপনি কি জানেন না যে, মৃত্যু ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই ?

মাণিক। তবে বিবাহ করিলেন কেন ?

মবা। মরিবার জন্য।

এইসময়ে একটা বন্দুকের শব্দ পর্ব্বতে-পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতে না-করিতে মবারক মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। মাণিকলাল দেখিল, মবারক জীবনশূন্য। মাথায় গুলী বিঁধিয়াছে। মাণিকলাল চাহিয়া দেখিল, পর্ব্বতের সানুদেশে একজন স্ত্রীলোক বন্দুক হাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বন্দুকের মুখনিঃসৃত ধূম দেখা গেল। বলা বাহুল্য, সে উন্মাদিনী দরিয়া।

মাণিকলাল স্ত্রীলোককে ধরিতে আজ্ঞা দিল।

সে হাসিতে-হাসিতে পলাইয়া গেল। সেই অবধি দরিয়াবিবিকে পৃথিবীতে আর কেহ কখন দেখে নাই।

যুদ্ধের পর জেব-উন্নিসা শুনিলেন, মবারক যুদ্ধে মরিয়াছেন। তখন তিনি বেশভূষা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, উদয়সাগরের প্রস্তর-কঠিন ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পূর্ণাহুতি—ইষ্টলাভ

যুদ্ধান্তে জয়শ্রী বহন করিয়া বিক্রম সোলাঙ্কি রাজসিংহের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজসিংহ তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। বিক্রম সোলাঙ্কি বলিলেন,—"একটা কথা বাকি আছে। আমার সেই কন্যাটা। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। গ্রহণ করিবেন কি ?"

রাজসিংহ বলিলেন, "তবে উদয়পুরে চলুন।"

বিক্রম সোলাঙ্কি সেই দুই সহস্র ফৌজ লইয়া উদয়পুরে গেলেন।

বলা বাহুল্য, সেই রাত্রেই রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তার পর যা ঘটিল, তাহাতে ইতিহাসবেত্তারই অধিকার, উপন্যাস-লেখকের সে-সব কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আবার স্বয়ং ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইলেন। আজিম আসিয়া ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। রাজসিংহ বিখ্যাত মাড়বারী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ঔরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন। ঔরঙ্গজেব পুনশ্চ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া পলায়ন করিলেন। রাজপুতেরা তাঁহার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইল। ঔরঙ্গজেবের বিস্তর সেনা মরিল।

ঔরঙ্গজেব ও আজিম ভয়ে পলাইয়া রাণাদিগের পরিত্যক্ত

রাজধানী চিতোরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানেও রক্ষা নাই। সুবলদাস নামা একজন রাজপুত-সেনাপতি পশ্চাতে গিয়া চিতোর ও আজমীরের মধ্যে সেনা স্থাপন করিলেন। আবার আহার বন্ধের ভয়। অতএব খাঁ রহিলাকে বারো হাজার ফৌজের সহিত সুবলদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিয়া, ঔরঙ্গজেব স্বয়ং আজমীরে পলায়ন করিলেন, আর কখনও উদয়পুরমুখো হইলেন না। সে সাধ তাঁহার জন্মের মত ফুরাইল।

এদিকে সুবলদাস, খাঁ রহিলাকে উত্তমমধ্যম দিয়া দূরীকৃত করিলেন। পরাভূত হইয়া খাঁ রহিলাও আজমীরে প্রস্থান করিলেন। দিগন্তরে রাজসিংহের দ্বিতীয় পুত্র কুমার ভীমসিংহ গুজরাট-অঞ্চলে মোগলের অধিকারে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নগর, গ্রাম, এমন কি— মোগল-সুবাদারের রাজধানীও লুঠপাট করিলেন; অনেক স্থান অধিকার করিয়া, সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত রাজসিংহের অধিকার স্থাপন করিতে-ছিলেন, কিন্তু পীড়িত প্রজারা আসিয়া রাজসিংহকে জানাইল। করুণহৃদয় রাজসিংহ তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভীমসিংহকে ফিরাইয়া আনিলেন। দয়ার অনুরোধে হিন্দুসাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিলেন না।

কিন্তু রাজমন্ত্রী দয়াল শাহ সে-প্রকৃতির লোক নহেন। তিনিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত। মালবে মুসলমানদের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেব হিন্দুধর্ম্মের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। প্রতিশোধ-স্বরূপে ইনি কাজীদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলেন। কোরাণ দেখিলেই কূয়ায় ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।

দয়াল শাহ কুমার জয়সিংহের সৈন্যের সঙ্গে আপনার সৈন্য মিলাইলে, তাঁহারা শাহজাদা আজিমকে পাকড়া করিয়া চিতোরের নিকট যুদ্ধ করিলেন। আজিমও হতসৈন্য ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

চারি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইল। পদে-পদে মোগলেরা পরাজিত হইল। শেষ, ঔরঙ্গজেব সত্য-সত্যই সন্ধি করিলেন। রাণা যাহা-যাহা চাহিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব সবই স্বীকার করিলেন। আরও কিছু বেশীও স্বীকার করিতে হইল। মোগল এমন শিক্ষা আর কখনও পায় নাই।

উপসংহার

গ্রন্থকারের নিবেদন

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের কোনপ্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না; অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল-মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয়, যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, মুসলমান রাজাসকল হিন্দু-রাজাসকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ; অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হউক, মুসলমানই হউক—সেই নিকৃষ্ট! ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল-বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।
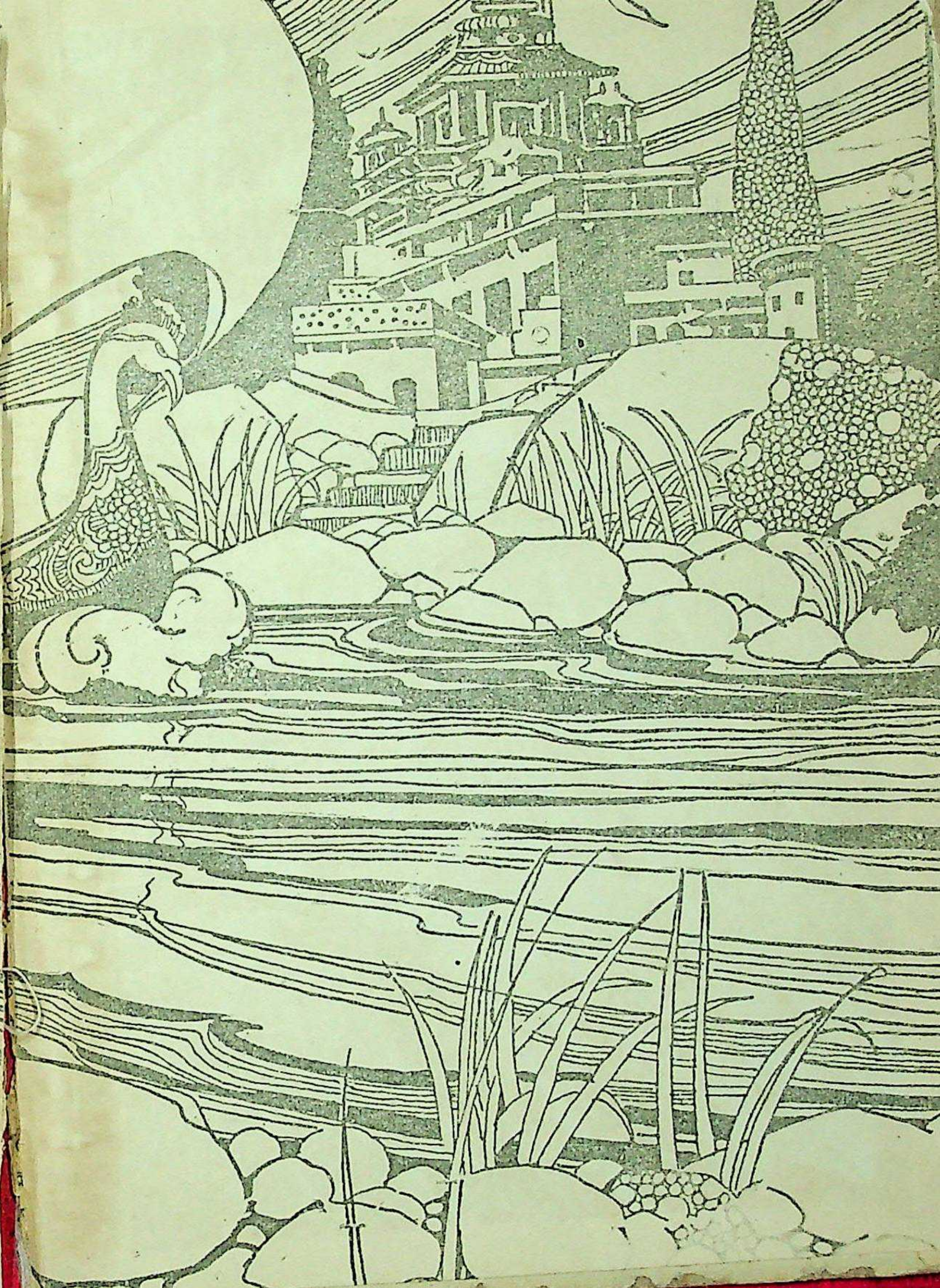
সমাপ্ত